

## সূরা ৩৩ : আহযাব, মাদানী

৩৩ - سورة الأحزاب، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৭৩, রুকু ৯)

(آيَاتُهَا : ৭৩، رُكُوعَاتُهَا : ৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু  
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। হে রাসূল! আল্লাহকে ভয়  
কর এবং কাফিরদের ও  
মুনাফিকদের আনুগত্য  
করনা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ,  
প্রজ্ঞাময়।

۱. يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ  
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

২। তোমার রবের নিকট  
হতে তোমার প্রতি যা অহী  
হয় উহার অনুসরণ কর;  
তোমরা যা কর আল্লাহ সেই  
বিষয়ে সম্যক অবহিত।

۲. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ  
رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

৩। আর তুমি নির্ভর কর  
আল্লাহর উপর এবং  
কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই  
যথেষ্ট।

۳. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ  
بِاللَّهِ وَكِيلًا

আল্লাহর আয়াতের মাধ্যমে কাফির ও মুনাফিকদের মুকাবিলা  
করতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে

সতর্ক করার সুন্দর পন্থা এই যে, বড়দেরকে বলতে হবে যাতে ছোটরা তা  
শুনে সাবধান হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া  
সাল্লামকে যখন কোন কথা গুরুত্বের সাথে বলেন তখন বুঝে নিতে হবে যে,

অন্যদের জন্য এর গুরুত্ব আরও বেশী। তালক ইব্ন হাবীব (রহঃ) বলেন : আল্লাহর হিদায়াত অনুযায়ী সাওয়াব লাভের নিয়াতে তাঁর ফরমানের আনুগত্য করা এবং তাঁর ফরমান অনুযায়ী তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার উদ্দেশে তাঁর নাফরমানী পরিত্যাগ করার নাম হল তাকওয়া। আর কাফির ও মুনাফিকদের কথা না মানা, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করা এবং স্বীকার করে নেয়ার নিয়াতে তাদের কথা না শোনার নামও তাকওয়া।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারীতো একমাত্র আল্লাহ। তিনি তাঁর প্রশস্ত ও ব্যাপক জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেক কাজের ফল বা পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁর সীমাহীন হিকমাতের কারণে তাঁর কোন কাজ, কোন কথা বিবেচনা ও নীতি বহিভূত হয়না। তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ অতএব তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অহী করা হয় তুমি তারই অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ কর, যাতে তুমি খারাপ পরিণতি ও বিভ্রান্তি হতে বাঁচতে পার। আল্লাহ তা'আলার কাছে কারও কার্যকলাপ গোপন নেই। সুতরাং নিজের সমস্ত কাজকর্মে শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা কর।

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا তাঁর উপর যে ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হন। কারণ তিনি সমস্ত কাজের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর প্রতি যে আকৃষ্ট হয় বা তাঁর দিকে যে ঝুঁকে পড়ে সে'ই সফলকাম হয়ে থাকে।

৪। আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীরা, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক, তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি; ঐগুলি

٤. مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أُمَّي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ

তোমাদের মুখের কথা।  
আল্লাহ সত্য কথাই বলেন  
এবং তিনিই সরল পথ  
নির্দেশ করেন।

أَبْنَاءُكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ  
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ  
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

৫। তোমরা তাদেরকে ডাক  
তাদের পিতৃ পরিচয়ে;  
আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক  
ন্যায় সঙ্গত, যদি তোমরা  
তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান  
তাহলে তারা তোমাদের  
ধর্মীয় ভাই অথবা বন্ধু; এ  
ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল  
করলে তোমাদের কোন  
অপরাধ নেই, কিন্তু  
তোমাদের অন্তরে সংকল্প  
থাকলে অপরাধ হবে। আর  
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম  
দয়ালু।

۝. أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا  
ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ  
وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

### পালিত সন্তানের ব্যাপারটি বাতিল করণ

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللّٰثِي  
আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পূর্বে ভূমিকা ও  
প্রমাণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু' একটি ঐ কথা বলেছেন যা সবাই অনুভব করে থাকে।  
অতঃপর সেদিক থেকে চিন্তা ও খেয়াল ফিরিয়ে নিজের উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে  
গেছেন। তিনি বলেন : কোন মানুষের হৃদয় বা অন্তর দু'টি হয়না। এভাবেই তুমি  
বুঝে নাও যে, তুমি যদি তোমার কোন স্ত্রীকে মা বল তাহলে সে সত্যিই তোমার

মা হয়ে যাবেনা। অনুরূপভাবে অপরের পুত্রকে তুমি পুত্র বানিয়ে নিলে সে সত্যিকারের পুত্র হবেনা। কেহ যদি ক্রোধের সময় তার স্ত্রীকে বলে ফেলে : তুমি আমার কাছে এমনই যেমন আমার মায়ের পিঠ। এরূপ বললে সে সত্যি সত্যিই মা হয়ে যাবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

مَا هِيَ بَأُمَّهُمْ إِنَّ أُمَّهُمْ إِلَّا النِّسَى وَلَدَتْهُمْ

তারা তাদের মা নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মা।  
(সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ২)

এ দু'টি কথা বর্ণনা করার পর মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মানুষের পালক পুত্র তার প্রকৃত পুত্র হতে পারেনা। এ আয়াতটি যায়িদ ইব্ন হারিসার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াতের পূর্বে তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসাবে পালন করেছিলেন। তাঁকে যায়িদ (রাঃ) ইব্ন মুহাম্মাদ বলা হত। এ আয়াত দ্বারা এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উদ্দেশ্য। যেমন এই সূরারই মধ্যে রয়েছে :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ  
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নাবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪০)  
এখানে মহান আল্লাহ বলেন :

ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ এটাতো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। তোমরা কারও ছেলেকে অন্য কারও ছেলে বলবে এবং এভাবেই বাস্তব পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা হতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে তার পিতা সে যার পিঠ হতে সে বের হয়েছে। একটি ছেলের দু'জন পিতা হওয়া অসম্ভব, যেমন একটি বক্ষে দু'টি অন্তর থাকা অসম্ভব।

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলেন ও সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, হাসান (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, যুহাইর (রহঃ) কাবুস (রহঃ) থেকে অর্থাৎ ইব্ন আবী যিবাইন (রহঃ) থেকে

বলেন যে, তার পিতা তাকে বলেছেন : আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বললাম, مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ এ আয়াত সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন : একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের জন্য দাঁড়ালেন। এমতাবস্থায় তিনি আতংকগ্রস্ত হলেন। তখন যেসব মুনাফিক তাঁর সাথে সালাত আদায় করছিল তারা পরস্পর বলাবলি করল : দেখ, তাঁর দু’টি অন্তর রয়েছে, একটি তোমাদের সাথে এবং অপরটি তাদের সাথে। ঐ সময় আল্লাহ তা‘আলা مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ১/২৬৭, তিরমিযী ৯/৫৮, তাবারী ২০/২০৪)

### পালিত সন্তানকে ডাকতে হবে তার পিতার নাম অনুসারে

أَدْعُوهُمْ لَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ পূর্বে এর অবকাশ ছিল যে, পালক পুত্রকে পালনকারীর দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে তার পুত্র বলে ডাকা যাবে। কিন্তু এখন ইসলাম এটাকে রহিত করে দিয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাকে তার প্রকৃত পিতার দিকে সম্পর্ক লাগিয়ে ডাকতে হবে। ন্যায়, হক ও সত্য এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন : এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়িদ ইব্ন হারিসাহকে (রাঃ) ইব্ন মুহাম্মাদ বলতাম। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এটা বলা পরিত্যাগ করি। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৭, মুসলিম ৪/১৮৮৪, তিরমিযী ৯/৭২, নাসাঈ ৬/৪২৯) পূর্বেতো পালক পুত্রের ঐ সমুদয় হক থাকত যা ঔরষজাত ছেলের থাকে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু হুযাইফার (রাঃ) স্ত্রী সাহলা বিন্ত সুহায়েল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সালিমকে (রাঃ) মৌখিক পুত্র বানিয়ে রেখেছিলাম। এখন আল্লাহ তার ব্যাপারে ফাইসালা করে দিয়েছেন। আমি এখন পর্যন্ত তার থেকে পর্দা করিনি। সে আসে এবং যায়। আমার স্বামী হুযাইফা (রাঃ) তার এভাবে যাতায়াত পছন্দ করছেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : তাহলে যাও, সালিমকে (রাঃ) তোমার দুধ পান করিয়ে দাও। এতে তুমি তার উপর হারাম হয়ে যাবে (শেষ পর্যন্ত)।

মোট কথা পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে যাওয়ায় এরূপ পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদেরকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণকারীদের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ তারা তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদেরকে বিয়ে করতে পারে। যায়িদ ইব্ন হারিসাহ (রাঃ) যখন তাঁর স্ত্রী যাইনাব বিনতে জাহশকে (রাঃ) তালাক দেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন এবং এভাবে মুসলিমরা একটি কঠিন সমস্যা হতে রক্ষা পেলেন। এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَكَى لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِيْ اَزْوَاجٍ اَدْعٰىاَهُمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

যাতে মু‘মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিয়ে করায় মু‘মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৭) অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ

এবং তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীদেরকে। (সূরা নিসা, ৪ : ২৩) পালক পুত্রের স্ত্রীর প্রসংগ এখানে উল্লেখ করা হয়নি এ কারণে যে, সে ঔরসজাত সন্তান নয়। তবে এখানে দুক্ক সম্পর্কীয় ছেলেরাও ঔরসজাত ছেলেদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দুধপানের কারণে ঐ সব আত্মীয় হারাম যা বংশের কারণে হারাম হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২, মুসলিম ২/১০৬৯) তবে কেহ যদি স্নেহ বশতঃ কেহকেও পুত্র বলে ডাকে তাহলে সেটা অন্য কথা, এতে কোন দোষ নেই। এ ব্যাপারে মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমাদের ন্যায় আবদুল মুত্তালিব বংশের ছোট বালকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফাহ হতে রাতেই জামরাহর দিকে বিদায় করে দেন এবং আমাদের উরুতে চাপড় দিয়ে বলেন : হে আমার ছেলেরা! সূর্যোদয়ের পূর্বে জামরাহর উপর কংকর মারবেনা। (আহমাদ ১/২৩৪, আবু দাউদ ২/৪৮০, নাসাঈ ৫/২৭১, ইব্ন মাজাহ ২/১০০৭) এটা দশম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের ঘটনা। এটা প্রমাণ করছে যে, স্নেহের বাক্য ধর্তব্য নয়।

اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ যায়িদ ইব্ন হারিসাহ (রাঃ) যার ব্যাপারে এ হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে, ৮ম হিজরীতে মৃত্যুর যুদ্ধে শহীদ হন। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ‘হে আমার প্রিয় পুত্র’ বলে সম্বোধন করতেন। (মুসলিম ৩/১৬৯৩, আবু দাউদ ৫/২৪৭, তিরমিযী ৮/১২০) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰبَآءُكُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা ও বন্ধু।

উমরাহতুল কাযা করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন হামযার (রাঃ) কন্যা তাঁকে চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করে। আলী (রাঃ) তখন তাকে ধরে ফাতিমার (রাঃ) কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন : এ তোমার চাচাতো বোন, একে ভালভাবে রেখ। তখন আলী (রাঃ), যায়িদ (রাঃ) ও জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) প্রত্যেকে বলে উঠলেন : এই শিশু কন্যার হকদার আমিই। আমিই একে লালন-পালন করব। আলী (রাঃ) প্রমাণ পেশ করলেন যে, সে তার চাচার মেয়ে। আর যায়িদ (রাঃ) বললেন যে, সে তাঁর ভাইয়ের কন্যা। জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) বললেন : এটা আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার বাড়ীতেই আছে অর্থাৎ আসমা বিন্ত উমাইস (রাঃ)। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ফাইসালা করলেন যে, এ কন্যা তার খালার কাছেই থাকবে, যেহেতু খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত। আলীকে (রাঃ) তিনি বললেন : তুমি আমার ও আমি তোমার। জাফরকে (রাঃ) বললেন : তোমার আকৃতি ও চরিত্রতো আমার সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত। যায়িদকে (রাঃ) তিনি বললেন : তুমি আমার ভাই ও আমার আযাদকৃত দাস। (ফাতহুল বারী ৭/৫৭০) এ হাদীসে বহু হুকুম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়ের হুকুম শুনিয়ে দিলেন, অথচ দাবীদারদেরকেও তিনি অসম্মত করলেননা, বরং নম্র ভাষার মাধ্যমে তাদের অন্তর জয় করলেন। তিনি এ আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে যায়িদকে (রাঃ) বললেন : তুমি আমার ভাই ও আযাদকৃত দাস। এরপর বলা হচ্ছে :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ তোমরা যদি তোমাদের সাধ্যমত তাহকীক ও যাচাই করার পর কেহকেও কারও দিকে সম্পর্কিত কর এবং সেটা ভুল

হয়ে যায় তাহলে এতে তোমাদের কোন অপরাধ হবেনা। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেন বলি :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا مُسِيئِينَ أَوْ أخطَاْنَا

হে আমাদের রাব্ব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৬) সহীহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, যখন বান্দা এ প্রার্থনা করে তখন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : আমি তাই করলাম অর্থাৎ তোমাদের প্রার্থনা কবূল করলাম। (মুসলিম ১/১১৬)

আমর ইব্ন আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যদি বিচারক (বিচারের ব্যাপারে) ইজতিহাদ (সঠিকতায় পৌঁছার জন্য চেষ্টা-তদবীর ও চিন্তা-ভাবনা) করে এবং এতে সে সঠিকতায় পৌঁছে যায় তাহলে তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। আর যদি তার ইজতিহাদে ভুল হয়ে যায় তাহলে তার জন্য রয়েছে একটি সাওয়াব। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৩০)

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের স্মরণ না থাকার কারণে এবং যে কাজ তাদের দ্বারা জোরপূর্বক করিয়ে নেয়া হয় তা ক্ষমা করে দিবেন। (তিরমিযী ১/৬৫৯) এখানেও মহান আল্লাহ এ কথা বলার পর বলেন :

وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

তোমাদের নিরর্থক শপথসমূহের জন্য তোমাদেরকে আল্লাহ পাকড়াও করবেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৫)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে রজমের আয়াত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রজম করেছেন অর্থাৎ ব্যভিচারের অপরাধে বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন। আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি। অতঃপর তিনি বলেন : আমরা পাঠ করতাম কুরআনুল



হাকীমের **وَلَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَاءِكُمْ فَإِنَّهُ كَفُورٌ** **إِنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَاءِكُمْ** তোমরা তোমাদের পিতার দিক থেকে সম্পর্ক অন্যের দিকে ফিরিয়ে নিওনা। কারণ তোমাদের পিতার দিক থেকে সম্পর্ক অন্যের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে কুফরী। এ আয়াতটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা, যেমন ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল। আমি তো আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে। একটি রিওয়ায়াতে শুধু ‘মারইয়ামের ছেলেকে খৃষ্টানরা প্রশংসা করত’ বলা হয়েছে। (আহমাদ ১/৪৭) আর একটি হাদীসে আছে যে, মানুষের মধ্যে তিনটি কুফরী (স্বভাব) রয়েছে। ওগুলো হচ্ছে : বংশকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, মৃতের উপর ক্রন্দন করা এবং তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। (মুসলিম ৯৩৪, আহমাদ ৫/৩৪২)

৬। নাবী মু‘মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তার স্ত্রীরা তাদের মা। আল্লাহর বিধান অনুসারে মু‘মিন মুহাজির অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতম। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তাহলে করতে পার। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ।

٦. النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ  
مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ  
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ  
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ  
مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي  
الْكِتَابِ مَسْطُورًا

## রাসূলের (সাঃ) প্রতি আনুগত্যতা এবং তাঁর স্ত্রীগণ মু'মিনদের মা

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবন অপেক্ষা তাঁর উম্মাতের উপর অধিকতর দয়ালু। এ জন্য তিনি তাঁর রাসূলকে তাদের উপর তাদের জীবনের চেয়েও বেশী অধিকার দিয়েছেন। তারা নিজেদের জন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনা, বরং তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক হুকুমকে জান-প্রাণ দিয়ে কবূল করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল না করে। (সূরা নিসা, ৪ : ৬৫) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেহ মু'মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে প্রিয় হই তার নিজের জান, মাল, সন্তান এবং সমস্ত লোক অপেক্ষা। (ফাতহুল বারী ১/৭৫) সহীহ হাদীসে আরও বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া সবকিছু হতেই প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে উমার! না (এতেও আপনি মু'মিন হতে পারেননা), বরং আমি যেন আপনার কাছে আপনার জীবন অপেক্ষাও প্রিয় হই। তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! (এখন হতে) আপনি আমার নিকট সব কিছু হতেই প্রিয় হয়ে গেলেন। এমনকি আমার নিজের জীবন হতেও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : হে উমার! এখন (আপনি পূর্ণ মু'মিন হলেন)। (ফাতহুল বারী ১১/৫৩২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।

এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত মু’মিনের সবচেয়ে বেশী নিকটতর আমিই। তোমরা ইচ্ছা করলে **النَّبِيُّ أَوْلَى**

**بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ** এই আয়াতটি পড়ে নাও। জেনে রেখ যে, যদি কোন মুসলিম মাল-ধন রেখে মারা যায় তাহলে সেই মালের হকদার হবে তার উত্তরাধিকারীরা। আর যদি কোন মুসলিম তার কাঁধে ঋণের বোঝা রেখে মারা যায় অথবা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রেখে মারা যায় তাহলে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার এবং তার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের দায়িত্বও আমারই উপর ন্যস্ত। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৬, ৫/৭৫) এরপর ঘোষিত হচ্ছে :

**وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ** রাসূলুল্লাহর পত্নীগণ মু’মিনদের মাতাতুল্য। তাঁরা তাদের সম্মানের পাত্রী। সম্মান, আদব ইত্যাদির দিক দিয়ে তাঁরা যেন তাদের মা। তবে হ্যাঁ, মায়ের সাথে অন্যান্য আহকাম যেমন নির্জনতা ইত্যাদিতে পার্থক্য আছে। তাঁদের গর্ভজাত কন্যাদের সাথে কিংবা তাদের বোনদের সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার কথা এখানে বলা হয়নি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

**وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** আল্লাহর বিধান অনুসারে মু’মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতর। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন এবং এর ফলে তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তাদের সম্পদের তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হতেন। (বুখারী ২২৯২, ৪৫৮০, ৬৭৪৭) শপথ করে যাঁরা সম্বন্ধ জুড়ে দিতেন তারাও তাদের সম্পত্তির হকদার হয়ে যেতেন। এ আয়াত দ্বারা এগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং তার পূর্বাপর বিজ্ঞজনেরাও এরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

**إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا** তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও কিংবা হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় করতে চাও তাহলে তা করতে পার। তুমি তার জন্য অসীয়াত করে যেতে পার। অতঃপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا এ কথা আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল। এ আয়াতে যে বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তারা অবশ্যই তাদের চেয়ে অগ্রগন্য, যাদের সাথে শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। এটাই আল্লাহর বিধান যা প্রথম থেকেই জারী রয়েছে এবং ইহা কখনও পরিবর্তনযোগ্য নয়। মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর স্বতঃসিদ্ধ আইনের বিপরীতে যে বিধান জারী করেছিলেন তার মধ্যেও কল্যাণ নিহিত ছিল। তিনি নিজেতো জানতেনই যে, ঐ বিধান হবে সাময়িক এবং পরবর্তী সময়ে তিনি মূল আইনের আওতায় তাঁর বান্দাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন, যা পূর্ব হতেই চলে আসছিল। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে সবকিছু জানেন।

৭। স্মরণ কর, যখন আমি নাবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে, তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার -

۷. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

৮। সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মভেদ শাস্তি!

۸. لَيَسْأَلَنَّ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا

## নাবী/রাসূলগণের ওয়াদা/প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি এই পাঁচজন স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীর নিকট হতে এবং সাধারণ সমস্ত নাবীর নিকট হতে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তারা আমার দীনের প্রচার করবে ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা পরস্পরে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং একে অপরকে সমর্থন করবে। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক কায়েম রাখবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

এবং আল্লাহ যখন নাবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রত্যায়নকারী একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও বলেছিলেন : তোমরা কি এতে স্বীকৃত হলে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল - আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন : তাহলে তোমরা সাক্ষী থেক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮১) তাঁদের প্রত্যেকের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। এখানে সাধারণ নাবীদের বর্ণনা দেয়ার পর বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন নাবীদের নামও উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁদের নাম নিম্নের আয়াতেও রয়েছে :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে। আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম

ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। (সূরা শূরা, ৪২ : ১৩)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ  
স্মরণ কর, যখন আমি নাবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে। এ আয়াতে সর্বপ্রথম সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নাবী। অতঃপর একের পর এক ক্রমানুযায়ী অন্যান্য নাবীদের উল্লেখ রয়েছে। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন : তাদের কাছ থেকে যে প্রধান অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল তা ছিল আল্লাহর একাত্ববাদ। (তাবারী ২০/২১৩)

لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدَقِهِمْ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বাণী প্রাপ্ত হয়ে অন্যদের কাছে সেই দা‘ওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। (তাবারী ২০/২১৪) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তদ শাস্তি! নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে কিংবা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করেছে তারা শাস্তির যোগ্য। আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, মহান রবের কাছ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা তিনি যথাযথভাবে তাঁর জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তারাও তা মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূলগণ তাঁর বান্দাদের কাছে তাঁর বাণী কমবেশী করা ছাড়াই পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা পূর্ণভাবে, সত্যকে উত্তম পন্থায় জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন যাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, যদিও হতভাগ্য ও হঠকারীরা তাঁদেরকে মানেনি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর রাসূলদের সমস্ত কথা ন্যায় ও সত্য। যারা তাঁদের পথ অনুসরণ করেনি তারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। তারা বাতিলের উপর রয়েছে। জান্নাতের অধিবাসীরা বলবেন :

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৩)

৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আত্মাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আত্মাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

۹. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

১০। যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আত্মাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষন করছিলে।

۱۰. اِذْ جَآءَوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَ

### আহযাবে যুদ্ধের বর্ণনা

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে আত্মাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছিলেন এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন, যখন মুশরিকরা মুসলিমদেরকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশে পূর্ণ শক্তিসহ বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, উহা হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে। মূসা ইব্ন উকবাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ

হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের ঘটনা এই যে, বানু নাযীরের ইয়াহুদী নেতৃবর্গ, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে মাদীনা থেকে খাইবারে বিতারিত করেছিলেন। তাদের মধ্যে সালাম ইব্ন আবু হুকাইক, সালাম ইব্ন মিশকাম, কিনানাহ, ইব্ন রাবী প্রমুখ ছিল। তারা মাক্কায়ে এসে কুরাইশদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করল এবং তাদের সাথে অঙ্গীকার করল যে, তারা তাদের অধীনস্থ লোকদেরকে সাথে নিয়ে তাদের দলে যোগদান করবে। কুরাইশরা তাদের প্রস্তাবে রাযী হল। সেখানে তাদের সাথে কথা শেষ করে তারা গাতাফান গোত্রের লোকদের নিকট গমন করল এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকেও তাদের সাথে একমত হতে বাধ্য করল। কুরাইশরা বিভিন্ন গোত্র থেকে লোক সংগ্রহ করে এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করল। তাদের নেতা নির্বাচিত হলেন আবু সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব এবং গাতাফান গোত্রের নেতা নির্বাচিত হল উয়াইনাহ ইব্ন হিসন ইব্ন বদর। এভাবে তারা দশ হাজার যোদ্ধা একত্রিত করল এবং মাদীনার দিকে অগ্রসর হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে সালমান ফারসীর (রাঃ) পরামর্শক্রমে মাদীনার পূর্ব দিকে মুসলিমদের খন্দক খনন করতে বললেন। সমস্ত মুহাজির ও আনসার এ খনন কাজে অংশগ্রহণ করলেন। এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ কাজে অংশ নিলেন। স্বয়ং তিনি মাটি বহন করতে লাগলেন এবং খনন কাজও করলেন। খন্দক (পরিখা) খনন করা কালিন অনেক অলৌকিক (মু‘জিয়া) বিষয় প্রকাশ পায়। মুশরিকদের সেনাবাহিনী বিনা বাধায় মাদীনা পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং মাদীনার উত্তরে নিজেদের শিবির স্থাপন করল। তাদের এক বিরাট সৈন্য দল মাদীনার উঁচু অংশে শিবির স্থাপন করল যেখান থেকে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করা যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِذْ جَاؤُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ  
সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা তিন হাজারেরও কম ছিল। কোন কোন রিওয়াযাতে শুধু সাতশ’ বলা হয়েছে। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকাবিলার জন্য এলেন। তিনি সাল পাহাড়কে পিছনের দিকে রেখে শত্রুদের দিকে মুখ করে সৈন্য সমাবেশ করলেন। তাদের উভয়ের মাঝে ছিল খন্দক যা তিনি খনন করেছিলেন। ফলে কোন পদাতিক কিংবা অশ্বরোহী বাহিনী তাদের কাছে পৌঁছতে পারছিলনা। তাতে পানি



ছিলনা। তা ছিল শুধু একটি গর্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু ও মহিলাদেরকে মাদীনার একটি মহল্লায় একত্রিত করে রেখে দেন। মাদীনায় বানু কুরাইযা নামক ইয়াহুদীদের একটি গোত্র বসবাস করত। তাদের মহল্লা ছিল মাদীনার পূর্ব দিকে। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের দৃঢ় সন্ধিচুক্তি ছিল। তাদেরও বিরাট দল ছিল। প্রায় আটশ’ জন বীর যোদ্ধা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। মুশরিক ও ইয়াহুদীরা তাদের কাছে হুয়াই ইব্ন আখতাব নাযারীকে পাঠিয়ে দিল। সে তাদেরকে নানা প্রকারের লোভ-লালসা দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে করে নিল। তারা মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং সন্ধি-চুক্তি ভেঙ্গে দিল। খন্দকের (পরিখা) অপর দিকে দশ হাজার শত্রু সৈন্য ছাউনি ফেলে বসে আছে। এদিকে ইয়াহুদীদের এই বিশ্বাসঘাতকতা তাদের যুদ্ধাবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হয়ে উঠল। আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

هَٰذَا لَكَ آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلَالًا شَدِيدًا

তখন মু‘মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ১১) শত্রুরা একমাস ধরে অবরোধ অব্যাহত রাখল। যদিও মুশরিকরা খন্দক অতিক্রম করতে সক্ষম হলনা, তবে তারা মাসাধিককাল ধরে মুসলমানদেরকে ঘিরে বসে থাকল। এতে মুসলিমরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমার ইব্ন আবদে ওয়াদ্দ, যে ছিল জাহিলিয়াত আমলের আরাবের একজন বিখ্যাত বীর ঘোড়-সওয়ার, সেনাপতিত্ব বিষয়ে যে ছিল অদ্বিতীয়, একবার সে নিজের সাথে কয়েকজন দুঃসাহসী বীরপুরুষকে নিয়ে সাহস করে অশ্ব চালিয়ে খন্দক পার হল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় অশ্বারোহীদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু বলা হয় যে, তাদেরকে তিনি প্রস্তুত না পেয়ে আলীর (রাঃ) সাথে তাদেরকে একক যুদ্ধে আহ্বান করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকল। অবশেষে আল্লাহর সিংহ আলী (রাঃ) শত্রুকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করেন। এতে মুসলিমদের সাহস ও উৎসাহ বেড়ে গেল এবং তারা বুঝে নিলেন যে, তাদের জয় সুনিশ্চিত।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে ভীষণ বেগে তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসসহ ঝড় ও ঘূর্ণিবার্তা প্রবাহিত হতে শুরু করল। এর ফলে কাফিরদের সমস্ত তাঁবু মূলোৎপাটিত হল। কিছুই অবশিষ্ট থাকলনা। তাদের পক্ষে আগুন জ্বালানো কঠিন হয়ে গেল। কোন আশ্রয়স্থল তাদের দৃষ্টিগোচর হলনা। পরিশেষে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এরই বর্ণনা কুরআনুল কারীমে দেয়া হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا

হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম বাঞ্জাবায়ু এবং এক বাহিনী। এ আয়াতে যে বায়ুর কথা বলা হয়েছে মুজাহিদের (রহঃ) মতে ওটা ছিল পূবালী হাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের উক্তিও এর পৃষ্ঠপোষকতা করে। তিনি বলেন : পূবালী বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং 'আদ সম্প্রদায়কে 'পশ্চিমা বায়ু' দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ২/৬০৪) মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَمَّا جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا আমি এমন এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যা তোমরা দেখনি। তারা ছিলেন মালাইকা/ফেরেশতা। তারা মুশরিকদের অন্তর ও বক্ষ ভয়, ত্রাস এবং প্রভাব দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এমনকি তাদের সমস্ত নেতা তাদের অধীনস্থ সৈন্যদেরকে কাছে ডেকে ডেকে বলেছিল : তোমরা মুক্তির পথ অন্বেষণ কর, বাঁচার পথ বের করে নাও। এটা ছিল মালাইকা/ফেরেশতাদের নিক্ষিপ্ত ভয় ও প্রভাব এবং তারাই ছিলেন ঐ সেনাবাহিনী যার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ) তার পিতা থেকে বলেন : আমরা হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের (রাঃ) সাথে বসা ছিলাম এমন সময় এক লোক এসে তাকে বললেন : আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় থাকতাম তাহলে আমিও তাঁর সাথে থেকে আমার সাধ্যমত প্রাণপণ যুদ্ধ করতাম। তখন হুযাইফা (রাঃ) তাকে বললেন : তুমি কি সত্যিই তা করতে পারতে? আহযাবের যুদ্ধের সময় আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন কনকনে শীতের রাতে হিমবায়ু বইতে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের মাঝে এমন কেহ আছে কি যে প্রতিপক্ষের শিবিরের খবর নিয়ে আসতে পারবে? কিয়ামাত দিবসে সে আমার সাথে থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে। কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কেহই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলনা। এভাবে তিনি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : হে হুযাইফা! তুমি উঠ এবং শত্রুদের খবর নিয়ে এসো। তিনি যখন আমার নাম ধরে ডাকলেন তখন তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিলনা। তিনি বললেন : তাদের খবর নিয়ে আসার ব্যাপারে সাবধান যে, তারা যেন তোমার উপস্থিতি টের না

পায়। সুতরাং একজন সাধারণ লোকের ছদ্মবেশে আমি বের হয়ে পড়লাম এবং এক সময় আবু সুফিয়ানের খুব কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পেলাম যে, তিনি আগুনের দিকে পিছন ফিরে বসে শরীর গরম করছেন। আমি তার দিকে নিক্ষেপ করার জন্য আমার ধনুকে তীর সংযোজন করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল যে, তিনি এমন কিছু করতে নিষেধ করেছেন যাতে তারা আমার গতিবিধি টের পেয়ে যায়। অথচ তখন আমি তীরের সাহায্যে অনায়াসে তাকে বিন্ধ করতে পারতাম। অতঃপর আমি ওখান থেকে আগের মত অতি সন্তর্পনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে এলাম। ফিরে আসার পর আমি তীব্র শীত অনুভব করছিলাম এবং তা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালাম। তাঁর কাছে অতিরিক্ত এক প্রস্থ কাপড় ছিল যা তিনি সালাত আদায় করার জন্য ব্যবহার করতেন। তিনি তা আমাকে দিলেন। আমি তা মুড়ি দিয়ে শুইয়ে পড়লাম এবং ভোর না হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালাম। ফাজরের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন : ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি! উঠ।

إِذْ جَاؤُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে। এখানে إِذْ جَاؤُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ দ্বারা কাফির কুরাইশ বাহিনীকে এবং وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ দ্বারা বানু কুরাইযাকে বুঝানো হয়েছে। আবু হুযাইফা (রহঃ) এরূপ বলেছেন।

وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ তোমাদের চক্ষু বিক্ষোভিত হয়েছিল; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত। অর্থাৎ প্রচণ্ড ভয় ও ত্রাসের কারণে এরূপ হয়েছিল। وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে) ইবন জারীর (রহঃ) বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যারা ছিলেন তাদের কারও কারও মনে এই সংশয় দেখা দিয়েছিল যে, আহযাবের যুদ্ধের ফলাফল মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং যে কোন সময় আল্লাহ তা ঘটাবেন। এ আয়াত সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) বলেন : মুসলিমরা সংশয় সন্দেহ পোষণ করছিল এবং মুনাক্কিররা এতখানি সন্দেহান হল যে, বানু আমর ইবন আউফ গোত্রের মু‘আত্তিব ইবন কুশাইর বলেই ফেলল : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস

দিচ্ছেন যে, আমরা এক সময় সিজার এবং কিসরার ধন-সম্পদ হস্তগত করব, অথচ এখন আমরা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছি। (ইবন হিশাম ১/৫২২) এ আয়াত সম্পর্কে হাসান (রহঃ) বলেন : তখন বিভিন্ন জনের মনে বিভিন্ন চিন্তার উদ্বেগ হয়েছিল। মুনাফিকরা মনে করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর মুসলিমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করত যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াদা সত্য এবং অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর দীনকে সমুন্নত করবেন, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। (তাবারী ২০/২২১)

ইবন আবী হাতিম (রহঃ) আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের প্রাণতো হয়েছে কণ্ঠাগত, এখন আমাদের বলার কিছু আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, তোমরা বল :

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَامِنْ رَّوْعَاتِنَا

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মর্যাদা রক্ষা করুন এবং আমাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করুন। এদিকে মুসলিমদের এ দু'আ উচ্চারিত হচ্ছিল, আর ঐ দিকে বাতাসের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছে দেন (আহমাদ ৩/৩)

<p>১১। তখন মু'মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।</p>	<p>۱۱. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا</p>
<p>১২। এবং মুনাফিকরাও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।</p>	<p>۱۲. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا</p>

১৩। আর তাদের এক দল বলেছিল : হে ইয়াসরিববাসী! তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল। এবং তাদের মধ্যে একদল নাবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল : আমাদের বাড়ী ঘর অরক্ষিত, অথচ ওগুলি অরক্ষিত ছিলনা, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

۱۳. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَآرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ <sup>ع</sup>إِنَّ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

### খন্দকের যুদ্ধে মু'মিনদের পরীক্ষা এবং মুনাফিকদের অবস্থা

আহযাবের যুদ্ধে মুসলিমরা যে ভীতি-বিহ্বলতা ও উদ্বেগপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাহির হতে আগত শত্রুরা পূর্ণ শক্তি ও বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ভিতরে শহরের মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। ইয়াহুদীরা হঠাৎ করে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছে। মুসলিমরা খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে পতিত হয়েছে। মুনাফিকরা প্রকাশ্যভাবে পৃথক হয়ে গেছে। দুর্বল মনের লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে শুরু করেছে। তারা একে অপরকে বলছে : পাগল হয়েছো নাকি? দেখতে পাচ্ছনা যে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যে পট পরিবর্তন হতে যাচ্ছে? চল, পালিয়ে যাই। তারা বলছে :

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

এবং মুনাফিকরাও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। মুনাফিকদের মুনাফিকীতো প্রকাশ হয়েই পড়েছিল। আর যাদের অন্তরের বিশ্বাস ছিল দুর্বল তাদের ঈমান আরও নড়বড়ে হয়ে গেল। ঈমানের দুর্বলতার কারণে তাদের মনে যা আশঙ্কা ছিল তা প্রকাশ করে দিল। কারণ ঐ কঠিন

সময়ের সম্মুখীন হওয়ার মত মনের দৃঢ়তা তাদের ছিলনা। আর এক দল বলেছিল : طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ! হে ইয়াসরিববাসী! একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে :

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : স্বপ্নে আমাকে তোমাদের হিজরাতের স্থান দেখানো হয়েছে। তা দু’টি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রথমে আমার ধারণা হয়েছিল যে, ওটা বোধহয় হাজার হবে। কিন্তু না, তা ইয়াসরিব। (ফাতহুল বারী ১২/৪৩৯) আর একটি রিওয়াযাতে আছে যে, ঐ স্থানটি হল মাদীনা।

বর্ণিত আছে যে, আমালিক গোত্রের যে লোকটি এখানে এসে অবস্থান করেছিল তার নাম ছিল ইয়াসরিব ইব্ন উবাইদ ইব্ন মাহলাবীল ইব্ন আউস ইব্ন আমলাক ইব্ন লাওয়ায ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আঃ)। তার নামানুসারেই এ শহরটিও ইয়াসরিব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আস সুহাইলী (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তাদের থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তাওরাতে এর এগারটি নাম রয়েছে। ওগুলি হল : মাদীনা, তাবাহ, তাইয়্যিবাহ, মিসকিনাহ, জাবিরাহ, মুহিব্বাহ, মাহবুবাহ, কাসিমাহ, মাজবুরাহ, আযরা এবং মারজুমাহ।

لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল। এবং তাদের মধ্যে একদল নাবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, বানু হারিসা গোত্র বলতে শুরু করে : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের বাড়ীতে চুরি হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি উহা বলেছিল তার নাম ছিল আউশ ইব্ন কাইযী। (তাবারী ২০/২২৫)

তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল যে, শত্রুদের হতে নিরাপদ রাখার ব্যাপারে তাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে এবং তা দেখাশোনা করার জন্যও কেহ নেই। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাদের ব্যাপারে বলেন :

وَمَا هِيَ بِغَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا অথচ ওগুলি অরক্ষিত ছিলনা, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা যা দাবী করছে তা সত্য নয়। বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে যাওয়া।

<p>১৪। যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত তাহলে অবশ্যই তারা তাই করে বসত; তারা এতে কালবিলম্ব করতনা।</p>	<p>۱۴. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا</p>
<p>১৫। তারা পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।</p>	<p>۱۵. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا</p>
<p>১৬। বল : তোমাদের কোন লাভ হবেনা যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।</p>	<p>۱۶. قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنِ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا</p>
<p>১৭। বল : কে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে কে তোমাদের ক্ষতি করবে? তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।</p>	<p>۱۷. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا</p>

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا যারা ওয়র করে জিহাদ হতে পালিয়ে যাচ্ছিল যে, তাদের ঘর-বাড়ী অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, যার বর্ণনা উপরে দেয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে কুফরীর মধ্যে প্রবেশের জন্য প্ররোচিত করত তাহলে তারা অবশ্যই কোন চিন্তা-ভাবনা না করে কুফরীকে কবুল করে নিত। তারা সামান্য ভয়-ভীতির কারণে ঈমানের কোন হিফাযাত করতনা ও ঈমানকে আঁকড়ে ধরে থাকতনা। এভাবে মহান আল্লাহ তাদের নিন্দা করছেন। কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২০/২২৭) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا এরাতো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবেনা। তারা জানেনা যে, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا لَّا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا এভাবে মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে কোন লাভ হবেনা, এতে তোমাদের প্রাণ রক্ষা পেতে পারেনা। বরং হতে পারে যে, এর কারণে অকস্মাৎ আল্লাহর পাকড়াও এসে যাবে এবং দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى

তুমি বল : পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৭) এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন তাহলে এমন কেহ নেই যে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করতে পারে। পক্ষান্তরে, তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন তাহলে এমন কেহ নেই যে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে। তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।



<p>১৮। আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে : আমাদের সঙ্গে এসো। তারা কমই যুদ্ধে অংশ নেয়।</p>	<p>১৮. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا</p>
<p>১৯। তারা তোমাদের ব্যাপারে ঈর্ষাবোধ করে। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা সম্পদের লালসায় তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ।</p>	<p>১৯. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاللِّسَانِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا</p>

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর ব্যাপক ও প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বারা ঐ লোকদের ভালরূপেই অবগত আছেন যারা অন্যদেরকেও জিহাদে গমন করা হতে বাধা দেয় এবং নিজেদের সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে বলে : তোমরাও আমাদের সঙ্গেই থাক এবং নিজেদের ঘর-বাড়ী, আরাম-আয়েশ, জমি-জমা ও পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করে জিহাদে যোগদান করনা। তারা

নিজেরাও জিহাদে অংশগ্রহণ করেনা। কোন কোন সময় তারা তাদের উপস্থিতি প্রকাশ করে চলে যায় কিংবা নাম লিখিয়ে নেয় - সেটা অন্য কথা। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু‘মিনদেরকে বলেন :

أَشْحَۃٌ عَلَيْكُمْ এরা অত্যন্ত কৃপণ। তাদের নিকট থেকে তোমরা কোন আর্থিক সাহায্য পাবেনা এবং তোমাদের প্রতি তাদের অন্তরে কোন সহানুভূতিও নেই। তোমরা যখন গাণীমাতের মাল প্রাপ্ত হও তখন তারা অসম্মত হয়।

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى فَيَمُوتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاللِّسَانِ حَدَادٍ যখন বিপদ আসে তখন তোমরা দেখতে পাও যে, মৃত্যু ভয়ে মুচ্ছার্তুর ব্যক্তির মত চক্ষু উলটিয়ে তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ দূর হয়ে যায় তখন তারা ধনের লোভে তোমাদের সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলে এবং সাহসিকতার বিভিন্ন বর্ণনা পেশ করে। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে : আমরাতো আপনারই সঙ্গী। আমরা আপনার সঙ্গে থেকে রীতিমত যুদ্ধ করেছি। সুতরাং গাণীমাতের মালে আমাদেরও অংশ রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তারা মুখও দেখায়না। তারা পলাতকদের আগে এবং যোদ্ধাদের পিছনে থাকে এবং সত্যকে সমর্থন দেয়না। যুদ্ধলব্ধ মালের দিকে তারা মাছির মত লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায়। মিথ্যা ও কাপুরত্ব এ দু’টো দোষই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের কাছ থেকে কল্যাণের কোন আশা করা যায়না। শান্তির সময় প্রতারণা, দুশ্চরিত্রতা এবং রুঢ়তা, আর যুদ্ধের সময় ভীর্ণতা ও নারীত্বপনা! আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أُولَٰئِكَ لَمْ يُوْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ।

২০। তারা মনে করে যে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যাবনি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি তারা

٢٠. تَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ

যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অঙ্গাই করত।

يُودُوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي  
الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ  
أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا  
قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

يَحْسُبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا এই মুনাফিকদের কাপুরুষতা ও ভীতি-বিস্ময়তার অবস্থা এই যে, কাফির সৈন্যরা যে ফিরে গেছে এ বিশ্বাসই তাদের হয়নি। তাদের মনে এ ভয় রয়েছেই গেছে যে, না জানি হয়তো তারা আবার ফিরে আসবে। মুশরিক সৈন্যদেরকে দেখেই তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يُودُوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ তারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, যদি তারা মুসলিমদের সাথে ঐ শহরেই না থাকত তাহলে কতই না ভাল হত! বরং তারা যদি অশিক্ষিত ও অজ্ঞদের সাথে কোন জনমানবহীন গ্রামে অথবা কোন বন জঙ্গলে অবস্থান করত এবং কোন পথিককে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত তাহলে কতই না ভাল হত! মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও যুদ্ধ অঙ্গাই করত। তাদের মন মরে গেছে। কাপুরুষতার ঘুণ তাদেরকে ধরে বসেছে।

২১। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের

۲۱. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ  
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।	<p>يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا</p>
<p>২২। মু'মিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল : এটাতো তা'ই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।</p>	<p>۲۲. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا</p>

### শুধু রাসূলকেই (সাঃ) অনুসরণ করার নির্দেশ

এ আয়াত ঐ বিষয়ের উপর বড় দলীল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত কথা, কাজ ও অবস্থা আনুগত্য ও অনুসরণের যোগ্য। আহযাবের যুদ্ধে তিনি যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও বীরত্বের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যেমন আল্লাহর পথের প্রস্তুতি, জিহাদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ এবং কাঠিন্যের সময়ও আসমানী সাহায্যের আশা যে তিনি করেছিলেন, এগুলি নিঃসন্দেহে এ যোগ্যতা রাখে যে, মুসলিমরা এগুলিকে জীবনের বিরাট অংশ বানিয়ে নেয়। আর যেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের জন্য উত্তম নমুনা বানিয়ে নেয় এবং তাঁর গুণাবলী যেন নিজেদের মধ্যে আনয়ন করে। এ কারণেই ভয় ও উদ্বেগ প্রকাশকারী লোকদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা দেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অনুসরণ করছ না কেন? আমার রাসূলতো তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছেন। তার নমুনা তোমাদের সামনে বিদ্যমান ছিল। তোমাদেরকে তিনি ধৈর্য ও

সহনশীলতা অবলম্বনের কথা শুধু শিক্ষাই দিচ্ছেননা, বরং কাজে অটলতা, ধৈর্য এবং দৃঢ়তা তিনি নিজের জীবনেও ফুটিয়ে তুলেছেন।

لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

## আহযাবের যুদ্ধের ব্যাপারে মু'মিনদের দৃষ্টিভঙ্গি

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তাঁর সেনাবাহিনী, খাঁটি মুসলিম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য সঙ্গীদের পাকা ঈমানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মু'মিনরা যখন শত্রুপক্ষীয় ভীরা ও কাপুরুষ যৌথ বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল :

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ এটাতো তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : আল্লাহর যে ওয়াদার দিকে এতে ইঙ্গিত রয়েছে তা হচ্ছে সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতটি :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالصَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল : কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৪) (তাবারী ২০/২৩৬) অর্থাৎ এটাতো পরীক্ষা মাত্র। এদিকে তোমরা যুদ্ধে অটল থেকেছ, আর ওদিকে আল্লাহর সাহায্য এসেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন এবং এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ তাদের ঈমান পূর্ণ হয়ে গেল এবং আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পেলো। ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়ার এ আয়াতটি একটি দলীল। প্রসিদ্ধ ইমামগণও এ কথাই বলেন যে, ঈমান বাড়ে ও কমে। আমরা সহীহ বুখারীর শরাহের শুরুতে এটা বর্ণনা করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا তাদের যে ঈমান ছিল, কঠিন বিপদের সময় তা আরও বৃদ্ধি পেল।

<p>২৩। মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে; তাদের কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।</p>	<p>۲۳. مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا</p>
<p>২৪। কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।</p>	<p>۲۴. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصَدَقِهِمْ ۖ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ ۚ إِنِ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا</p>

## মু'মিনদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা এবং মুনাফিকদের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত

এখানে মু'মিন ও মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সময় আসার পূর্বে মুনাফিকরা বড় বড় বুলি আওড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন সময় এসে যায় তখন অত্যন্ত ভীর্ণতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত ওয়াদা ভুলে যায়। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করার পরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ তাদের ওয়াদা পূর্ণভাবে পালন করে। কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করে এবং কেহ কেহ শাহাদাতের প্রতীক্ষায় থাকে।

যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন আমি কুরআনুম মাজীদ লিখতে শুরু করি তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি খুঁজে পাচ্ছিলামনা। অথচ সূরা আহযাবে আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে তা শুনেছিলাম। অবশেষে আমি খুযাইমা ইব্ন সাবিত আনসারীর (রাঃ) নিকট আয়াতটি পেলাম। তিনি ঐ সাহাবী, যার একার সাক্ষ্যকে একটি আয়াতের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান মূল্যায়ন করতেন। আয়াতটি হল :

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৭, আহমাদ ৫/১৮৮, তিরমিযী ৮/৫২০, নাসাঈ ৬/৪৩০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ... الخ এ আয়াতটি সম্ভবতঃ আনাস ইব্ন নাযারের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৭)

অন্যত্র ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন : আমার চাচা আনাস ইব্ন নাযার (রাঃ), যার নাম অনুযায়ী আমারও নাম রাখা হয় আনাস, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি বলে তার মনে খুবই আফসোস ছিল। তিনি বলতেন : কাফিরদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ব প্রথম যে যুদ্ধ করেছিলেন তাতে

আমি যোগ দিতে পারিনি। আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে সুযোগ দেন তাহলে আমি দেখিয়ে দিব যে, আমি কি করতে পারি। তাই তিনি অঙ্গীকার করে বলেন : আবার যদি জিহাদের সুযোগ এসে যায় তাহলে অবশ্যই আমি আল্লাহ তা'আলাকে আমার সত্যবাদিতা ও সৎ সাহসিকতা প্রদর্শন করব, আর এও দেখিয়ে দিব যে, আমি কি করছি! অতঃপর যখন উহুদ যুদ্ধের সুযোগ আসলো তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, সামনের দিক হতে সা'দ ইব্ন মুআয (রাঃ) ফিরে আসছেন। তাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন : হে আবু আমার (রাঃ)! কোথায় যাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ! উহুদ পাহাড়ের এই দিক হতে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। একথা বলেই তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং মুশরিকদের মধ্যে প্রবেশ করে বহুক্ষণ ধরে তরবারী চালনা করেন। অতঃপর তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তার দেহে আশিটিরও বেশী যখম হয়েছিল। শাহাদাতের পর তাকে কেহ চিনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আমার ফুফু, তার বোন রাবাইয়ী বিন্ত নাযার (রাঃ) তাকে তার হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ দেখে চিনতে পারেন। তার ব্যাপারেই **الْخ ... مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا** আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/১৯৪, মুসলিম ৩/১৫১২, তিরমিযী ৯/৬০, নাসাঈ ৬/৪৩০)

মুসা ইব্ন তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুয়াবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ উহুদের যুদ্ধ হতে মাদীনায ফিরে এসে মিসরের উপর আরোহন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগানের পর মুসলিমদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মর্যাদার বর্ণনা দেন। অতঃপর তিনি **الْخ ... مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ** আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন এবং বলেন : যেসব লোকের বর্ণনা রয়েছে তাদের মধ্যে তালহাও (রাঃ) একজন। (তিরমিযী ৩৪৩২, ৩৪৩৩) এদের বর্ণনা দেয়ার পর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

**وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظَرُ** আর কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আবার যুদ্ধের সুযোগ এলে তারা তাদের কাজ আল্লাহকে প্রদর্শন করবে এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করবে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (রহঃ) বলেন : তাদের এক দল অঙ্গীকার পূরণ করে এবং দীনের প্রতি সত্যবাদী হয়ে শহীদ হয়েছেন, একদল অনুরূপ সুযোগ আসার অপেক্ষায় আছেন যাতে শহীদের পিয়ালা পান করতে পারেন। আর এক



দল এমন রয়েছে যে, তারা তাদের অঙ্গীকারের পরিবর্তন করেননি। (তাবারী ২০/২৩৯) কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেহ কেহ বলেছেন যে, *নাহবাহ* (نَحْبَهُ) শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিজ্ঞা।

وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দৃঢ় আছেন এবং এ ব্যাপারে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেননা, বরং তারা যে ওয়াদা করেছেন তা ভঙ্গ না করে অটুট রাখতে সচেষ্ট। তারা ঐ মুনাফিকদের মত নয় যারা বলে :

إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত, অথচ ওগুলি অরক্ষিত ছিলনা, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ১৩)

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلَّفُ لَكُمْ إِلَّا الذِّبْرُ

তারাতো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ১৫)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ

كَارِهُم কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদীতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন।

এই ভীতি এবং এই পরীক্ষা এ কারণেই ছিল যে, আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদীতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ তা'আলা হলেন আলিমুল গাইব। তাঁর কাছে প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই সমান। যা হয়নি তা তিনি তেমনি জানেন যেমন জানেন যা হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর অভ্যাস এই যে, বান্দা কোন কাজ যে পর্যন্ত না করে সেই পর্যন্ত তাকে শুধু নিজের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শাস্তি প্রদান করেননা। যেমন তিনি বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩১) সুতরাং অস্তিত্বের পূর্বের জ্ঞান, তারপর

অস্তিত্ব লাভের পরের জ্ঞান উভয়ই আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। আর অস্তিত্বে আসার পর হবে পুরস্কার অথবা শাস্তি। যেমন মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন :

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা, আর গাইবের খবরও তাদেরকে অবহিত করবেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীতার জন্য। অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

অপর দিকে وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন। তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফিকদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করার তাওফীক দেন। ফলে তারা তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাঁর করুণা ও রাহমাত তাঁর গযব ও ক্রোধের উপর বিজয়ী।

২৫। আল্লাহ কাফিরদেরকে ত্রুদ্বাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। কোন কল্যাণ তারা লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

۲۵. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

## খন্দকের যুদ্ধে কাফিরদেরকে হতাশ অবস্থায় সর্বস্ব হারিয়ে বিতাড়িত করা হয়

আল্লাহ তা‘আলা নিজের ইহসান বা অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি ঝড়-তুফান ও অদৃশ্য মালাইকার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শক্তি-সাহস সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। তারা কঠিন নৈরাশ্যের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অকৃতকার্য অবস্থায় তারা মাদীনার অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। যদি তারা বিশ্ব শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের সাথে জড়িয়ে না থাকত তাহলে এ ঝড়-তুফান তাদের সাথে ঐ ব্যবহারই করত যেমন ব্যবহার করেছিল ‘আদ জাতির সাথে। যেহেতু বিশ্ব রাব্ব আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

(হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩৩) সুতরাং প্রচণ্ড হিমবায়ু প্রবাহের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে তাদের দুষ্টামির স্বাদ গ্রহণ করালেন তাদের একতাকে ভেঙ্গে দিয়ে, তাদেরকে তিনি ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন এবং নিজের আযাব সরিয়ে নিলেন। তাদের একতাবদ্ধতা তাদের প্রবৃত্তি প্রসূত ছিল বলে ঝড়-তুফানই তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। যারা লাভজনক চিন্তা-ভাবনা করে এসেছিল তারা সবাই মাটির সাথে মিশে গেল। কোথায় গেল তাদের গাণীমাতের মাল এবং কোথায় গেল তাদের বিজয়! ঘুরানো চক্রে আপতিত হয়ে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াই অকৃতকার্য হয়ে তারা ফিরে গেল। দুনিয়ার ক্ষতি তাদের পৃথকভাবে হল এবং আখিরাতের শান্তিতো পৃথকভাবে আছেই। কেননা কেহ যদি কোন কাজ করার নিয়ত করে এবং তা কাজে পরিণত করে তাহলে সে তাতে কৃতকার্য হোক আর নাই হোক, পাপ তার হবেই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা ও তাঁর দীনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ইত্যাদি সব কিছুই যেহেতু তারা করেছে, তাই আল্লাহ তা‘আলা উভয় জগতের বিপদ তাদের উপর আপতিত করে তাদের অন্তর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেন।

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ অর্থ্যাৎ আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদের পক্ষ থেকে তাদের মুকাবিলা করেন। মুসলিমরা না

তাদের সাথে লড়েছে, না তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। বরং মুসলিমরা তাদের জায়গায়ই অবস্থান করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সাহায্য করলেন এবং নিজেই তিনি যথেষ্ট হয়ে গেলেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَأَعَزَّ جُنْدُهُ وَهَزَمَ  
الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর ওয়াদা সত্য, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন। মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন এবং তাঁর পরে আর কিছুই অস্তিত্ব নেই। (ফাতহুল বারী ৭/৪৬৯, মুসলিম ৩/২০৮৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আবি আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহযাবের যুদ্ধে কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছিলেন :

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ أَهْزِمْهُمْ  
وَزَلْزِلْهُمْ

হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী, হে তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী! সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন এবং তাদেরকে প্রকম্পিত ও পরাজিত করুন। (ফাতহুল বারী ৭/৪৬৯, মুসলিম ৩/১৩৬৩) মহান আল্লাহ বলেন :

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যে, মুসলিমরা শুধু এই যুদ্ধ হতেই মুক্ত হননি, বরং আগামীতে সদা-সর্বদার জন্য সাহাবীগণ (রাঃ) যুদ্ধ হতে মুক্তি লাভ করেছিলেন। মুশরিকরা তাঁদের উপর আর কখনও আক্রমণ করার সাহস করেনি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রহঃ) বলেন, আহযাবের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : এবার আমরা তাদেরকে আক্রমণ করব, তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবেনা। ইমাম বুখারীও (রহঃ) এটি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/১৬২, ফাতহুল বারী ৭/৪৬৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে কাফিরদেরকে নিরাশার সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে এবং অনেক ক্ষতির সম্মুখীন করে পিছু হটতে বাধ্য করেন। ঐ অভিযানে ক্ষতি ছাড়া তারা আর কোন কিছু লাভ করতে সক্ষম হলনা। অন্য দিকে তিনি ইসলামকে এবং ওর অনুসারীদেরকে বিজয়ী করলেন, তাঁর বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করার মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন।

<p>২৬। কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; ফলে তোমরা তাদের কতককে হত্যা করেছ এবং কতককে করছ বন্দী।</p>	<p>۲۶. وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا</p>
<p>২৭। তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন সম্পদের এবং এমন ভূমি যা তোমরা এখনও পদানত করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।</p>	<p>۲۷. وَأَوْزَنْتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَيْرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا</p>

### বানু কুরাইযার বিরুদ্ধে তৎপরতা

ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, যখন মুশরিক ও ইয়াহুদীদের সেনাবাহিনী মাদীনায়ে আসে ও অবরোধ সৃষ্টি করে তখন বানু কুরাইযা গোত্রের ইয়াহুদীরা যারা মাদীনার অধিবাসী ছিল এবং যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি হয়েছিল, তারাও ঠিক ঐ সময় বিশ্বাসঘাতকতা

করল এবং সন্ধি ভেঙ্গে দিল। তাদের সর্দার কা'ব ইব্ন আসাদ আলাপ আলোচনার জন্য এলো। অভিশপ্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব আন নাযারী ঐ সর্দারকে সন্ধি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করল। তাই ইহা ঘটেছিল অভিশপ্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব আন নাযারীর ওকালতির কারণে।

হুয়াই ইব্ন আখতাব আন নাযারী বানু কুরাইযার নেতা কা'ব ইব্ন আসাদের দূর্গে উপস্থিত হয় এবং মুসলিমদের সাথে তাদের স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য চাপ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বানু কুরাইযা চুক্তি ভঙ্গ করতে রাযী হয়। সে তাকে বলেছিল : ধিক তোমাকে! বিজয় লাভের এত বড় সুযোগ পেয়েও তুমি কেন তা গ্রহণ করছনা? কুরাইশ এবং তাদের সাথে যোগ দেয়া অন্যান্য গোত্র, বানু গাতাফান এবং তাদের মিত্ররা তোমার কাছে চলে এসেছে। মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবেনা বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কা'ব তাকে বলল : কক্ষণও না, আল্লাহর শপথ! এটাতো একটি অবমাননাকর সুযোগ বলে আমি মনে করি। হে হুয়াই! তোমার ধ্বংস হোক, তুমি একজন অশুভ লোক। আমাদেরকে তুমি আমাদের মত থাকতে দাও। কিন্তু হুয়াই তাকে বারবার চুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে চুক্তি ভঙ্গ করতে রাযী হয়ে যায়। হুয়াই তাকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যৌথবাহিনী যদি কোন কারণে যুদ্ধের মাইদান ত্যাগ করে চলে যায় তাহলেও সে কা'বের শিবিরে এসে তাদের অদৃষ্টের ভাগীদার হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বানু কুরাইযার চুক্তি ভঙ্গের খবর পৌঁছার পর তিনি এবং অন্যান্য মুসলিমরা মনে খুবই কষ্ট পেলেন।

বানু কুরাইযা সন্ধি ভঙ্গ করল। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রাঃ) অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং এটা তাঁদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকলো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সাহায্য করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে বিজয়ীর বেশে মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সাহাবীগণ (রাঃ) অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলে উম্মে সালামাহর (রাঃ) গৃহে ধূলো-ধূসরিত অবস্থায় হাযির হলেন এবং পাক সাফ হওয়ার জন্য গোসল করতে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) আবির্ভূত হন। তাঁর মস্তকোপরি রেশমী পাগড়ী ছিল। তিনি খচরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ওর পিঠে রেশমী গদি ছিল। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলেছেন? তিনি উত্তরে

বললেন : হ্যাঁ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : মালাইকা/ফেরেশতারা কিন্তু এখনো অস্ত্র-শস্ত্র হতে পৃথক হয়নি। আমি কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন হতে এইমাত্র ফিরে এলাম। জেনে রাখুন! আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, বানু কুরাইযার দিকে চলুন! তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করুন!

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে : আপনি কি ধরনের যোদ্ধা! আপনি কি অস্ত্রমুক্ত হয়েছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : আমরা কিন্তু এখনও আমাদের অস্ত্র তুলে রাখিনি, উঠুন এবং ঐ লোকদের সাথে লড়াই করার প্রস্তুতি নিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কোথায়? জিবরাঈল (আঃ) বললেন : বানু কুরাইযার কাছে, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের আদেশ করেছেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৈরী হলেন এবং সাহাবীগণকেও বানু কুরাইযার দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। তাদের দুর্গ ছিল মাদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে। (বুখারী ৪১১৭, ৪১১৮, আহমাদ ৬/৫৬, আল মাজমা ৬/১৪০) ইহা ছিল যুহরের সালাতের ওয়াক্তের পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যান। নিজে প্রস্তুতি গ্রহণ করে সাহাবীগণকেও প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে বললেন : তোমরা সবাই বানু কুরাইযার ওখানেই আসরের সালাত আদায় করবে। (বুখারী ৪১১৯, মুসলিম ১৭৭০) বানু কুরাইযার দুর্গ মাদীনা হতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পথেই আসরের সালাতের সময় হয়ে গেল। তাদের কেহ কেহ সালাত আদায় করে নিলেন। তারা বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি চলি। আবার কেহ কেহ বললেন : আমরা বানু কুরাইযা না পৌঁছে সালাত আদায় করবনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর জানতে পেরে দু'দলের কেহকেই তিনি ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করলেননা। তিনি ইব্ন উম্মে মাকতূমকে (রাঃ) মাদীনার দায়িত্ব প্রদান করলেন। সেনাবাহিনীর পতাকা আলী ইব্ন আবী তালিবের (রাঃ) হাতে প্রদান করলেন। তিনি নিজেও সৈন্যদের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। সেখানে গিয়েই তিনি তাদের দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন। পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ স্থায়ী হল।

অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইয়াহুদীদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠল। তারা সা'দ ইব্ন মুআযকে (রাঃ) নিজেদের সালিশ বা মীমাংসাকারী নির্ধারণ করল। কারণ তিনি আউস গোত্রের সর্দার ছিলেন এবং জাহিলিয়াতের যামানায় বানু কুরাইযা ও আউস গোত্রের মধ্যে যুগ-যুগ ধরে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা চলে

আসছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, সা'দ (রাঃ) তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন, যেমন আবদুল্লাহর ইবন উবাই ইবন সালুল বানু কাইনুকা গোত্রকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। তারা জানতনা যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় সা'দের (রাঃ) দেহে একটি তীর বিদ্ধ হয়েছিল, যার কারণে সেখান হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ক্ষতস্থানে দাগ লাগিয়েছিলেন এবং মাসজিদের পাশে একটি তাঁবুতে তার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তাকে দেখতে যাওয়ার সুবিধা হয়। সা'দ (রাঃ) দু'আ করেছিলেন : হে আমার রাব্ব। যদি আরও কোন যুদ্ধ আপনার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর থেকে থাকে যেমন কাফির মুশরিকরা আপনার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, তাহলে আমাকে জীবিত রাখুন যেন আমি তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি। আর যদি কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট না থেকে থাকে তাহলে আমার ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকুক। কিন্তু হে আমার রাব্ব! যে পর্যন্ত আমি বানু কুরাইযা গোত্রের বিদ্রোহের পূর্ণ শাস্তি দেখে আমার চক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা করতে না পারি সেই পর্যন্ত আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করুন। সা'দের (রাঃ) প্রার্থনা কবুল হওয়ার দৃশ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। তিনি এদিকে প্রার্থনা করছেন, আর ওদিকে বানু কুরাইযা গোত্র নিজেরাই প্রস্তাব পাঠালো যে, সা'দ (রাঃ) তাদের যে মীমাংসা করবেন তা তারা মেনে নিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দের (রাঃ) নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি যেন এসে তাদেরকে তার ফাইসালা শুনিতে দেন।

সা'দকে (রাঃ) গাধার উপর সওয়ার করিয়ে নিয়ে আসা হল। আউস গোত্রের সমস্ত লোক তাকে জড়িয়ে ধরে বলল : দেখুন, বানু কুরাইযা গোত্র আপনারই লোক। তারা আপনার উপর ভরসা করেছে। তারা আপনার কাওমের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সুতরাং আপনি তাদের উপর দয়া করুন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন! সা'দ (রাঃ) নীরব ছিলেন। তাদের কথার কোন জবাব তিনি দিচ্ছিলেননা। তারা তাকে উত্তর দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং তাঁর পিছন ছাড়লনা। অবশেষে তিনি বললেন : ঐ সময় এসে গেছে, সা'দ এটা প্রমাণ করতে চায় যে, আল্লাহর পথে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের তিনি কোন পরওয়া করবেননা। তার এ কথা শোনা মাত্রই ঐ লোকগুলো হতাশ হয়ে পড়ল এবং বুঝে নিল যে, বানু কুরাইযা গোত্রের আর রেহাই নেই। যখন সা'দের (রাঃ) সওয়ারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাঁবুর নিকট এলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা তোমাদের



সর্দারকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তখন মুসলিমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে সওয়াবী হতে নামানো হল। এরূপ করার কারণ ছিল এই যে, ঐ সময় তিনি ফাইসালাকারীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং ঐ সময় তার ফাইসালাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে।

তিনি উপবেশন করা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : বানু কুরাইযা গোত্র তোমার ফাইসালা মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। সুতরাং তুমি এখন তাদের ব্যাপারে ফাইসালা দিয়ে দাও। সা’দ (রাঃ) বললেন : তাদের ব্যাপারে আমি যা ফাইসালা করব তা’ই কি পূর্ণ করা হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : নিশ্চয়ই। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন : এই তাঁবুবাসীদের জন্যও কি আমার ফাইসালা মেনে নেয়া যরুরী হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন : এই দিকের লোকদের জন্যও কি? ঐ সময় তিনি ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যে দিকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইযযাত ও মর্যাদার জন্য তিনি তাঁর দিকে তাকালেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন : হ্যাঁ, এই দিকের লোকদের জন্যও এটা মেনে নেয়া যরুরী হবে। তখন সা’দ (রাঃ) বললেন : তাহলে এখন আমার ফাইসালা শুনুন! বানু কুরাইযার মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মত যত লোক রয়েছে তাদের সবাইকেই হত্যা করা হবে। তাদের শিশু সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হবে। তার এই ফাইসালা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে সা’দ! তুমি এ ব্যাপারে ঐ ফাইসালাই করেছ যা আল্লাহ তা’আলা সপ্তম আকাশের উপর ফাইসালা করেছেন। অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে সা’দ! প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর যে ফাইসালা সেই ফাইসালাই তুমি শুনিয়েছ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : তুমি সর্বময় নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়মানুযায়ী ফাইসালা দিয়েছ। (বুখারী ৪১২২, মুসলিম ১৭৬৮, ১৭৬৯, আহমাদ ৬/১৪১-১৪২)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে গর্ত খনন করা হয় এবং বানু কুরাইযা গোত্রের লোকদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় নিয়ে আসা হয় এবং শিরোচ্ছেদ করে তাতে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল সাতশ’ বা

আটশ'। তাদের নারীদেরকে ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে এবং তাদের সমস্ত মালধন বাজেয়াপ্ত করা হয়। (তাবারী ২০/২৪৭, (ফাতহুল বারী ৭/৪১৪))

এ সব কিছুই বিস্তারিত বিবরণ, প্রমাণ এবং হাদীসের উদ্ধৃতিসহ আমি আমার সিরাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। অতএব সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَنْزِلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ  
তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে  
ভীতি সঞ্চার করলেন। এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে  
করছ বন্দী।

এই সেই বানু কুরাইযা যে গোত্রের বড় নেতা দ্বারা পূর্ব যুগে এই বংশ চালু হয়েছিল এবং এই আশায় হিজায়ে এসে বসতি স্থাপন করেছিল যে, যে শেষ নাবীর ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি যেহেতু হিজায় প্রদেশে আবির্ভূত হবেন সেহেতু তারা যেন সর্বপ্রথম তাঁর আনুগত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। কিন্তু শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন আগমন ঘটল তখন সেই বানু কুরাইযার অযোগ্য উত্তরসূরীরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই পরিচিত কিতাব এল তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৮৯) ফলে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হল।

مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ  
তাদের দুর্গ হতে অবতরণে  
বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। মুজাহিদ (রহঃ),  
ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখ صَيَاصِيهِمْ এর অর্থ  
করেছেন শত্রু অবস্থান স্থল। (তাবারী ২০/২৪৯) আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে  
প্রভাব সৃষ্টি করে দিলেন। তারাই মুশরিকদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছিল এবং  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল।  
শিক্ষিত ও মূর্খ কখনও সমান হয়না। তারাই মুসলিমদেরকে সমূলে উৎপাটিত  
করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনা তার বিপরীত হয়ে গেল। শক্তি দুর্বলতায় এবং  
সফলতা বিফলতায় পরিবর্তিত হল। দৃশ্যপট পাল্টে গেল। মিত্ররা পলায়ন করল  
এবং তারা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। সম্মানের জায়গা অসম্মান দখল করে

নিল। মুসলিমদেরকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিততো হলই, বরং তারা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এরপর আখিরাতের হিসাব নিকাশতো রয়েই গেছে।

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হল এবং মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করা হল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আতিয়িয়া কারাযী (রাঃ) বলেন : বানু কুরাইযার দিন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করা হল। তখন তিনি বললেন : দেখ, যদি এর নাভীর নীচে চুল গজিয়ে থাকে তাহলে একে হত্যা করে দিবে। অন্যথায় একে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করবে। দেখা গেল যে, তখনও আমার শৈশবকাল কাটেনি। সুতরাং অন্যান্য বন্দীদের সাথে আমাকেও বন্দী করে রাখা হল। (আহমাদ ৪/৩৮৩, আবু দাউদ ৪/৫৬১, তিরমিযী ৫/২০৭, নাসাঈ ৫/১৮৫, ইব্ন মাজাহ ২/৮৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ মুসলিমদেরকে তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের অধিকারী করে দেয়া হল। وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّوهَا এমনকি তাদেরকে ঐ ভূমিরও মালিক করে দেয়া হল যা তখনও পদানত হয়নি। অর্থাৎ খাইবারের ভূমি কিংবা পারস্য অথবা রোমের ভূমি। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, হতে পারে যে, সব জায়গারই ভূমি, যেমন বলা হয়েছে : وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (তাবারী ২০/২৫০)

২৮। হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল : তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং ওর ভ্রমণ কামনা কর তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই।

۲۸. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ  
اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا  
وَزَيِّنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ ۚ اُمَتِّعْكُنَّ  
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

২৯। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

۲۹. وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا

### রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণকে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দান

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর সহধর্মিণীদেরকে দু’টি জিনিসের একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেন। যদি তারা পার্থিব জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য ও জাঁক-জমক পছন্দ করে তাহলে তিনি যেন তাদেরকে তাঁর বিবাহ-সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন করে দেন। আর যদি দুনিয়ার অভাব অনটনে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সুখ-শান্তি কামনা করে তাহলে যেন তারা তাঁর সাথে ধৈর্য অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং আখিরাতকেই পছন্দ করে নেন। ফলে মহান আল্লাহ তাদের সবারই উপর খুশী হন। অতঃপর তিনি তাদেরকে আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়ার আনন্দ ও সুখ-শান্তিও দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেই তার নিকট আগমন করেন এবং বলেন : আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, তোমার তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়ার দরকার নেই। বরং তোমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দাও। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত দু’টি পাঠ করে আমাকে শুনিয়ে দেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا

হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল : তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও ওর ভূষণ কামনা কর তাহলে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্য়ের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। আমি উত্তরে তাঁকে বললাম : এ ব্যাপারে আমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করার কিছুই নেই। আমার মাতা-পিতা যে তাঁর বিবাহ বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন হবার পরামর্শ আমাকে দিবেন এটা অসম্ভব। আমার আল্লাহ কাম্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাম্য এবং আখিরাতের সুখ-শান্তিই কাম্য। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৯) কোন বর্ণনাধারার সূত্র অব্যাহত রাখা ছাড়াই এটি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আয়িশা (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য সমস্ত স্ত্রী আমার মতই একই কথা বলেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮০)

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আয়িশা (রাঃ) বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ইখতিয়ার প্রদানের পর আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম, সুতরাং এটা তালকের মধ্যে গণ্য হলনা। (আহমাদ ৬/৪৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) আল আমাশ (রহঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/২৮০, মুসলিম ২/১১০৪)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবু বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। জনগণ তাঁর দরবার উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে অবস্থান করছিলেন। তিনি প্রবেশের অনুমতি পাননি এমতাবস্থায় উমার (রাঃ) এসে পড়েন। তিনিও অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু অনুমতি পেলেননা। কিছুক্ষণ পর দু’জনকেই অনুমতি দেয়া হল। তারা ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, তাঁর স্ত্রীরা তাঁর পাশে বসে আছে এবং তিনি নীরব হয়ে আছেন। উমার (রাঃ) বললেন : দেখ, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কিছু বলব যার ফলে তিনি হেসে উঠবেন। অতঃপর তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন যে, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই জানা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী (যায়িদের কন্যা) যদি তার জন্য ব্যয় করার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করছে তাহলে আমি তার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলতাম। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতও দেখা যাচ্ছিল। তখন তিনি বলতে লাগলেন : এখানেও এ ব্যাপারই ঘটেছে। দেখুন, এরা সবাই আমার কাছে ধন-মাল চাইতে শুরু করেছে! এ কথা শুনে আবু বাকর (রাঃ) আয়িশার (রাঃ) দিকে এবং উমার (রাঃ) হাফসার (রাঃ) দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন : বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কিছু চাচ্ছ যা তাঁর কাছে নেই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের দু’জনকে থামিয়ে দিলেন। তখন তাঁর সব স্ত্রীই বলতে লাগলেন : আমাদের অপরাধ হয়েছে। আর কখনও আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কিছু চাবনা যা দেয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। অতঃপর এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হল। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) নিকট গমন করলেন এবং তাকে বললেন : আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। তুমি তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করনা। বরং তোমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দাও। আয়িশা (লাঃ) বললেন : বলুন, তা কি? তখন তিনি নিম্নের **لَّازِوَاجِكَ** (লাঃ) বললেন : বলুন, তা কি? তখন তিনি নিম্নের **لَّازِوَاجِكَ**

হতে **عَظِيمًا** পর্যন্ত আয়াত দু’টি পাঠ করে আমাকে শুনিয়ে দেন :

আয়িশা (রাঃ) বললেন : আমার মাতা-পিতার সাথে আলাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকেই আমি পছন্দ করলাম। সাথে সাথে আয়িশা (রাঃ) আবেদন জানালেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যে আপনাকে গ্রহণ করলাম এ কথাটি আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীকে বলবেননা। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আল্লাহ আমাকে গোপনকারী রূপে প্রেরণ করেননি, বরং তিনি আমাকে সহজ ও ভদ্রভাবে শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমাকে যে যা বলবে, আমি তাকে তার সঠিক ও পরিষ্কারভাবেই উত্তর দিব। (আহমাদ ৩/৩২৮, মুসলিম ২/১১০৪, নাসাঈ ৫/৩৮৩)

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন : যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুম স্বীয় সহধর্মিণীদেরকে শুনিয়ে দেন তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন। পাঁচজন ছিলেন কুরাইশ বংশের। তারা হলেন : আয়িশা (রাঃ), হাফসা (রাঃ), উম্মে হাবীবাহ (রাঃ), সাওদাহ (রাঃ) এবং উম্মে সালামাহ (রাঃ)। আর বাকী চারজন হলেন : সাফিয়া বিনতে হুওয়াই (রাঃ), তিনি ছিলেন নাযার গোত্রের নারী। মাইমূনাহ বিনতে হারিস (রাঃ), তিনি ছিলেন

হালালিয়াহ গোত্রের নারী। যাইনাব বিন্ত জাহাশ (রাঃ), তিনি ছিলেন আসাদিয়াহ গোত্রের নারী। যুওয়াইরিয়াহ বিন্ত হারিস (রাঃ), তিনি ছিলেন মুসতালিক গোত্রের নারী। (তাবারী ২০/২৫২)

৩০। হে নাবী-পত্নীরা! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তা করলে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

۳۰. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَن يَأْتِ  
مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ يُضَعَفْ  
لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ  
ذٰلِكَ عَلَى ٱللّٰهِ يَسِيْرًا

### রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণের মর্যাদা অন্যান্য নারীদের মত নয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা অর্থাৎ মু‘মিনদের মায়েরা যখন আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আখিরাতেকে পছন্দ করলেন তখন মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন : হে নাবী-সহধর্মিণীরা! তোমাদের কাজ কারবার সাধারণ নারীদের মত নয়। মনে কর, যদি তোমরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যাচরণ কর কিংবা তোমাদের দ্বারা কোন নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে জেনে রেখ যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে। কেননা মর্যাদার দিক দিয়ে তোমরা সাধারণ নারীদের হতে বহু উর্ধ্বে। সুতরাং পাপ কাজ হতে তোমাদের সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা উচিত। অন্যথায় মর্যাদা অনুসারে তোমাদের শাস্তিও বহুগুণ বেশী হবে। আল্লাহ তা‘আলার কাছে সবকিছুই সহজ। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, এ কথাগুলো শর্তের উপর বলা হয়েছে এবং শর্ত হয়ে যাওয়া যরূরী নয়। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

তোমার প্রতি, তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে; তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিষ্ফল হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৫) অন্য এক জায়গায় নাবীদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

## وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

কিন্তু তারা যদি শিরক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। (সূরা আন'আম, ৬ : ৮৮) অন্য আয়াতে রয়েছে :

## إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ

দয়াময় 'রাহমানের' কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রাণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮১) আর একটি আয়াতে রয়েছে :

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৪) অন্যান্য নারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা এত উচ্চে যে, তারা যদি কেহ কখনও পাপ করতেন তাহলে তার শাস্তিও হতে পারতো অন্যদের তুলনায় বেশি। তাই বলা হয়েছে যে, তাদের গুদ্বিতার জন্য এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তারা যেন হিযাব (পর্দা) ব্যবহার করেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তা করলে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে মালিক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এর পরিণামে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় শাস্তি পেতে হত। মুজাহিদ (রহঃ) হতে ইব্ন আবী নাযিহও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলা হয়েছে : وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ কেহকে শাস্তি দেয়া কিংবা শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা আল্লাহর জন্য অতি সহজ। তাঁর কাজে বাধা দেয়ার কেহ নেই।

এক বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৩১। তোমাদের যে কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের

۳۱. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ



প্রতি অনুগত হবে ও সৎ কার্য করবে তাকে আমি পুরস্কার দিব দু'বার এবং তার জন্য রেখেছি সম্মানজনক রিয্ক।

وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَالِحًا  
نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا  
لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

অতঃপর বলা হয়েছে : وَرَسُولِهِ যারা তাঁকে এবং তাঁর রাসূলকে মেনে চলবে তাদের প্রতি তিনি এ আয়াতে তাঁর দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

তাকে আমি পুরস্কার দিব দু'বার এবং তার জন্য রেখেছি সম্মানজনক রিয্ক। তোমাদেরকে তোমাদের আনুগত্য ও সৎ কাজের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করা হবে। তোমাদের জন্য জান্নাতে সম্মান জনক আহর্য প্রস্তুত রয়েছে। কেননা তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর বাসস্থানে অবস্থান করবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসস্থান ইল্লীদ্বীনের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত রয়েছে। এটা সমস্ত মানুষের বাসস্থান হতে উঁচুতে রয়েছে। এরই নাম ওয়াসিলাহ। এটি জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মনযিল যার ছাদ হল আল্লাহর আরশ।

৩২। হে নাবীর পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলনা যাতে অন্তরে যার ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে।

۳۲. يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسْتُنَّ  
كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنْ  
اَتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ  
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ  
وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

৩৩। এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত থাকবে; হে নাবীর পরিবার! আল্লাহ শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।

۳۳. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

৩৪। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে; আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

۳۴. وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

কোন বিশেষ বিষয় অবলম্বন করা যার মাধ্যমে

মু'মিনদের মায়েরা আদর্শবান হিসাবে চিহ্নিত হবেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদেরকে আদব-কায়দা ও ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। সমস্ত মহিলাদের জন্য তারা আদর্শ। সুতরাং এই নির্দেশাবলী সমস্ত মুসলিম নারীর জন্যই প্রযোজ্য।

তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদেরকে সম্বোধন করে বলেন : হে নাবী-পত্নীরা! তোমরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের মত নও। তাদের তুলনায় তোমাদের মর্যাদা অনেক বেশী।

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলনা যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا এবং তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে। অর্থাৎ যারা মাহারাম নয় তাদের সাথে মোলায়েম স্বরে কথা বলা যাবেনা, যাতে যাদের মনে ব্যাধি রয়েছে তাতে তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পায়। আর কোন মহিলারই মাহারাম নয় এমন লোকের সাথে নরম স্বরে কথা বলা উচিত নয় যেভাবে নারীরা স্বামীদের সাথে কথা বলে। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ তোমরা বাড়িতেই অবস্থান করবে। কোন যরুরী শারীয়াত সম্মত কাজ ছাড়া তোমরা বাড়ী হতে বের হবেনা। এর মধ্যে সর্ব প্রথম যে কাজটির কথা জানা যায় তা হল মাসজিদে সালাত আদায় করতে যাওয়া শারয়ী প্রয়োজন, যদি তাতে শর্তসমূহ বজায় থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে বাধা প্রদান করনা। কিন্তু তারা যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। (আবু দাউদ ১/৩৮১) অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, মহিলাদের জন্য বাড়ীই উত্তম। (আবু দাউদ ১/৩৮২)

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : জাহিলিয়াতের যামানায় মহিলারা পুরুষদের সম্মুখ দিয়ে নমনীয় না হয়ে, কোন কিছুর পরোয়া না করে চলাফিরা করত। একেই تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ (তাবাররুজাল জাহিলিয়া) বলা হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/৬০২) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তারা যখন ঘর থেকে বের হয় তখন তারা থাকে বেপর্দা লজ্জাহীন, প্রেমললিত, প্রগলভা নারীর মত। আল্লাহ তা‘আলা এরূপভাবে চলাফিরা করতে নিষেধ করেছেন। (তাবারী ২০/২৫৯) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন : ‘তাবাররুজ’ হল ঐ নারী যে তার মাথায় ‘খিমার’ রাখে, কিন্তু তা যথাযথভাবে শক্ত করে বেধে

রাখেণা। (দুররুফল মানসুর ৬/৬০২) সুতরাং তার গলার হার, কানের দুল, ঘাড় ইত্যাদি সবকিছুই দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল মুসলিম নারীকে তাবাররুজ হওয়া থেকে সাবধান করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন :

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। এ আয়াতের পূর্বে তিনি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এবার তিনি ঐ সমস্ত কাজ করতে আদেশ করছেন যার মাধ্যমে অন্যদের থেকে তাদের ভিন্ন মর্যাদা লাভ হবে। তা হল আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক না করে যথাসময়ে সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত থাকা। ইহা হল প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফারয বা অবশ্য করণীয় যার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে, সে কি মুসলিম নাকি কাফিরদের দলভুক্ত।

### রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত

যারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে তাদের কাছে নিঃসন্দেহে এটি প্রতিভাত হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণও নিম্নের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

হে নাবীর পরিবার! আল্লাহতো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। এই আয়াতটি এটাই প্রমাণ করে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীরা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের শানে নুযূলতো আয়াতের আদেশ-নিষেধ মুতাবেক হয়ে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, আয়াতের বিষয়বস্তু তাদের উপর বর্তাবে যাদের শানে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তারাতো হবেই, তা ছাড়া তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ক্রিয়া-কলাপ এদের অনুরূপ হবে। দ্বিতীয় কথাটিই অধিকতর সঠিক। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ (রাঃ) বাজারে বাজারে বলে বেড়াতেন :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী ২০/২৬৭) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেছেন যে,

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) এ কথা বলেছেন। ইকরিমাহ (রাঃ) বলতেন : এ আয়াতটি শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি কেহ এ ব্যাপারে মুকাবিলা করতে চায় তাহলে আমি মুকাবিলা করতে সদা প্রস্তুত এবং এ ব্যাপারে যারা মিথ্যা বলে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাদের ধ্বংসের জন্য আমি প্রার্থনা করব। (দুররুল মানসুর ৫/৩৭৬) সুতরাং তাদের ব্যাপারেই এ আয়াতটি নাযিল হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অন্যান্য নারীরাও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কারণ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ আয়াতে বর্ণিত আহলে বাইত ছাড়া অন্যান্যরাও শামিল রয়েছে।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সাফিইয়াহ বিন্ত শাইবাহ (রহঃ) বলেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন : একদা ভোরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো উটের চুলের তৈরী একটি ডোরাকাটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বের হন। তখন তাঁর কাছে হাসান (রাঃ) এলে তিনি তাকে চাদরের মধ্যে জড়িয়ে নেন। অতঃপর হুসাইন (রাঃ) তাঁর কাছে এলে তাকেও তিনি চাদরে জড়িয়ে নেন। এর পর ফাতিমা (রাঃ) এলে তাকেও তাঁর চাদরে জড়িয়ে নেন। অতঃপর আলী (রাঃ) তাঁর কাছে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও তাঁর চাদরে জড়িয়ে নেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

আল্লাহতো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। (তাবারী ২০/২৬১, মুসলিম ২০৮১)

ইয়াযীদ ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি, হুসাইন ইব্ন সাবরাহ (রহঃ) এবং উমার ইব্ন মুসলিম (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আরকামের (রাঃ) নিকট গমন করি। আমরা তাঁর কাছে উপবেশন করলে হুসাইন (রহঃ) তাকে বলেন : হে যায়িদ (রাঃ)! আপনিতো বহু কল্যাণ লাভ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেছেন। সুতরাং হে যায়িদ (রাঃ)! আপনি বহু কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করেছেন! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে যা শুনেছেন তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি তখন বললেন : হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আল্লাহর শপথ! এখন আমার বয়স খুব বেশী হয়ে গেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানার দূরে চলে গেছে, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি তার কিছু কিছু বিস্মরণ হয়েছে। এখন আমি তোমাকে যা বলি তাই

কর এবং তা মেনে নাও এবং আমি যা বলতে ভুলে যাই সেই জন্য মনে কষ্ট নিওনা। শোন! মাক্কা ও মাদীনার মাঝখানে একটি পানির জায়গা রয়েছে যার নাম ‘খাম’। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং অতঃপর তিনি বলেন : আমি একজন মানুষ। অতি সত্ত্বর আমার রবের পক্ষ হতে আমার নিকট একজন দূত আগমন করবেন এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিব। আমি তোমাদের কাছে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও জ্যোতি রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাবের দিকে আমাদের দৃষ্টি পূর্ণভাবে আকর্ষণ করলেন। তারপর তিনি বললেন : আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আমি আল্লাহর কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি তিনবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন হুসাইন (রহঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : হে যায়িদ (রাঃ)! আহলে বাইত কারা? তাঁর স্ত্রীরা কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন? উত্তরে তিনি বলেন : তাঁর স্ত্রীরাও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত বটে, তবে তাঁর আহল তারা যাদের উপর তাঁর মৃত্যুর পরে সাদাকাহ হারাম। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তারা কারা? জবাবে তিনি বললেন : তারা হলেন আলীর (রাঃ) বংশধর, আকীলের (রাঃ) বংশধর, জাফরের (রাঃ) বংশধর ও আব্বাসের (রাঃ) বংশধর। তাকে প্রশ্ন করা হল : এদের সবার উপরই কি সাদাকাহ হারাম? তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। (মুসলিম ৪/১৮৭৩) এ বর্ণনাটি যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত এবং এটি মারফূ নয়।

## কুরআন এবং সুন্নাহকে অনুসরণ করার নির্দেশ

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পাঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যে কুরআন নাযিল করেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেই অনুযায়ী তোমরা আমল করতে থাক। কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২০/২৬৮)

সুতরাং কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ গুরুজনের উক্তি হিসাবে আল্লাহর আয়াত ও হিকমাত দ্বারা কিতাব ও সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা তারা ছাড়া আর কেহই লাভ করতে পারেনি। তা এই যে, তাঁদের

গৃহেই আল্লাহর অহী ও রাহমাতের ইলাহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) সবচেয়ে বেশী লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেননা হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, আয়িশার (রাঃ) বিছানা ছাড়া আর কারও বিছানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহী আসেনি। এটা এ কারণেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। তার বিছানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও জন্য ছিলনা। সুতরাং তিনি সঠিকভাবেই এই উচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। তবে হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীরাই যখন তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয়গণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

মুসনাদ ইবন আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আলীর (রাঃ) শাহাদাতের পর হাসানকে (রাঃ) খলীফা নির্বাচন করা হল। তিনি যখন সালাত আদায় করছিলেন তখন বানী আসাদের গোত্রভুক্ত এক ব্যক্তি হঠাৎ এসে তার সাজদাহরত অবস্থায় তাকে ছুরি মেরে দিল। ছুরিটি তার পাছায় আঘাত করল। কয়েক মাস তিনি অসুস্থ ছিলেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি মাসজিদে এলেন এবং মিসরের উঠে খুত্বা পাঠ করলেন ও বললেন : হে ইরাকবাসী! আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমি তোমাদের নেতা ও তোমাদের মেহমান। আমি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا** আল্লাহতো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এ কথাটির উপর তিনি খুব জোর দিলেন এবং বাক্যগুলি বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন। যারা মাসজিদে ছিল তারা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অতঃপর বলা হয়েছে :

**إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا** আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে অবহিত। অর্থাৎ তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের ফলেই তুমি এই মর্যাদা লাভ করেছ। তিনিই তোমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং এমন গুণে গুণান্বিত করেছেন যার ফলে তুমি অন্যান্যদের থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছ।

সুতরাং তাফসীর ইবন জারীর বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে : হে মু'মিনদের মা ও নাবীর স্ত্রীরা! তোমাদের উপর যে আল্লাহর নি'আমাত রয়েছে তা তোমরা স্মরণ কর। তিনি তোমাদেরকে এমন বাড়ীতে অবস্থান করতে দিয়েছেন

যেখানে আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা পঠিত হয়। আল্লাহর এসব নি‘আমাতের জন্য তোমাদের তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এখানে হিকমাতের অর্থ হাদীস। আল্লাহ তা‘আলা শেষ পরিণতিরও খবর রাখেন। তাই তিনি সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারিণী কারা হবেন তা তিনি নির্বাচন করেন। (তাবারী ২০/২৬৮) কাতাদাহ (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এগুলিও তোমাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে বড় অনুগ্রহ। (তাবারী ২০/২৬৮)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত। এ আয়াত সম্পর্কে আল আউফী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন : আল্লাহ তা‘আলা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কোথায়, কার মাধ্যমে তাঁর নির্দেশনা জারী করতে হবে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করার পর আরও বলেন যে, রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫। অবশ্যই আত্ম-সমর্পনকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম) নারী, মু‘মিন পুরুষ ও মু‘মিনা নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীতা নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী নারী,

۳۵. إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ



আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী  
পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী  
নারী - এদের জন্য আল্লাহ  
প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা  
প্রতিদান।

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ  
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

### ৩৩ : ৩৫ নং আয়াত নাযিল করার কারণ/উদ্দেশ্য

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন, আর আমরা মহিলা, আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন? উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন : একদিন আমি আমার ঘরে বসে আমার মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলাম এমন সময় মিসর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আমার চুলগুলি ঐ অবস্থায় জড়িয়ে নিলাম এবং কক্ষে বসে তাঁর কথাগুলি শুনতে লাগলাম। ঐ সময় তিনি মিসরে পাঠ করছিলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ

হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন : অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারিণী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী। (আহমাদ ৬/৩০৫, নাসাঈ ৬/৪৩১, তাবারী ২০/২৭০)

এ আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম ও ঈমানকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমান ইসলাম হতে পৃথক এবং ঈমান ইসলাম হতে ব্যাপকতর। কেননা মহান আল্লাহ বলেন :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ  
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

আরাব মরুভাসীরা বলে : আমরা ঈমান আনলাম। তুমি বল : তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল : আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মু’মিন থাকেনা। (ফাতহুল বারী ১০/৩৩, মুসলিম ১/৭৭) আবার এ বিষয়ের উপর সবাই একমত যে, ব্যভিচার দ্বারা মানুষ তখনকার মত ঈমানহারা হয়ে যায়, কিন্তু প্রকৃত কাফির হয়ে যায়না। এটা একটা দলীল যা আমি শরাহ বুখারীতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রমাণ করেছি।

وَالْقَانِثِينَ وَالْقَانِثَاتِ - قُنُوتُ শব্দের অর্থ হল স্বাভাবিক সময়ে আনুগত্য করা। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে :

أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ۔

যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাহবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে...। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৯) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। (সূরা রুম, ৩০ : ২৬) আরও এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

يَمْرِمُ أَفْتًى لِرَبِّكَ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

হে মারইয়াম! তোমার রবের ইবাদাত কর এবং সাজদাহ কর ও রুকুকারীগণের সাথে রুকু কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪৩) অন্যত্র রয়েছে :

قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩৮) অতএব বুঝা গেল যে, ঈমানের মর্যাদা ইসলামের উপরে। উভয়ের সম্মিলনে মানুষের ভিতর আনুগত্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

**وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ** সত্য কথা বলা পুরুষ ও নারী আল্লাহ তা‘আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আর এ অভ্যাস সর্বাবস্থায়ই প্রশংসনীয়। সাহাবীগণের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যারা কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। তিনিই ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি যিনি অজ্ঞতার যুগেও কখনও মিথ্যা কথা বলেননি এবং ঈমান আনার পরেও না। সত্যবাদিতা ঈমানের একটি লক্ষণ এবং মিথ্যা কথা বলা হল মুনাফিকীর লক্ষণ। সত্যবাদী লোক পরিভ্রাণ পেয়ে থাকে। সত্যবাদিতা মানুষকে সৎ কাজের ও জ্ঞানাতের পথ প্রদর্শন করে। মিথ্যা কথা বলা পরিহার করা উচিত। মিথ্যাবাদিতা মানুষকে অসৎ কাজের দিকে ধাবিত করে। আর অসৎ কাজ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। সত্যবাদী লোক যখন সব সময় সত্য কথা বলে, সত্য কাজের প্রচেষ্টা চালায় তখন তার নামটি আল্লাহ তা‘আলার কাছে সত্যবাদী রূপে লিপিবদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদী সব সময় মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যার প্রচেষ্টা চালায়। তার নামটি আল্লাহ তা‘আলা মিথ্যাবাদীদের খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। (মুসলিম ৪/২০১৩) এ সম্বন্ধে বহু হাদীস রয়েছে।

**وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ** ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী। সাবর বলা হয় বিপদে-আপদে দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণ করাকে। তাকদীরের সাথে জড়িয়ে সাবরকে লিখার কোন দলীল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে কঠিন সাবর বলা হয় মানসিক আঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণ করাকে। আল্লাহ তা‘আলার কাছে এর প্রতিদান অত্যন্ত বেশী। অতঃপর যখন ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হয় তখন সাবর আপনা আপনিই এসে যায়।

**خُشُوع** এর অর্থ হল শান্তি, সম্ভ্রষ্টি ও অনুরোধ। মানুষের মনে যখন আল্লাহর ভয় বিরাজ করে তখন মানুষের মনে এটা আপনা আপনিই এসে পড়ে। সে এভাবে বিশ্বাস করে যে, তিনি সব সময় তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আল্লাহকে দেখছে এ ধারণা যদি করতে না পারে তাহলে অবশ্যই এটা মনে করে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে নিশ্চয়ই দেখছেন। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে : তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে তিনিতো তোমাকে দেখছেন। (ফাতহুল বারী ১/১৪০)

**وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ** দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী। সাদাকাহ বলা হয় সেই দানকে যা গরীব-দুঃখীকে দেয়া হয়, যারা শারীরিকভাবে দুর্বল, যারা আয়-উপার্জন করার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেনা কিংবা তাদেরকে কেহ আর্থিক

সহায়তাও করছেন। এ ধরনের লোককে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দান করাকেই সাদকাহ বলে। এ নিয়তে দান করলে এটা আল্লাহর আনুগত্য বলে বিবেচিত হবে। এর ফলে তাঁর সৃষ্টজীব উপকৃত হয়ে থাকে।

হাদীসে আছে যে, সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন যে দিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা। এই সাত প্রকারের মধ্যে একটি এও আছে যে, সে যা কিছু দান-খাইরাত করে তা এত গোপনে করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারেনা। (ফাতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫) হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, সাদকা খারাপ আমলগুলোকে মুছে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। (তিরমিযী ৩/২৩৭) এ বিষয়ের উপর আরও বহু হাদীস রয়েছে যেগুলি স্ব-স্ব স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

**وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ** সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী। সিয়াম সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি শরীরের যাকাত। (ইব্ন মাজাহ ১/৫৫৫) অর্থাৎ এর দ্বারা শরীর পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। আর এটা মন্দ স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেয়।

সাইদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি রায়ামান মাসের সিয়াম পালন করার পর প্রত্যেক মাসে তিনটি করে সিয়াম পালন করে সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। (দুররুল মানসুর ৫/৩৮০) সিয়াম কাম-শক্তিকে প্রশমিত করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে তারা যেন বিয়ে করে যাতে তোমাদের দৃষ্টি নিম্নমুখী হয় এবং তোমরা পবিত্রতা অর্জন করতে পার। আর যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তারা যেন রোযা রাখে। কারণ এটা তাকে রক্ষা করবে। (ফাতহুল বারী ৯/১৪) এ জন্য সিয়ামের বিধানের সাথে সাথে মন্দ কাজ হতে বাঁচার পথ দেখানো হয়েছে।

এখানে পরবর্তী আয়াতটি উল্লেখ করা খুবই যুক্তিযুক্ত হবে যাতে বলা হয়েছে : **وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ** যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযাতকারী নারী। পাপ ও নিষিদ্ধ কাজ হতে তারা তাদের গোপন অঙ্গের হিফাযাত করে। তারা শুধু ঐভাবেই যৌনসম্বোগে লিপ্ত হয় যেভাবে তাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

এবং যারা নিজেদের যৌনাসক্তকে সংযত রাখে। তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। তবে কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী। (৭০ : ২৯-৩১)

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয় এবং স্বীয় স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করে নেয়, ঐ রাতে তারা দু’জন **وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ** এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (আবু দাউদ ২/৭৪, নাসাঈ ৬/৪৩৩, ইব্ন মাজাহ ১/৪২৩)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কার পথ দিয়ে চলছিলেন। জুমদান (পাহাড়) নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বললেন : এ জায়গাটি জুমদান। সামনে চলতে থাক, কারণ মুফাররিদুনরা অগ্রগামী হয়েছে। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন : মুফাররিদুন কারা? জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীরা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুগুনকারীদেরকে ক্ষমা করে দিন। জনগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা চুল ছেঁটে ফেলেছে তাদের জন্যও দু‘আ করুন! এবারও তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুগুনকারীদেরকে আপনি ক্ষমা করুন! জনগণ পুনরায় বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা চুল ছেঁটে ফেলেছে তাদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করুন! এবার তিনি বললেন : হে আল্লাহ! যারা মাথার চুল ছেঁটেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন! (আহমাদ ২/৪১১) হাদীসের শেষের অংশ বাদ দিয়ে ইমাম মুসলিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ২/৯৪৬) মহান আল্লাহর উক্তি :

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। অর্থাৎ উল্লিখিত গুণ বিশিষ্ট লোকদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই সমুদয় গুণের অধিকারী লোকদের পাপসমূহ

তিনি ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের জন্য রেখেছেন মহা প্রতিদান এবং ওটা হল জান্নাত।

৩৬। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সেই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।

۳۶. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

### কুরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন : জুলাইবিব (রাঃ) বড়ই আমোদী লোক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বাড়ীর অন্দর মহলে গিয়ে মহিলাদের সাথে হাসি তামাশা করতেন। এ জন্য আমি আমার স্ত্রীকে বলে দিয়েছিলাম : এ লোকটি যেন তোমাদের কাছে না আসে, তাহলে আমি তোমার প্রতি এরূপ এরূপ করব। আনসারীদের অভ্যাস ছিল এই যে, তারা কোন মেয়েকে বিয়ে করতেননা যে পর্যন্ত না তারা জানতে পারতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করতে চাননা।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী সাহাবীকে বললেন : তোমার মেয়েকে কি বিয়ে দিবে? আনসারী সাহাবী বললেন : এত আমার সৌভাগ্য যে, আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমার জন্য তোমার মেয়ের বিয়ের কথা বলছি। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে কার জন্য বলছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : জুলাইবিবের জন্য। তখন সাহাবী বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ বিষয়ে তার মায়ের সাথে আলাপ করার আমাকে অবকাশ দিন। সুতরাং তিনি তার স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং বললেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে

একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। তার মা বললেন : এত খুব খুশির খবর! উত্তরে তিনি বললেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মেয়েকে তাঁর নিজের জন্য বিয়ে প্রস্তাব দেননি, তিনি জুলাইবিবের (রাঃ) জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন মেয়ের মা বললেন : কি বললেন! জুলাইবিব? অসম্ভব, আল্লাহর শপথ! আমি কখনও জুলাইবিবের (রাঃ) সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিবনা। মেয়ের মা যা বলেছেন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানোর জন্য মেয়ের পিতা যখন রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন : কে আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন? তখন তার মা জুলাইবিবের (রাঃ) কথা জানালেন। মেয়েটি বললেন : আপনারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন? তার কথা মেনে নিন, আমি আশা করছি যে, এতে আমার কল্যাণই রয়েছে। সুতরাং তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন : আপনি বিয়ের ব্যবস্থা করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সাহাবীর মেয়েকে জুলাইবিবের (রাঃ) সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক যুদ্ধাভিযানে বের হন এবং ঐ যুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকে বিজয় দান করেন। যুদ্ধশেষে তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বললেন : তোমরা দেখতো আমাদের মাঝের কেহ অনুপস্থিত আছে কিনা। সাহাবীগণ বললেন : আমাদের অমুক অমুক ভাই শহীদ হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন : খুঁজে দেখ, আরও কেহ অনুপস্থিত আছে নাকি। তারা বললেন : আর কেহ অনুপস্থিত নেই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : কিন্তু আমি তো জুলাইবিবকে দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা আবার যাও এবং যারা শহীদ হয়েছে তাদের মাঝে তাকে খোঁজ কর। সুতরাং তারা আবার খুঁজতে বের হলেন এবং দেখতে পান যে, সাতটি শত্রু সৈন্যের পাশে তিনি পরে আছেন, যাদেরকে তিনি শহীদ হওয়ার আগে হত্যা করেছেন। সাহাবীগণ তার লাশ নিয়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই তার মৃতদেহ। নিহত হওয়ার আগে তিনি সাতজন শত্রু সৈন্য হত্যা করেছেন, অতঃপর তিনি নিজে শহীদ হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলাইবিবের (রাঃ) লাশের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন : যে সাতজনকে হত্যা করেছেন, অতঃপর নিজে নিহত হয়েছে সে আমার উত্তরাধিকারী এবং আমিও তার উত্তরাধিকারী। এ কথা তিনি দুই অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি নিজে

কাঁধে বহন করে তার লাশ কাবরের কাছে নিয়ে যান এবং নিজ হাতে তাকে কাবরে শায়িত করেন। তবে এ কথা বর্ণনা করা হয়নি যে, তিনি লাশের গোসল করিয়েছেন কিনা। আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

সাবিত (রাঃ) বলেন : আনসার মহিলাদের মধ্যে জুলাইবিরের (রাঃ) স্ত্রীর মত ভাগ্যবতী আর কোন মহিলা ছিলেননা। তার চেয়ে অন্য কোন আনসারী মহিলাকে বেশি সংখ্যক সাহাবী বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেননা। ইসহাক ইবনুল আবদুল্লাহ ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) সাবিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : আপনার কি জানা আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলে ঐ মহিলার জন্য দু‘আ করেছিলেন? তিনি বললেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : হে আল্লাহ! তার উপর আপনি রাহমাত বর্ষণ করুন এবং তার জীবনকে কঠিন করবেননা। এর ফলশ্রুতি এই যে, আনসারগণের বিধবা মহিলাদের মধ্যে তার মত আর কোন মহিলাকে বিয়ের ব্যাপারে এত বেশি প্রস্তাব পাঠানো হয়নি। (আহমাদ ৪/৪২২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ ঘটনাটি তাদের গ্রন্থের *ফাযায়িল* অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ২৪৮২, নাসাঈ ৮২৪৬)

হাফিয আবু উমার ইব্ন আবদুল বারর (রহঃ) তার *আল ইসতিয়াব* গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ঐ সাহাবীয়া (রাঃ) আড়াল থেকে মা-বাবার কথোপকথন শোনার পর যখন বললেন : ‘আপনারা কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

নির্দেশ দিলে কোন মু‘মিন পুরুষ কিংবা মু‘মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা।

তাউস (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : আসরের সালাতের পর দু’ রাক‘আত (নাফল) সালাত আদায় করা যায় কি? উত্তরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) নিষেধ করেন এবং ... وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ এ আয়াতটি পাঠ করেন। (আবদুর রাযযাক ২/৪৩৩) সুতরাং এ আয়াতটি শানে নুযুলের দিক দিয়ে বিশিষ্ট হলেও হুকুমের দিক দিয়ে সাধারণ। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ থাকা অবস্থায় না কেহ ঐ হুকুমের বিরোধিতা করতে পারে, আর না ওটা মানা বা না মানার কারও কোন অধিকার থাকতে পারে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :



فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল না করে। (সূরা নিসা, ৪ : ৬৫) তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا  
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।  
যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।  
(সূরা নূর, ২৪ : ৬৩)

৩৭। স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করছ, তুমি তাকে বলেছিলে : তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর

৩৭. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ<sup>ط</sup> فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا

সঙ্গত। অতঃপর যায়িদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونُ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ  
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا  
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

### যায়িদ (রাঃ) এবং যাইনাবের (রাঃ) ব্যাপারে রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর ভর্ৎসনা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আযাদকৃত গোলাম যায়িদ ইব্ন হারিসাহকে (রাঃ) বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন। তার উপর আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ মেহেরবানী ছিল। তাকে তিনি ইসলাম ও নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেছিলেন। তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাকে তিনি গোলামী হতে মুক্তি দান করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এমন কি সমস্ত মুসলিম তাকে حُبُّ الرَّسُولِ ‘রাসূলের প্রিয়’ নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার পুত্র উসামাহকে (রাঃ) حُبُّ مِنْ حُبِّ ‘প্রিয়ের প্রিয়’ নামে সবাই সম্বোধন করতেন। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন স্থানে সৈন্য পাঠালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেই দলের নেতা মনোনীত করতেন। যদি তিনি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকেই হয়তো তিনি তাঁর খলীফা নিযুক্ত করে যেতেন। (আহমাদ ৬/২২৭, ২৮১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ফুফু উমাইমাহ বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের (রাঃ) কন্যা যাইনাব বিন্ত জাহাশ আসাদিয়াকে (রাঃ)

যায়ীদের (রাঃ) সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন : মোহর হিসাবে দশ দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ও ষাট দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) প্রদান করেছিলেন। আর দিয়েছিলেন একখানা শাড়ী, একখানা চাদর এবং একটি জামা। আরও দিয়েছিলেন পঞ্চাশ মুদ্র (ওযন বিশেষ) খাদ্য ও দশ মুদ্র খেজুর। এক বছর অথবা তা থেকে কিছু কম-বেশী তারা একত্রে সংসার করেছেন। পরে তাদের মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায়। যায়িদ (রাঃ) গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ করেন। তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন : সংসার ভেঙ্গে দিওনা এবং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁর উপর অহীকৃত কিতাবুল্লাহর কোন আয়াত গোপন করতেন তাহলে অবশ্যই ... وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ এ আয়াতটিই গোপন করতেন। (তাবারী ২০/২৭৪)

فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

অতঃপর যায়িদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম। অর্থাৎ যায়ীদের (রাঃ) সাথে যখন যাইনাবের (রাঃ) বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাইনাবের (রাঃ) বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং ঐ বিয়ের অলী হন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা। তা এভাবে যে, তিনি অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন যাইনাবকে (রাঃ) বিয়ে করেন। কোন কাবীন, মোহর কিংবা সাক্ষী ছাড়াই ঐ বিয়ে হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা যাঁর বিয়ের অলী তাঁর জন্য আর কিইবা দরকার হতে পারে।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, যখন যাইনাবের (রাঃ) ইদাত পূর্ণ হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদ ইব্ন হারিসাকে (রাঃ) বললেন : তুমি যাও এবং তাকে আমার বিবাহের প্রস্তাব পৌঁছে দাও। যায়িদ (রাঃ) গেলেন। ঐ সময় যাইনাব (রাঃ) আটা মাখছিলেন। যায়ীদের (রাঃ) উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এমনভাবে ছেয়ে গেল যে, সামনে থেকে তার সাথে কথা বলতে পারলেননা। বরং তিনি মুখ ফিরিয়ে বসে পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাব শুনিয়ে দিলেন। যাইনাব (রাঃ) তখন তাকে বললেন : থামুন, আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট সালাত আদায় (ইসতিখারা দ্বারা শুভাশুভ বিচার) করে নিই। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন। আর এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হল এবং তাঁকে বলা হল :

وَطَرًا زَوْجَنَاكَ আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করলাম।

সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন খবর না দিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ করলেন। ওলীমার দা‘ওয়াতে তিনি সাহাবীগণকে গোশত ও রুটি খাওয়ালেন। সব লোক খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে গেলেন। কতিপয় লোক সেখানে বসে থেকে খোশ-গল্পে মশগুল হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট গেলেন। তিনি তাদেরকে সালাম দিচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বলুন, আপনি আপনার (নতুন) স্ত্রীকে (যাইনাবকে (রাঃ)) কিরূপ পেয়েছেন? বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন : লোকেরা তাঁর বাড়ী হতে চলে গেছে এ খবর আমি তাঁকে দিলাম নাকি অন্য কারও মাধ্যমে তাঁকে এ খবর দেয়া হল তা আমার মনে নেই। এরপর তিনি তাঁর বাড়ীতে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। আমি তাঁর সাথে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। ফলে আমার ও তাঁর মধ্যে আড়াল হয়ে গেল। ঐ সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল এবং তিনি সাহাবীগণের যা উপদেশ দেয়ার তা দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন :

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৩) (আহমাদ ৩/১৯৫, মুসলিম ১৪২৮, নাসাঈ ৬/৭৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, যাইনাব বিন্ত জাহাশ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে গর্ব করে বলতেন : তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবক ও ওয়ারিশরা। আর আমার বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা সপ্তম আকাশের উপর থেকে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫)

সূরা নূরের তাফসীরে আমরা এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছি যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ বলেন, যাইনাব (রাঃ) বলেছিলেন : আমার বিবাহ আকাশ

হতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার এ কথার জবাবে আয়িশা (রাঃ) বলেন : আমার নিষ্কলুষতা ও সতীত্বের আয়াতগুলি আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। যাইনাব (রাঃ) তার এ কথা স্বীকার করে নেন। (তাবারী ১৯/১১৮) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

لَكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا  
 مِنْهُنَّ وَطَرًا আমি তার সাথে তোমার বিবাহ বৈধ করলাম, যাতে মু'মিনদের  
 পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলেই সেই সব রমণীকে বিবাহ  
 করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়।

নাবুওয়াতের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদ ইব্ন হারিসাহর (রাঃ) লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। তখনকার প্রথা অনুযায়ী লোকেরা তাকে বলত যায়িদ ইব্ন মুহাম্মাদ। আল্লাহ সুবহানাহু জাহিলিয়াতের ঐ প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করে নিম্নের আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي  
 تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ  
 بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ  
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীরা, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক, তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি; ঐগুলি তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায় সঙ্গত। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪-৫)

যখন যাইনাব বিন্ত জাহাশ (রাঃ) এবং যায়িদ ইব্ন হারিসাহর (রাঃ) মাঝের বিবাহ বন্ধন ভেঙ্গে যায় তখন আরও পরিস্কার করে এবং জাহিলিয়াতের আর একটি প্রথাকে বাতিল করে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন :

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

এবং ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীগণ। (সূরা নিসা, ৪ : ২৩) এভাবে পালিত পুত্র বনাম ঔরসজাত পুত্রের ধর্মীয় বিধান পরিস্কার হয়ে গেল। তখনকার যামানায় আরাবে পালিত পুত্র রাখা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। অর্থাৎ যা ঘটেছে তা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়েছে, আর তিনি যা চান তা হবেই, কেহ তা রদ করতে পারেনা। যাইনাব (রাঃ) যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের একজন হবেন তা অবশ্যই আল্লাহর জ্ঞানে ছিল।

৩৮। আল্লাহ নাবীর জন্য যা বিধি সম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন বাধা নেই। পূর্বে যে সব নাবী অতীত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।

৩৮. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

আল্লাহ তা'আলা বলছেন : مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ পোষ্যপুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা যখন বৈধ কাজ তখন এ কাজ যদি নাবীও করেন তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালিত পুত্র যায়িদ ইব্ন হারিসার (রাঃ) স্ত্রী যাইনাবকে (রাঃ) তালাক দেয়ার পর তাকে বিয়ে করায় রাসূলের জন্য দোষ নেই।

بُئِيَ النَّبِيُّ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ পূর্ববর্তী নাবীদের উপর আল্লাহ তা'আলা যে হুকুম নাযিল করতেন ওর উপর আমল করায় তাঁদের কোন দোষ ছিলনা। এখানে এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য মুনাফিকদের কথার প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বলত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছেলের স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন।

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا আল্লাহর আদেশ অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে।  
কোন কিছুই তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন না তা কখনই হয়না।

৩৯। তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেহকেও ভয় করতনা। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

۳۹. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

৪০। মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নাবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

۴۰. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

### আল্লাহর আদেশ প্রচারকারীদের প্রতি প্রশংসা

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ  
এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ঐ লোকদের (নাবীদের) প্রশংসা করছেন যারা আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছে দেন। তারা আল্লাহকে ভয় করেন এবং তাঁকে ছাড়া আর কেহকেও ভয় করেননা। কোন ভীতি-বিহ্বল কাজে অথবা কারও প্রভাবে ভীত-সম্ভ্রান্ত হয়ে আল্লাহর দা'ওয়াত পৌঁছে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননা। وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহানুভূতিই যথেষ্ট।

এই পদ ও দায়িত্ব পালনে সবারই নেতা, এমন কি প্রত্যেক কাজে-কর্মে ও প্রতিটি বিষয়ে সবার সর্দার বা নেতা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পূর্বে ও পশ্চিমে সমস্ত বানী আদমের কাছে আল্লাহর দীনের প্রচার করেছেন তিনিই। যতদিন আল্লাহর এই দীন চারদিকে ছড়িয়ে না পড়েছে ততদিন তিনি বরাবরই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি আল্লাহর দীন প্রচারের ব্যাপারে সদা ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর পূর্বে যেসব নাবী-রাসূল এসেছিলেন তাঁরা নিজ নিজ জাতির জন্য এসেছিলেন। কিন্তু শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন সারা দুনিয়ার জন্য। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল : হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ’রাফ, ৭ : ১৫৮)

তাঁর পরে এ দীন প্রচারের দায়িত্ব তাঁর উম্মাতের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। তাঁর পরে নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর সাহাবীগণের উপর ন্যস্ত হয়েছে। তারা যা কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শিখেছিলেন তা তাদের পরবর্তীদের শিখিয়ে দেন। তারা সমস্ত কাজ ও কথা, পরিস্থিতি, রাত-দিনের সফর, তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। পরবর্তী লোকেরা উত্তরাধিকার সূত্রে এগুলি প্রাপ্ত হয়েছে। এভাবেই পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের ওয়ারিশ হয়েছে। আল্লাহর দীন এভাবেই ছড়াতে থাকে। হিদায়াত প্রাপ্তরা তাদের অনুসরণ করে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠেন। তারা ভাল কাজ করার তাওফীক লাভ করেছেন। করুণাময় আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

## রাসূল (সাঃ) কোন পুরুষের পিতা নন

মহান আল্লাহ বলেন : মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়। আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন যে, এরপরে যেন যায়িদ ইব্ন মুহাম্মাদ বলা না হয়। অর্থাৎ তিনি যায়িদের (রাঃ) পিতা নন, যদিও তিনি তাকে পুত্র হিসাবে লালন-পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন পুত্র সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকেনি। কাসেম, তাইয়িব ও তাহির নামক তার তিনটি পুত্র সন্তান খাদীজার (রাঃ) গর্ভজাত ছিল। কিন্তু তিনজনই শৈশবে ইন্তিকাল করে। মারিয়াহ কিবতিয়াহর (রাঃ) গর্ভজাত একটি পুত্র সন্তান ছিল, তার নাম ছিল ইবরাহীম। সে দুধ পান অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেন। খাদীজার



(রাঃ) গর্ভজাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চার কন্যা সন্তান ছিলেন। তাঁরা হলেন যাইনাব (রাঃ), রুকাইয়া (রাঃ), উম্মে কুলসূম (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ)। তাদের মধ্যে তিনজন তাঁর জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেছিলেন। শুধুমাত্র ফাতিমা (রাঃ) তাঁর ইন্তিকালের ছয় মাস পরে ইন্তিকাল করেন।

### রাসূল (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নাবী

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا বরং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ও শেষ নাবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। যেমন মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ تَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১২৪) সুতরাং এ আয়াতটি এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর পরে কোন নাবী নেই। আর তাঁর পরে যখন কোন নাবী নেই তখন তাঁর পরে কোন রাসূলও যে নেই তা বলাই বাহুল্য। রিসালাততো নাবুওয়াত হতে বিশিষ্ট। প্রত্যেক রাসূলই নাবী, কিন্তু প্রত্যেক নাবীই রাসূল নন। তিনি যে খাতামুন নাবীঈন তা হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারাও প্রমাণিত।

উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) তার পিতা কা‘ব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : নাবীদের মধ্যে আমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে একটি বাড়ী তৈরী করল এবং ওটা পূর্ণরূপে ও উত্তমভাবে নির্মাণ করল, কিন্তু তাতে একটা ইট পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিল। যেখানে সে গাঁথুনি গাঁথলনা লোকেরা চারিদিক থেকে তা দেখতে লাগল এবং ওর নির্মাণকার্যে সবাই প্রশংসা করল। কিন্তু তারা বলতে লাগল : যদি এ স্থানটি খালি না থাকত তাহলে আরও কতই না সুন্দর হত! সুতরাং নাবীদের মধ্যে আমি ঐ নাবী যিনি ঐ ইটের সাথে তুলনীয়। (আহমাদ ৫/১৩৬, তিরমিযী ১০/৮১)

অপর একটি হাদীস : আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : রিসালাত ও নাবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে। আমার পরে আর কোন রাসূল বা নাবী আসবেনা। সাহাবীগণের কাছে তাঁর এ কথাটি খুবই কঠিন বোধ হল। তখন তিনি বললেন : কিন্তু সুসংবাদ দানকারীরা থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সুসংবাদদাতা কি? তিনি উত্তরে বললেন : মুসলিমদের স্বপ্ন, যা নাবুওয়াতের একটি অংশ বিশেষ। (আহমাদ ৩/২৬৩, তিরমিযী ৬/৫৫১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে সহীহ গারীব বলেছেন।

**অন্য একটি হাদীস :** যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত ও নাবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে একটি ঘর বানাল এবং পূর্ণ ও সুন্দর করে বানাল। কিন্তু একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিল। সুতরাং যে ‘ই সেখানে প্রবেশ করে ও ওর দিকে তাকায় সে ‘ই বলে : এটা কতইনা সুন্দর! যদি এই ইট পরিমাণ জায়গাটি ফাঁকা না থাকত! আমি ঐ খালি স্থানের ইট। আমার মাধ্যমে নাবীদের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয়েছে। (মুসনাদ তায়ালিসী ২৪৭, ফাতহুল বারী ৬/৬৪৫, মুসলিম ৪/১৭৯১, তিরমিযী ৮/১৫৮)

**অন্য একটি হাদীস :** আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত ও নাবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায় যে একটি ঘর পূর্ণভাবে নির্মাণ সম্পন্ন করল, কিন্তু একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিল। অতঃপর আমি আগমন করলাম এবং ঐ ইট পরিমাণ খালি জায়গাটি পূর্ণ করে দিলাম। (আহমাদ ৩/৯, মুসলিম ৪/১৭৯১)

**অন্য একটি হাদীস :** আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার ও আমার পূর্বের নাবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায় যে একটি ঘর নির্মাণ করল এবং তা পূর্ণরূপে ও উত্তমরূপে নির্মাণ করল। কিন্তু ওর কোনার একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিল। লোকেরা চতুর্দিক থেকে ঘরটি দেখতে লাগল এবং তা দেখে মুগ্ধ হল। অতঃপর তারা বলতে লাগল : এখানে একটি ইট দিলে এ দালানটি পূর্ণ হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমিই ঐ ইট। (আহমাদ ২/৩১২, বুখারী ৩৫৩৫, মুসলিম ৪/৩৭১)

**আর একটি হাদীস :** আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমাকে ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে সমস্ত নাবীর উপর ফাযীলাত দান করা হয়েছে। প্রথম : আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ও সার্বজনীন কথা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় : প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। তৃতীয় : আমার জন্য গাণীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল করা হয়েছে। চতুর্থ : আমার জন্য সারা দুনিয়ার মাটিকে মাসজিদ ও অযূর জন্য নির্ধারণ করা

হয়েছে। পঞ্চম : সমস্ত সৃষ্টির নিকট আমাকে নাবী করে পাঠানো হয়েছে। ষষ্ঠ : আমাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে এবং আমার দ্বারা নাবী আগমনের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১, তিরমিযী ৫/১৬০, ইব্ন মাজাহ ১/১৮৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি এবং আমার পূর্বে যে সকল নাবী/রাসূলগণ এসেছেন তাঁদের সাথে তুলনা হল এই যে, এক লোক একটি ঘর তৈরী করল, কিন্তু তাতে একটি ইট গাঁথুণীর পরিমান জায়গা খালি রইল। অতঃপর আমি এসে ঐ খালি জায়গা ইটের গাঁথুণী দ্বারা সম্পূর্ণ করলাম। (আহমাদ ৩/৯, মুসলিম ৪/১৭৯১)

**অন্য একটি হাদীস :** যুবাইর ইব্ন মুতয়িম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : নিশ্চয়ই আমার কয়েকটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ। আমি মাহী, আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা কুফরীকে মিটিয়ে দিবেন। আমি হাশির, আমার পায়ের উপর দিয়ে জনগণকে একত্রিত করা হবে। আমি আকিব, আমার পরে আর কোন নাবী হবেনা। (আহমাদ ৪/৮০, ফাতহুল বারী ৮/৫০৯, মুসলিম ৪/১৮২৮) এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কিতাবে এবং বিশ্ব শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতাওয়াতিহ হাদীসে এ খবর জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর পরে আর কোন নাবী নেই। অতএব তাঁর পরে যদি কেহ নাবুওয়াত ও রিসালাতের দাবী করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। যদিও সে ফন্দী করে, যাদু করে, বড় বড় জ্ঞানীদের জ্ঞানকে বিভ্রান্ত করে, বিস্ময়কর বিষয়গুলো দেখিয়ে দেয়, বিভিন্ন প্রকারের ডিগবাজী প্রদর্শন করে, তবুও জ্ঞানীরা অবশ্যই জানে যে, এ সবই প্রতারণা ও চালাকী ছাড়া আর কিছুই নয়। ইয়ামানে নাবুওয়াতের দাবীদার আনসী ও ইয়ামামার নাবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামা কাযযাবকে দেখলেই বুঝা যাবে যে, তারা যা করেছিল তা দেখে দুনিয়াবাসী তাদের মিথ্যা ছল-চাতুরী ধরে ফেলেছিল। তাদের আসল রূপ জনগণের কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদেরও ঐ অবস্থাই হবে যারা এ ধরনের মিথ্যা দাবী নিয়ে আল্লাহর বান্দার কাছে হাযির হবে। এমনকি সর্বশেষে আসবে মাসীহ দাজ্জাল। তার চিহ্নসমূহ দেখে প্রত্যেক আলেম এবং প্রত্যেক মু‘মিন জেনে যাবে যে, সে

মিথ্যাবাদী। এটাও আল্লাহ তা'আলার এক অশেষ মেহেরবানী। এ ধরনের মিথ্যা দাবীদারদের এ নসীবই হয়না যে, তারা সৎ কাজের আহকাম জারী করে এবং মন্দ কাজ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে দেয়। তার কথা ও কাজ ধোঁকা ও প্রতারণামূলকই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هَلْ أَنتُم عَلَىٰ مَن تَنزَلُ الشَّيْطَانُ. تَنزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ

তোমাদেরকে কি জানাব, কার নিকট শাইতানরা অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ২২১-২২২)

সত্য নাবীদের ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা সঠিক হিদায়াত দানকারী। তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁদের কথা ও কাজ সত্য বিজড়িত। তাঁরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেন। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এ ছাড়া মু'জিযা বা অলৌকিক কাজের দ্বারা তাঁদের সত্যবাদিতা প্রকাশিত হয়। তাঁদের নাবুওয়াতের উপর এমন সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল থাকে যে, সুস্থির মন তাঁদের নাবুওয়াতকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নাবীর উপর কিয়ামাত পর্যন্ত দুরূদ ও সালাম নাযিল করতে থাকুন!

<p>৪১। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর।</p>	<p>٤١. يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا</p>
<p>৪২। এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।</p>	<p>٤٢. وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا</p>
<p>৪৩। তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহের প্রার্থনা করে অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য,</p>	<p>٤٣. هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ وَكَانَ</p>

এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।	بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
৪৪। যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান।	۞ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا

### আল্লাহকে অধিক স্মরণ করার উপকারিতা

অগণিত নি'আমাত প্রদানের মালিক আল্লাহ তা'আলা বলছেন : আমাকে অধিক মাত্রায় তোমাদের স্মরণ করা উচিত। এর প্রতিদান হিসাবে রয়েছে বিরাট পুরস্কার এবং তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার উপায়। তাছাড়াও তিনি আরও বহু প্রকারের নি'আমাত প্রদানের ওয়াদা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন বুশর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, দু'জন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করল। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? উত্তরে তিনি বললেন : যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন পেলো ও ভাল কাজ করল। দ্বিতীয়জন জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের উপর ইসলামের বিধানতো অনেক রয়েছে। আমাকে এমন একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বিধান বাতলে দিন যার সাথে আমি সদা লেগে থাকবো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : আল্লাহর যিক্র দ্বারা সদা-সর্বদা তোমার জিহ্বাকে সিজ্ত রাখবে। (আহমাদ ৪/১৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) হাদীসের দ্বিতীয় অংশ বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৬/৬২১, ইব্ন মাজাহ ১/১২৪৬)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে কাওম এমন মাজলিসে বসে যেখানে আল্লাহর যিক্র হয়না, তারা কিয়ামাতের দিন এ জন্য আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে। (আহমাদ ২/২২৪)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন : আল্লাহ তা‘আলার **أَذْكُرُوا**

এই উক্তির ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক ফারস্ব কাভের একটা সীমা আছে এবং বিশেষ ওজর বশতঃ তা ক্ষমাও করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর যিক্রের কোন সীমা নেই। কোন সময়েই তা সঙ্গ ছাড়া হয়না। তবে কেহ যদি তা না করতে বাধ্য করে তাহলে সেটা অন্য কথা। আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

**فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ**

তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। (সূরা নিসা, ৪ : ১০৩) দাঁড়িয়ে, বসে, রাতে, দিবসে, স্থলে, পানিতে, বাড়ীতে, সফরে, ধনী অবস্থায় ও দরিদ্র অবস্থায়, সুস্থ অবস্থায় ও অসুস্থ অবস্থায়, গোপনে ও প্রকাশ্যে, মোট কথা সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্র করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

**وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا** সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে হবে।

তুমি যখন এগুলি করতে থাকবে তখন আল্লাহ তা‘আলা তোমার উপর তাঁর রাহমাত বর্ষণ করতে থাকবেন। আর মালাইকাও তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। (তাবারী ২০/২৮০)

এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস ও আছার রয়েছে। এই আয়াতেও খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্র করার হিদায়াত করা হয়েছে। অনেকে আল্লাহর যিক্র ও অযীফা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, যেমন ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম মা‘মারী (রহঃ) প্রমুখ। মহান আল্লাহ বলেন :

**وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا** সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা

করবে। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

**فَسُبِّحَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي**

**السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ**

সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়। (সূরা রুম, ৩০ : ১৭-১৮) অতঃপর এর ফাযীলাত বর্ণনা এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করার জন্য মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ করেন। এতদসত্ত্বেও কি তোমরা তাঁর যিক্র হতে উদাসীন থাকবে? তোমরা তাকে স্মরণ কর, তিনিও তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ.  
فَاذْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِيْ وَلَا تَكْفُرُواْ

আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫১-১৫২)

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন : যে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি, আর যে আমাকে কোন জামা‘আত বা দলের মধ্যে স্মরণ করে, আমি তাকে এমন জামা‘আতের মধ্যে স্মরণ করি যা তার জামা‘আত হতে উত্তম।

### সালাত শব্দের অর্থ

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবুল আলীয়া (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, صَلَوة শব্দটি যখন আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন ওর অর্থ হয় আল্লাহ তা‘আলা তার কল্যাণ ও মঙ্গল তাঁর মালিকার সামনে বর্ণনা করেন। আবু জাফর আর রাযী (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। صَلَوة শব্দটি আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হলে ওর অর্থ হবে রাহমাত। এ দু’টি উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আর صَلَوة শব্দটি

মালাইকা/ফেরেশতাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হলে তখন অর্থ হবে মানুষের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ تَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ  
وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ  
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ  
عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ  
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুঃপার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে : হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও। আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং আপনি তাদেরকে পাপ হতে রক্ষা করুন। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৭-৯)

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ এই দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে মু'মিন বান্দাদের উপর মহান আল্লাহ স্বীয় রাহমাত বর্ষণ করেন। তাদেরকে তিনি অজ্ঞতা ও কুফরীর অন্ধকার হতে বের করে ঈমানের আলোকের দিকে নিয়ে আসেন।

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا এবং তিনি (আল্লাহ) মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। অর্থাৎ তিনি পার্থিব জীবন এবং পরকাল উভয় জায়গায় মু'মিনদের জন্য আর্শিবাদ স্বরূপ। পৃথিবীতে তিনি মু'মিনদেরকে মূর্থদের পথ থেকে বের করে নিয়ে এসে সৎ পথের নির্দেশনা দেন, তাদের মধ্যে যারা ধ্বংসের মুখোমুখী হয় তাদেরকে ঐ পথ থেকে তিনি ফিরিয়ে আনেন এবং যারা বিদ'আতী আমল করেছে এবং



অন্যদেরকে ঐ পথে আহ্বান করছে এবং অন্যায় অপরাধে লিপ্ত রয়েছে তাদের থেকেও তিনি রক্ষা করেন। আর পরকালে তাঁর অনুগ্রহ/দয়া হল এই যে, কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা থেকে তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং তাঁর মালাইকা দ্বারা মু'মিনদেরকে জান্নাত প্রাপ্তি এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার সুখবর দিতে বলবেন। তাঁর এই দয়া ও অনুগ্রহ এ জন্য যে, তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে ভালবাসেন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে পথ চলছিলেন। ঐ সময় রাস্তার উপর একটি ছোট ছেলে ছিল। একটি দল আসছে দেখে ছেলেটির মা ভয় পেয়ে গেল এবং আমার ছেলে আমার ছেলে বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে এলো এবং ছেলেকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে একদিকে সরে গেল। ছেলের প্রতি মায়ের এই স্নেহ ও মমতা দেখে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মা কি এই ছেলেটিকে আগুনে ফেলতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে বললেন : না, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁর বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করবেননা। (আহমাদ ৩/১০৪) সহীহায়িনের শর্তে এ বর্ণনাধারা সঠিক, যদিও সহীহায়িন এবং সুনান গ্রন্থ চতুষ্টয়ের কোনটিতেই এটি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সহীহ বুখারীতে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, মু'মিনদের নেতা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বন্দি নারীকে দেখেন যে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেখা মাত্রই উঠিয়ে নিল এবং বুকে লাগিয়ে দিয়ে দুধ পান করাতে শুরু করল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন : আচ্ছা বল তো, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই মহিলাটি তার এই ছেলেটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে কি? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন : না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আল্লাহর শপথ! এই মহিলা তার ছেলের প্রতি যতটা স্নেহশীল ও দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু। (ফাতহুল বারী ১০/৪৪০) মহান আল্লাহর উক্তি :

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

## سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ

পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে ‘সালাম’। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল : পরকালে মু’মিনরা যখন আল্লাহ তা’আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তারা একে অপরকে সালাম দিবে। এই উক্তির স্বপক্ষে দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি :

دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সেখানে তাদের বাক্য হবে : হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম (আসসালামু ‘আলাইকুম), আর তাদের দু’আর শেষ বাক্য হবে ‘আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন’ (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১০) মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান। অর্থাৎ জান্নাত এবং ওর সমুদয় ভোগ্যবস্তু যেগুলি তাদের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। সেখানে তারা পানাহারের দ্রব্য, পরিধানের বস্ত্র, বাসস্থান, স্ত্রী, নয়নাভিরাম সৌন্দর্য অবলোকন ইত্যাদি সবকিছুই পাবে। এগুলির ধ্যান-ধারণা মানুষ করতেই পারেনা। এগুলি এমনই যে, মানুষ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি।

৪৫। হে নাবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসাবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে -	٤٥. يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
৪৬। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।	٤٦. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ۖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا
৪৭। তুমি মু’মিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের	٤٧. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّن

জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ।	اللَّهُ فَضْلًا كَبِيرًا
৪৮। আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শোননা; তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং নির্ভর কর আল্লাহর উপর; কর্মবিধায়ক রূপে আল্লাহই যথেষ্ট।	٤٨. وَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

### আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) প্রশংসা

‘আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ’সের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম : তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাকে বলুন। উত্তরে তিনি বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! কুরআনুল কারীমে তাঁর যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তারই কতক অংশ তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে। তাওরাতে রয়েছে : হে নাবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকদেরকে তুমি সতর্ক করবে। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী) রেখেছি। তুমি কঠোর চিত্ত ও কর্কশভাষী নও। তুমি বাজারে গোলমাল ও চীৎকার করে বেড়াওনা। তুমি মন্দকে মন্দ দ্বারা দূরীভূত করনা। বরং তুমি লোকদের দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে চল এবং ক্ষমা করে থাক। আল্লাহ তোমাকে কখনও উঠিয়ে নিবেননা যে পর্যন্ত না তুমি মানুষের বক্রকৃত দীনকে সোজা করবে। আর তারা যে পর্যন্ত না বলবে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যার দ্বারা অন্ধের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে যাবে, বধির শ্রবণশক্তি ফিরে পাবে এবং মোহরকৃত অন্তর খুলে যাবে। (আহমাদ ২/১৭৪, ফাতহুল বারী ৪/৪০২, ৮/৪৪৯)

অহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বানী ইসরাঈলের নাবীদের মধ্যে শাইয়া (আঃ) নামক একজন নাবীর নিকট অহী করলেন : তুমি তোমার কাওম বানী ইসরাঈলের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমার মুখের ভাষায় আমার কথা বলব। আমি অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের মধ্যে একজন নিরক্ষর নাবীকে পাঠাব। সে না বদ স্বভাবের হবে, আর না কর্কশভাষী হবে। সে হাটে-বাজারে

হট্টগোল সৃষ্টি করবেনা। সে এত শান্ত-শিষ্ট হবে যে, জ্বলন্ত প্রদীপের পাশ দিয়ে সে গমন করলেও প্রদীপটি নিভে যাবেনা। যদি সে নল-খাগড়া/খড়-কুটার উপর দিয়েও চলে তবুও তাতে তার পায়ের শব্দ হবেনা। আমি তাকে সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করব যে অনৈতিক কথা বলবেনা। আমি তার মাধ্যমে অন্ধের চক্ষু খুলে দিব, বধির শ্রবণশক্তি ফিরে পাবে এবং দাগ ও কালিমাযুক্ত অন্তরকে পরিষ্কার করে দিব। আমি তাকে প্রত্যেক ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করব। সমস্ত ভাল স্বভাব তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। লোকের অন্তর জয়কারী হবে তার পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সৎ কাজ করা তার প্রকৃতিগত বিষয় হবে। তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকবে। তার কথাবার্তা হবে হিকমাত পূর্ণ। সত্যবাদিতা ও বিনয়ী হবে তার স্বভাবগত বিষয়। ক্ষমা ও সদাচরণ হবে তার চরিত্রগত গুণ। সত্য হবে তার শারীয়াত। তার স্বভাব-চরিত্রে থাকবে ন্যায়পরায়ণতা। হিদায়াত হবে তার কাম্য। ইসলাম হবে তার মিল্লাত। তার নাম হবে আহমাদ। তার মাধ্যমে আমি পথভ্রষ্টকে সুপথ প্রদর্শন করব, মূর্খদেরকে বিদ্বান বানিয়ে দিব। অধঃপতিতকে করব মর্যাদাবান। অপরিচিতকে করব খ্যাতি সম্পন্ন ও সকলের পরিচিত। স্বল্প সংখ্যক থেকে অধিক সংখ্যক করব তার অনুসারী। তার কারণে আমি রিজ্জ হস্তকে দান করব প্রচুর সম্পদ। কঠোর হৃদয়ের লোকের অন্তরে আমি দয়া ও প্রেম-প্রীতি দিয়ে দিব। মতভেদকে ইন্তেফাকে পরিবর্তিত করব। মতপার্থক্যকে করে দিব একমত। তার মেহনতের মাধ্যমে দুনিয়ায় ইসলামের অস্তিত্ব/প্রভাব বিস্তার লাভের ফলে আমি দুনিয়াকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করব। সমস্ত উম্মাত হতে তার উম্মাত হবে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদা সম্পন্ন। মানব জাতির উপকারার্থে তাদের আবির্ভাব ঘটবে, তারা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও মন্দ কাজে বাধা দিবে। তারা হবে একাত্মবাদী মু'মিন ও নিষ্ঠাবান। পূর্ববর্তী নাবীদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তারা মেনে নিবে। তারা মাসজিদে, মাজলিসে, চলা-ফিরায় এবং উঠা-বসায় আমার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী হবে। তারা আমার জন্য দাঁড়িয়ে ও বসে সালাত আদায় করবে। আল্লাহর পথে দলবদ্ধ ও সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক আমার সম্ভ্রষ্টির অন্বেষণে ঘর-বাড়ী ছেড়ে জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। অযু করার জন্য তারা মুখ-হাত ধৌত করবে। তারা তাদের কটিবন্ধ কষে বাঁধবে। আমার কিতাব তাদের বুকে বাঁধা থাকবে। আমার নামে তারা কুরবানী করবে। তারা হবে রাতে আবেদ এবং দিনে সিংহের

ন্যায় মুজাহিদ। এই নাবীর আহলে বাইত ও সন্তানদের মধ্য থেকে আমি অগ্রগামী, সত্যের সাধক, শহীদ ও সৎ লোকদেরকে সৃষ্টি করব। তার অবর্তমানে তার উম্মাত দুনিয়ায় সত্যের পথে মানুষকে আহ্বান করতে থাকবে এবং ন্যায় ও ইনসাফ কায়ম করবে। যারা তাদের কাছে সাহায্য চাবে তাদেরকে যারা সাহায্য করবে তাদেরকে আমি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করব।

পক্ষান্তরে তাদের যারা বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং অমঙ্গল কামনা করবে তাদের জন্য আমি খুব খারাপ দিন আনয়ন করব। আমি এই নাবীর উম্মাতকে নাবীর ওয়ারিশ বানিয়ে দিব। তারা তাদের রবের দিকে আহ্বানকারী হবে। তারা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। তারা সালাত কায়ম করবে, যাকাত দিবে এবং তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। ঐ ভাল কাজ আমি তাদের হাতেই সমাপ্ত করাবো, যা তারা শুরু করেছিল। এটা আমার অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ আমি যাকে ইচ্ছা প্রদান করে থাকি এবং আমি বড় অনুগ্রহশীল। (ইব্ন আবী হাতিম ১৭৭১৪)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি **شَاهِدًا** বা সাক্ষী দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহর একাত্ববাদের সাক্ষী হওয়া, আর কিয়ামাতের দিন মানুষের আমলের উপর সাক্ষী হওয়া। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে :

**وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا**

এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? (সূরা নিসা, ৪ : ৪১) যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

**لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا**

যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৩) মহান আল্লাহ বলেন :

**وَنَذِيرًا** হে নাবী! তুমি মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী

এবং কাফিরদেরকে জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শনকারী। **يَاٰذَنَهُ** **إِلَى اللَّهِ** এবং তুমি আল্লাহর অনুমতিক্রমে সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বানকারী। **وَسِرَاجًا مُّنِيرًا** তোমার সত্যতা ঐ রকম সুপ্রতিষ্ঠিত যেমন সূর্যের

আলো সুপ্রতিষ্ঠিত। কোন হঠকারী লোক ছাড়া এটা কেহ অস্বীকার করতে পারেনা। এরপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

তুমি وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ কাকিফির ও মুনাফিকদের কথা মেনে নিওনা, বরং তাদের কথা ছেড়ে দাও। আর তারা যে তোমাকে কষ্ট দেয় ও তোমার প্রতি নির্যাতন করে সেটা তুমি উপেক্ষা কর, ওটাকে কিছুই মনে করনা, বরং আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হও। কর্মবিধায়করূপে তিনিই যথেষ্ট।

৪৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দাত নেই যা তোমরা গননা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।

٤٩. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

## বিয়ের পর মিলনের আগেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার হিসাবে কিছু দিতে হবে, ইদ্দাত হিসাবে নয়

এই আয়াতে অনেকগুলি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু বিবাহ বন্ধনের পরও তালাক দেয়া যেতে পারে। এর প্রমাণ হিসাবে এর চেয়ে উত্তম আর কোন আয়াত নেই। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সহবাসের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। এখানে মু'মিনাতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, সাধারণতঃ মু'মিনরা মু'মিনা নারীদেরকেই বিয়ে করে থাকে। তবে আহলে কিতাব স্ত্রীদের ব্যাপারেও এটাই প্রযোজ্য হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন

যাইনুল আবেদীন (রহঃ) এবং সালাফগণের একটি বড় দল এ আয়াত হতে একটি দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তালাক তখনই প্রযোজ্য হবে যখন বিবাহ বন্ধন বলবৎ থাকবে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ এ আয়াতে বিবাহের পরে তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বিবাহের পূর্বে তালাক সহীহ নয় এবং তা প্রযোজ্যও হয়না। (তাবারী ২০/২৮৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় যে, যদি কেহ বলে : ‘আমি যে মহিলাকে বিয়ে করব তার উপরই তালাক প্রযোজ্য হবে’, তাহলে এর হুকুম কি? উত্তরে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন : এই অবস্থায় তালাক হবেনা। কেননা মহামহিমাম্বিত বলেন :

هَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ ... মু‘মিনগণ! তোমরা মু‘মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে ...। সুতরাং বিবাহের পূর্বের তালাক তালাকই নয়। (দুররুল মানসুর ৫/৩৯২)

অন্য এক হাদীসে আমরা ইব্ন শু‘আইব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আদম-সন্তান যার মালিক নয় তাতে তালাক নেই। (আহমাদ ২/২০৭, আবু দাউদ ২/২৪০, তিরমিযী ৪/৩৫৫, ইব্ন মাজাহ ১/৬৬০)

আলী (রাঃ) এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বিয়ের পূর্বে তালাক নেই। (ইব্ন মাজাহ ১/৬৬০)

এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, যদি কোন নারীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয় তাহলে তার জন্য কোন ইদ্দাত নেই। সুতরাং সে তখনই যার সাথে ইচ্ছা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। তবে হ্যাঁ, যদি এই অবস্থায় তালাক দেয়ার পূর্বেই তার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবেনা। বরং তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করতে হবে, যদিও তার স্বামীর সাথে সহবাস না’ও হয়ে থাকে।

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে। সুতরাং বিবাহের পরেই এবং

স্পর্শ করার পূর্বেই যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর যদি এ বিবাহের মোহরও ধার্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী অর্ধেক মোহর পাবে। কিন্তু যদি মোহর নির্ধারিত না হয়ে থাকে তাহলে বিশেষ উপহার স্ত্রীকে দিলেই তা যথেষ্ট হবে। অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দিয়ে দাও। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩৭) অন্যত্র রয়েছে :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক প্রদান কর তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দিবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার সাধ্যানুসারে বিহিত সংস্থান (করে দিবে); সং কর্মশীল লোকদের উপর ইহাই কর্তব্য। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩৬)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) ও আবু উসাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা দু'জনে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমাইয়া বিনতে শারাহীলকে বিয়ে করেন। অতঃপর সে যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো তখন তিনি তার দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু সে যেন এটা অপছন্দ করল। তখন তিনি আবু উসাইদকে (রাঃ) হুকুম করলেন যে, তার বিদায়ের ব্যবস্থা করা হোক এবং মূল্যবান দু'খানা কাপড় তাকে প্রদান করা হোক। (ফাতহুল বারী ৯/২৬৯)

আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যদি স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারণ করা হয় এবং স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে



দেয়া হয় তাহলে তার জন্য অর্ধেক মোহর ছাড়া আর কিছুই নেই। আর মোহর ধার্য করা না হলে তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচলিত নিয়ম মারফিক প্রদান করতে হবে এবং এটাই হবে সৌজন্যের সাথে বিদায় করা। (তাবারী ২০/২৮৩)

৫০। হে নাবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে, যাদের মোহর তুমি প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি 'ফায়' হিসাবে আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সাথে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কোন মু'মিনা নারী নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে, এবং নাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্বন্ধে যা আমি নির্ধারিত

৫০. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ  
اَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ  
اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ  
عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ  
خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي  
هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاةً مُّؤْمِنَةً اِنْ  
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ  
النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ  
مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ قَدْ عَلِمْنَا مَا  
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا  
مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ

করেছি তা আমি জানি।  
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম  
দয়ালু।

عَلَيْكَ حَرْجٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَحِيمًا

## যে নারীরা রাসূলের (সাঃ) জন্য হালাল/বৈধ ছিলেন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন :  
তুমি যেসব স্ত্রীর মোহর আদায় করেছ তারা তোমার জন্য হালাল। রাসূলুল্লাহ  
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মোহর ছিল সাড়ে বারো উকিয়া, যার  
মূল্য হয় তখনকার পাঁচশ’ দিরহাম। তবে উম্মুল মু‘মিনীন হাবীবা বিন্ত অজ্জু  
সুফিয়ানের (রাঃ) মোহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে  
নাজ্জাশী (রহঃ) প্রদান করেছিলেন চারশ’ দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা)। অনুরূপভাবে উম্মুল  
মু‘মিনীন সাফিয়িয়া বিন্ত হুওয়াইর (রাঃ) মোহর ছিল শুধু তাকে আযাদী দান।  
খাইবারের ইয়াহুদীদের বন্দীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ  
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আজাদ করে বিয়ে করেন।

জুওয়াইরিয়াহ বিন্ত হারিস আল মুসতালাকিয়াহ যত অর্থের উপর মুক্তি  
লাভের জন্য চুক্তি করেছিলেন, তার সমুদয় অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম সাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন শাম্মাসকে (রাঃ) প্রদান করে তার সাথে  
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া  
সাল্লামের সমস্ত স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। এভাবেই যেসব বাঁদী গাণীমাতের মাল  
স্বরূপ তাঁর অধীনে এসেছিল তারাও তাঁর জন্য হালাল ছিল। সাফিয়িয়া (রাঃ) ও  
জুওয়াইরিয়্যার (রাঃ) মালিক হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে আযাদ করে দিয়ে বিবাহ করেছিলেন।  
রাইহানা বিনতে শামউন্ আন নায়রিয়্যাহ ও মারিয়া আল কিবতিয়্যাহরও তিনি  
মালিক ছিলেন। মারিয়ার (রাঃ) গর্ভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া  
সাল্লামের একটি সন্তানও হয়েছিল যার নাম ছিল ইবরাহীম।

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ তোমার  
চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে। বিবাহের  
ব্যাপারে নাসারা ও ইয়াহুদীদের ভিতর খুব বাড়াবাড়ি প্রচলিত ছিল।

وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

খাল্‌সে লক্‌ এবং কোন মু'মিনা নারী নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে, এবং নাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য। নাসারারা সাত পুরুষ পর্যন্ত যে পুরুষ বা স্ত্রী লোকের নসবনামা (বংশ তালিকা) পেতনা তার বিবাহ জায়িয় বলে মেনে নিতনা। ইয়াহুদীরা ভাই বা বোনের ছেলে মেয়েদেরকে বিবাহ করে নিত। ইসলাম এসে খৃষ্টানদের অতি বাড়াবাড়ি রহিত করে দিয়েছে এবং ভাতিজী ও ভাগিনীর সাথে বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া চাচার মেয়ে, ফুফুর মেয়ে, মামার মেয়ে ও খালার মেয়ের সাথে বিবাহ ইসলাম জায়িয় রেখেছে। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

খাল্‌সে লক্‌ কোন মু'মিনা নারী নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এ আদেশ দু'টি শর্তের উপর প্রযোজ্য হবে।

সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক মহিলা এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নিজেকে আপনার জন্য নিবেদন করেছি। অতঃপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি তার প্রয়োজন আপনার না থাকে তাহলে আমার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : তাকে তুমি মোহর হিসাবে দিতে পার এমন কোন জিনিস তোমার কাছে আছে কি? উত্তরে লোকটি বলল : আমার কাছে আমার এই পরিধেয় বস্ত্রটি ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : তুমি যদি তোমার পরিধেয় বস্ত্র তাকে দিয়ে দাও তাহলে তোমার পরিধানের জন্য কিছুই থাকবে না। অন্য কোন কিছু দিতে পারবে কি? লোকটি বলল : আমার কাছে আর কিছুই নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : একটি লোহার আংটি হলেও তুমি খোঁজ কর। তখন সে খোঁজ করল, কিন্তু কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন : তোমার কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে কি? লোকটি জবাব দিল : হ্যাঁ, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন : তাহলে

তুমি তাকে কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে বিয়ে করে নাও। (আহমাদ ৫/৩৩৬, ফাতহুল বারী ৯/৯৭, মুসলিম ২/১০৪০)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার পিতা থেকে বলেন যে, আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে মহিলাটি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজেকে নিবেদন করেছে সে হল খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ)। (বাইহাকী ৭/৫৫)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ সব স্ত্রী হতে আত্মগরিমায় থাকতাম যাঁরা নিজেদেরকে তাঁর নিকট নিবেদন করেছিলেন। আমি বিস্ময় বোধ করতাম যে, কেমন করে একজন মহিলা নিজেকে নিবেদন করতে পারে! অতঃপর যখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্ন লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন :

تُرْجَىٰ مَن كَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيَّٰ إِلَيْكَ مَن كَشَاءُ ۖ وَمِنْ أَتَبَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫১) তখন আমি বললাম : আপনার রাব্বতো আপনার পথ খুবই সহজ ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৫)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কোন মহিলা ছিলনা যে নিজেকে তাঁর কাছে নিবেদন করেছে। (তাবারী ২০/২৮৮) অর্থাৎ যেসব মহিলা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করেছে তাদের একজনকেও তিনি গ্রহণ করেননি, যদিও এটা তাঁর জন্য জায়য ছিল। কেননা এটা তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন :

إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ۖ

মহান আল্লাহ বলেন :

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মু‘মিনদের জন্য নয়। তবে যদি মোহর আদায় করে তাহলে জায়য হবে।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি কোন মহিলা তাকে বিয়ে করার জন্য কোন পুরুষকে প্রস্তাব দেয় তাহলে তাকে বিয়ে করা বৈধ হবেনা

এবং কোন মহিলাকে মোহর প্রদান করা ছাড়া বিয়ে করাও বৈধ হবেনা। (দুররূপ মানসুর ৬/৬৩১) মুজাহিদ (রহঃ) আশ শা'বী (রহঃ) এবং আরও অনেকের এরূপ অভিমত। (তাবারী ২০/২৮৬, ২৮৭) অন্যভাবে বলা যায় যে, যদি কোন মহিলার সাথে কারও বিয়ে হয় এবং তাদের সাথে সহবাস হয় তাহলে বিয়ের সময় মোহর ধার্য করা না হলেও তার সম মর্যাদার অন্য মহিলাকে যে পরিমান মোহর দেয়া হয় সেই পরিমান মোহর তার জন্যও ধার্য করতে হবে। যেমন বারওয়া বিন্ত ওয়াশিকের (রাঃ) ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাইসালা দিয়েছিলেন যে, তার স্বামী মারা গেলে তার মর্যাদার অন্যান্য নারীদের যে পরিমান মোহর ধার্য করা হয় সেই পরিমান অর্থ তাকেও দিতে হবে। মোহর প্রদানের ব্যাপারে স্বামীর মৃত্যু অথবা সহবাস হয়ে থাকলে একই বিধান। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য যে কোন মুসলিমের বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাবিত স্ত্রীর মর্যাদা অনুযায়ী যে মোহর প্রদান করতে হবে এটি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমের বাইরে রয়েছেন। ঐ স্ত্রী লোকদেরকে কিছু দেয়া তাঁর উপর ওয়াজিব ছিলনা। তাঁকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল যে, তিনি বিনা মোহরে, বিনা ওলীতে এবং বিনা সাক্ষীতে বিবাহ করার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন যাইনাব বিন্ত জাহাশের (রাঃ) ঘটনা। কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : কোন স্ত্রী লোকের এ অধিকার নেই যে, বিনা মোহরে ও বিনা ওলীতে সে কারও কাছে নিজেকে বিবাহের জন্য পেশ করতে পারে। এটা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই খাস ছিল। (তাবারী ২০/২৮৬) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

مُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ  
মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি। উবাই ইবন কা'ব (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইবন জারীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হল যে, এরপর থেকে কোন পুরুষ এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী রাখতে পারবেনা। (তাবারী ২০/২৯০) তবে হ্যাঁ, স্ত্রীদের ছাড়াও সে দাসীদেরকে রাখতে পারে এবং তাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই। অনুরূপভাবে মু'মিনদের জন্য ওলী, মোহর ও সাক্ষীরও শর্ত রয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের জন্য এই নির্দেশ। لَكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ

غُفُورًا رَّحِيمًا কিন্তু তাঁর জন্য এই ধরা-বাঁধা কোন বিধান নেই এবং এ কাজে তাঁর কোন দোষও নেই।

৫১। তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এই বিধান এ জন্য যে, এতে তোমাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবেনা, আর তাদেরকে তুমি যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

৫১. تُرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ  
وَتُؤَيِّىٰ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنْ  
أَبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ  
أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَحْزَبَ ۖ وَيَرْضَيْنَ  
بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلِيمًا حَلِيمًا

যে নারী রাসুলের (সাঃ) জন্য নিবেদন করেছেন তাকে বিয়ে করা  
না করার ব্যাপারে রাসূলকে (সাঃ) অনুমতি দেয়া হয়েছিল

উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) ঐ সব মহিলাদেরকে অবজ্ঞা করতেন যারা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিনা মোহরে বিয়ে করার জন্য নিবেদন করতেন। তিনি বলতেন যে, নারীরা বিনা মোহরে নিজেকে হিবা করতে লজ্জা বোধ করেনা? অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : আমি দেখছি যে, আপনার

রাব্ব আপনার চাহিদার ব্যাপারে প্রশস্ততা আনয়ন করেছেন। (আহমাদ ৬/১৫৮) ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৫)

সুতরাং বুঝা গেল যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য এই মহিলারাই। এদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা কবুল করবেন এবং যাকে ইচ্ছা কবুল করবেননা। **تُرْجِي**

**مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ** এর পরেও তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যাদেরকে তিনি কবুল করেননি তাদেরকেও ইচ্ছা করলে পরে কবুল করে নিতে পারেন।

**وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ** এই বাক্যের একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকার দেয়া হয়েছিল যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁদের মধ্যে (পালা) ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে পারতেন এবং ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারতেন। যাকে ইচ্ছা আগে করতে পারতেন এবং যাকে ইচ্ছা পরে করতে পারতেন। ইচ্ছা করলে তিনি কারও সাথে সহবাস করতে পারতেন, আবার ইচ্ছা করলে কারও সাথে নাও করতে পারতেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবু রাযিন (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সারাটি জীবন স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ আদল ও ইনসাফের সাথে (পালা) ভাগ-বাটোয়ারা করে গেছেন। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও স্ত্রীর পালার দিনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে অনুমতি চাইতেন। কিন্তু সাফিঈদের একটি অংশ এবং আরও কিছু লোক বলেন যে, স্ত্রীদের প্রতি সময় বন্টন করা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বাধ্য-বাধকতা ছিলনা। এর দলীল হিসাবে তারা এ আয়াতটি (৩০ : ৫১) পেশ করে থাকেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন : এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের কাছে (পালা বন্টনের ব্যাপারে) অনুমতি নিতেন। বর্ণনাকারী তাকে জিজ্ঞেস করেন : আপনি কি বলতেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি বলতাম : এটা যদি আমার প্রাপ্য হয়ে থাকে তাহলে আমি অন্য কেহকেও আমার উপর প্রাধান্য দিতে চাইনা। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৫)

আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে এটাও জানা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব স্ত্রীদের জন্য সমভাবে পালা বন্টন করাও তাঁর জন্য অবশ্য করণীয় ছিলনা। বর্ণনার প্রথম অংশ থেকে জানা যাচ্ছে যে, এ আয়াতটি মূলতঃ ঐ মহিলাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল যারা নিজেদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করতেন। ইবন জারীর (রহঃ) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এ আয়াতটি সাধারণ। অর্থাৎ যে নারীরা তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করেছিলেন তারা এবং যে নারীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হিসাবেই তখন বিদ্যমান ছিলেন তাদের উভয় দলের যাকে খুশি তার জন্য সময় বন্টন করে দেয়া কিংবা না দেয়া। (তাবারী ২০/৩০৪) আর এটাই উভয় বর্ণনার মধ্যে উত্তম সমন্বয় বলে মনে হচ্ছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

عَٰتَةٌ ذَٰلِكَ أَذْنٰى اَنْ تَقْرَءَ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتٰتِيَهُنَّ كُلُّهُنَّ

তোমাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবেনা, আর তাদেরকে তুমি যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। অর্থাৎ তারা যখন জানতে পারবেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পালা বন্টন যক্ষরী নয় তবুও তিনি সমতা প্রতিষ্ঠিত রাখছেন তখন তারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করবেন। তারা তাঁর ইনসাফকে মুবারাকবাদ জানাবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ

অর্থাৎ কার প্রতি কার আকর্ষণ আছে তা আল্লাহ ভালরূপেই অবগত আছেন। যেমন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (পালা) বন্টন করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا فَعَلِيْ فَيَمَّا اَمْلِكُ فَلَا تَلْمِنِيْ فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ

হে আল্লাহ! যা আমার অধিকারে ছিল তা আমি আমার সাধ্যমত করলাম, এখন যা আপনার অধিকারে আছে, কিন্তু আমার অধিকারে নেই সেজন্য আপনি আমাকে তিরস্কার করবেননা। (আহমাদ ৬/১৪৪)

চারটি সূনানের লেখকবৃন্দও এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) ‘সুতরাং যা আপনার অধিকারে আছে, কিন্তু আমার অধিকারে নেই’ এ কথা লিখার পরে আরও যোগ করেছেন : ‘এর অর্থ অন্তর’। (আবু দাউদ



২০/৬০১, তিরমিযী ৪/২৯৪, নাসাঈ ৭/৬৩, ইবন মাজাহ ১/৬৩৩) এ হাদীসের বর্ণনাধারা সহীহ এবং যাদের মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তারা সবাই বিশ্বস্ত। অতঃপর এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে :

اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ سَرَبَجْجًا, سَهْنَشِيلًا। অর্থাৎ তিনি সবকিছুই জ্ঞাত আছেন, তা যতই গোপনে অথবা গভীরে থাকুকনা কেন এবং তিনি তাঁর বান্দাদের অনেক অপরাধ দেখতে পেয়েও তাদেরকে অপরাধী না করে ক্ষমা করে দেন।

৫২। এরপর, তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

۵۲. لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

**রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীগণের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান,  
যারা তাঁর সাথে থাকাকে পছন্দ করেছিলেন**

ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইবন যায়িদ (রহঃ) এবং ইবন জারীরসহ (রহঃ) আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীরা ইচ্ছা করলে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে পৃথক হয়ে যেতে পারেন এ অধিকার তিনি তাঁদেরকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু মু‘মিনদের মায়েরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়াকে পছন্দ করেননি।

আল্লাহ সুবহানাহু এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্বন্ধিকে এবং পরকালের বাসস্থানকে তারা তাদের প্রধান উপজীব্য বলে মেনে

নেয়ায় আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি খুশি হলেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নির্দেশ দিলেন : এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয় এবং তা তোমার জন্য কোন দোষের নয়। পরে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর থেকে এই বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নিয়েছিলেন (৩৩ : ৫০) এবং তাঁকে আরও বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (আহমাদ ৬/৪১) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপরে আর কোন বিয়ে করেননি। এতদসত্ত্বেও তা না করার মধ্যে এক বড় যৌক্তিকতা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ইহসান তাঁর স্ত্রীদের উপর রয়েছে। যেমন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্তিকাল করেননি যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য স্ত্রী লোকদেরকেও তাঁর জন্য হালাল করেছেন। (তিরমিযী ৯/৭৮, নাসাঈ ৬/৫৬)

এই আয়াতের অন্য আর একটি অর্থও অনেক আলেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেন : এর উদ্দেশ্য হল : যেসব স্ত্রীলোকের বর্ণনা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে যাদেরকে তুমি মোহর প্রদান করেছ, তোমার অধীনে যে দাসীরা রয়েছে, তোমার চাচা, ফুফু, মামা, খালাদের মেয়ে এবং যারা তোমাকে বিয়ের জন্য নিবেদন করে তারা ছাড়া অন্যেরা তোমার জন্য বৈধ নয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : উবাই ইব্ন কা'বকে (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এরূপ জবাব দিয়েছিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এই আয়াতে হিজরাতকারিণী মু'মিনা নারীরা ছাড়া অন্যান্য স্ত্রী লোকদেরকে বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মু'মিনা নারীদেরকে এবং যে সমস্ত মু'মিনা নারী নিজেদেরকে বিয়ে করার জন্য নিবেদন করেন তাদেরকে ছাড়া অন্য কোন অমুসলিম মহিলাদের সাথে বিবাহ হারাম করেছেন। কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী মিশ্রিত করবে তার 'আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি সর্বজনীন। যে মহিলাদের প্রসঙ্গে এটি অবতীর্ণ হয়েছে তারা ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের

বিবাহিত নয় জন স্ত্রীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। তিনি যা বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ সালাফগণেরও অনেকে বলেছেন এবং তাদের বর্ণনার মাঝে কোন সাংঘর্ষিকতা নেই। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

তোমার স্ত্রীদের وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ  
পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। এ  
আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর  
স্ত্রীদের মধ্যে কেহকে তালাক দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য কেহকে বিয়ে করতে  
নিষেধ করেছেন। তবে দাসীদের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়নি।

৫৩।       হে       মু'মিনগণ!  
তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না  
হলে তোমরা খাদ্য প্রস্তুত  
হওয়ার আগেই আহ্বারের জন্য  
নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা। তবে  
তোমাদেরকে আহ্বান করলে  
তোমরা প্রবেশ কর এবং  
আহার শেষে তোমরা চলে  
যেও; তোমরা কথাবাত্তায়  
মশগুল হয়ে পড়না। কারণ  
তোমাদের এই আচরণ  
নাবীকে পীড়া দেয়, সে  
তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে  
সংকোচ বোধ করে। কিন্তু  
আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ  
বোধ করেননা। তোমরা তার  
স্বীদের নিকট হতে কিছু  
চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে  
চাইবে। এই বিধান তোমাদের  
ও তাদের হৃদয়ের জন্য

٥٣. يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا  
تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ  
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ  
نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ  
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا  
وَلَا مُسْتَعْسِنِينَ لِحَدِيثٍ <sup>ج</sup> إِنَّ  
ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ  
فَيَسْتَحْيِي <sup>ط</sup> مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا  
يَسْتَحْيِي <sup>ج</sup> مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا  
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ

<p>অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।</p>	<p>مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا</p>
<p>৫৪। তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।</p>	<p>٥٤. إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا</p>

### রাসূলের (সাঃ) গৃহে প্রবেশ করার আদব এবং তাঁর স্ত্রীগণকে পর্দা করার নির্দেশ

এ আয়াতে পর্দার হুকুম রয়েছে এবং আদবের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। উমারের (রাঃ) মনে উক্তি উত্থিত হওয়ার জন্য যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ওগুলির মধ্যে এটিও একটি। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : তিনটি বিষয়ে আমি আমার মহামহিমাম্বিত রাব্ব আল্লাহর আনুকূল্য লাভ করেছি। আমি বলেছিলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কেন মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানিয়ে নিচ্ছেননা? তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন :

## وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানিয়ে নাও। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৫) আমি বলেছিলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার স্ত্রীদের গৃহে সৎ ও অসৎ সবাই এসে থাকে। সুতরাং আপনি কেন তাদেরকে পর্দা করতে বলছেননা? আল্লাহ তা‘আলা তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা মর্যাদা বোধের কারণে ষড়যন্ত্র করেন তখন আমি বললাম : অহংকার করবেননা, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাদেরকে তালাক দেন তাহলে সত্ত্বরই আল্লাহ তা‘আলা আপনাদের পরিবর্তে তাঁকে আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন :

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ

যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাক্ষ সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৫) (ফাতহুল বারী ১/৬০, মুসলিম ৪/১৭৬৫) সহীহ মুসলিমে চতুর্থ আর একটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। তা হল বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে ফাইসালা সংক্রান্ত বিষয়। (মুসলিম ৪/১৭৬৫)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কাছে সৎ ও অসৎ সর্বপ্রকারের লোকই এসে থাকে। সুতরাং যদি আপনি মু‘মিনদের মায়েদেরকে পর্দার নির্দেশ দিতেন (তাহলে ভাল হত)। তখন আল্লাহ তা‘আলা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৭)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব বিন্ত জাহাশকে (রাঃ) বিয়ে করেন তখন তিনি জনগণকে ওলীমার দা‘ওয়াত করেন। তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে গল্প-গুজবে মেতে উঠে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচ্ছিলেন যে, তারা উঠে চলে যাক। কিন্তু তখনও তারা উঠলেননা। তা দেখে তিনি নিজেই উঠে গেলেন এবং কিছু লোক তাঁর সাথে সাথে উঠে চলে গেল। কিন্তু এর পরেও তিনজন লোক বসে থাকল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ীতে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দেখেন যে, তখনও লোকগুলো বসেই আছে।

এরপর তারা উঠে চলে গেল। বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন : আমি তখন এসে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। তখন তিনি এসে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সাথে যেতে লাগলাম। কিন্তু তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ফেলে দিলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا** এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৭, ১১/২৪, মুসলিম ২/১০৫০, নাসাঈ ৬/৪৩৫)

আনাস (রাঃ) হতেই অন্য বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব (রাঃ) এবং তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে জনগণকে রুটি ও গোশ্ত খেতে দিয়েছিলেন। আনাসকে (রাঃ) তিনি লোকদেরকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। এক এক দল আসছিল এবং খাবার খেয়ে চলে যাচ্ছিল। এভাবে একদল আসছিল ও খেয়ে চলে যাচ্ছিল। যখন আর কেহকেও ডাকতে বাকী থাকলনা তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দস্তুরখান উঠিয়ে নিতে বললেন। পানাহার শেষ করে সবাই চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তিনজন লোক পানাহার শেষ করার পরেও বসে বসে গল্প করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে গিয়ে আয়িশার (রাঃ) কক্ষে গেলেন। অতঃপর বললেন : হে আহলে বাইত! তোমাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রাহমাত ও তাঁর বারাকাত বর্ষিত হোক! উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বললেন : আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আপনার (নব-পরিগিতা) স্ত্রীকে কেমন পেয়েছেন? আপনাকে আল্লাহ বারাকাত দান করুন! এভাবে তিনি তাঁর সমস্ত স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং সবাই সাথে একই কথা-বার্তা হল। অতঃপর ফিরে এসে দেখলেন যে, ঐ তিন ব্যক্তি তখনো গল্পে মেতে আছে। তারা তখনও চলে যাননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের লজ্জা-শরম খুব বেশী ছিল বলে তিনি তাদেরকে কিছু বলতে পারলেননা। তিনি আবার আয়িশার (রাঃ) ঘরের দিকে চলে গেলেন। আনাস (রাঃ) বলেন : আমি জানিনা যে, লোকগুলো চলে গেছে এ খবর তাঁকে আমিই দিলাম নাকি অন্যেরা দিল। এ খবর পেয়ে তিনি ফিরে এলেন এবং এসে তাঁর এক পা দরবার চৌকাঠের উপর রাখলেন এবং অপর পা দরবার বাইরে ছিল এমন সময় তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা ফেলে দিলেন এবং ঐ সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৮৮, নাসাঈ ৬/৭৫)

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ছাড়া তাঁর ঘরে প্রবেশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। অজ্ঞতার যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগেও তারা কারও ঘরে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নিতেননা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং তাদেরকে কারও গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছেন : কোন মহিলার সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে তোমরা সাবধান থেক। (মুসলিম ৪/১৭১১) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু দেখা-সাক্ষাত করার ব্যাপারে তাঁর আদেশকে নমনীয় করেন :

আগেই আহারের জন্য নাবী-গৃহে প্রবেশ করনা। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কারও গৃহে আগেই প্রবেশ করবেনা। (তাবারী ২০/৩০৬) এর বিশ্লেষণ এভাবে করা যেতে পারে যে, খাদ্য কতখানি প্রস্তুত হয়েছে এবং আরও কত সময় লাগবে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তোমরা খাবার প্রস্তুত হওয়ার আগেই কারও গৃহে প্রবেশ করনা। কারণ আল্লাহ তা‘আলা এরূপ অভ্যাসকে পছন্দ করেননা, বরং ঘৃণা করেন। এতে এটা প্রমাণ করে যে, খাদ্য তৈরীর আয়োজন দেখার জন্য আগে-ভাগেই কারও বাড়ীতে উপস্থিত হওয়া নিষেধ। আরাবে এরূপ আগমনকারী লোকদেরকে বলা হয় ‘তাতফীল’ অর্থাৎ অযাচিত মেহমান। খাতীব আল বাগদাদী (রহঃ) এ বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেছেন এবং এই ঘৃণিত স্বভাবের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا

আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং আহার শেষে তোমরা চলে যেও। সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমার কোন ভাই যদি দা‘ওয়াত দেন তাহলে তা গ্রহণ কর, তা বিয়ের ব্যাপারে হোক অথবা অন্য কোন ব্যাপারে হোক। (মুসলিম ২/১০৫৩) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ

তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়না। এখানে ঐ তিন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যারা খাদ্য খাবার পরেও বিভিন্ন খোশ গল্প করে

অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন। এতে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুবিধা হচ্ছিল সেই দিকে তারা মোটেই মনোযোগী ছিলেননা। তাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ نাবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে তাঁর অনুমতি ছাড়া অনেকক্ষণ অবস্থান করা তাঁর জন্য কষ্টের কারণ হয়েছে এবং তাঁকে বিব্রত ও রাগান্বিত করেছে। কিন্তু লজ্জাশীলতার কারণে তিনি তাদেরকে চলে যেতেও বলতে পারছিলেননা। তাই আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর বান্দাদের কি করা উচিত সেই ব্যাপারে নাসীহাত করছেন।

وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেননা। তোমাদের এই আচরণের জন্য আদেশ করা হচ্ছে যে, এ বিষয়ে তোমরা সাবধান থাকবে। কারও অনুমতি ছাড়া তার গৃহে অধিক সময় অতিবাহিত করবেনা। অতঃপর তিনি বলেন :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাবে। কারও গৃহে প্রবেশ করার জন্য যেমন অনুমতি নিতে হবে তেমনি গৃহে প্রবেশ করার পরও গৃহবাসিনীদের দিকে তোমরা তাকাবেনা। তোমাদের কারও কোন কিছু প্রয়োজন হলে তাদের কাছে গিয়ে নয়, বরং পর্দার আড়াল থেকেই তাদের কাছে চাবে এবং গ্রহণ করবে।

**রাসূলকে (সাঃ) রাগান্বিত করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং মু‘মিনদের জন্য তাঁর স্ত্রীদেরকে অবৈধ করা হয়েছে**

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার স্ত্রীর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ (রহঃ) বলেন, তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া। এ আয়াতের ব্যাখ্যায়



ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর এক স্ত্রীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি সুফিয়ানকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করল : ঐ স্ত্রী কি আয়িশা (রাঃ)? তখন তিনি বললেন : এ রূপই লোকেরা বলে থাকে। (দুররুল মানসুর ৬/৬৪৩) কোন বর্ণনাধারা ছাড়াই ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৩১৬) সুন্দীর (রহঃ) বরাতে তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তিনি ছিলেন তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ)। তখন পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে অন্য কেহ বিয়ে করতে পারবেনা বলে কুরআনে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর এ আয়াতের ভিত্তিতে বিজ্ঞজনের সবাই ঐক্যমত পোষণ করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের কেহকে বিয়ে করা কারও জন্য বৈধ নয়। তারা যেমন ইহকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন তেমনি পরকালেও তাঁর স্ত্রী থাকবেন। তারা মুসলিম উম্মাতের মা। আল্লাহ তা‘আলা এ ধরণের বিষয়কে অত্যন্ত গুরুতরভাবে নিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তিনি বলেন :

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا  
অতঃপর তিনি আরও বলেন :

إِنْ تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا  
তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপনই রাখ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ তুমি তোমার মনের গহীনে যা‘ই লুকিয়ে রাখনা কেন, আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন। তোমরা কিছুই লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হবেনা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা মু‘মিন, ৪০ : ১৯)

৫৫। নাবী-পত্নীদের জন্য  
তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ,  
ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ,

٥٥. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ ءَابَائِهِنَّ

ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় কোন অপরাধ নেই। হে নাবীর পত্নীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সবকিছু অবলোকন করেন।

وَلَا أَبْنَاءَهُنَّ وَلَا إِخْوَنَهُنَّ وَلَا  
أَبْنَاءَ إِخْوَنَهُنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ  
وَلَا نِسَاءَهُنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُنَّ ۖ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

### যাদের সাথে মহিলাদের পর্দা করতে হবেনা

পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মহিলাদের যেসব নিকটতম আত্মীয়ের সামনে বের হলে কোন দোষ হবেনা, এ আয়াতে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা নূর বলা হয়েছে :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِي  
إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا  
عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, স্বশ্বুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। (সূরা নূর, ২৪ : ৩১)

এর পূর্ণ তাফসীর এই আয়াতের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। আশ শাবী (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন : এ আয়াতে চাচা ও মামার উল্লেখ এ

জন্যই করা হয়নি যে, সম্ভবতঃ তারা তাদের ছেলেদের সামনে এদের বিশেষ গুণাগুণ বা আচার-আচরণ বর্ণনা করবে। (তাবারী ২০/৩১৮)

وَلَا نَسَئُهُنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসী। অর্থাৎ মু'মিনা নারীদের এদের সামনে পর্দা করতে হবেনা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, স্বাভাবিক পোশাকের ব্যাপারেও তারা কোন রূপ হালকা করে বিবেচনা করবে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَأَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا আল্লাহকে ভয় কর, তিনি সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন। অতএব যিনি সব সময় দেখতে রয়েছেন তাঁর ব্যাপারে সাবধান।

৫৬। আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

۵۶. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

### রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠ করার আদেশ

সহীহ বুখারীতে আবুল আলিয়া (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করার ভাবার্থ হল তাঁর নিজ মালাইকা/ফেরেশতাদের কাছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করা। আর মালাইকার তাঁর উপর দুরূদ পাঠের অর্থ হল তাঁর জন্য দু'আ করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, তারা বারাকাতের জন্য দু'আ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২)

আবু দ্বিসা তিরমিযী (রহঃ) বলেন : সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) এবং আরও অনেক বিজ্ঞজন বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সালাত পাঠানোর অর্থ

হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ এবং মালাইকার পক্ষ থেকে সালাতের অর্থ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ও দু‘আ করা। (তিরমিযী ২/৬১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠের নির্দেশ সম্পর্কে বহু মুতাওয়াতির হাদীস এসেছে। ওগুলির মধ্যে আমরা কিছু কিছু বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ। তাঁরই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহঃ) কা‘ব ইব্ন উযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, জিজ্ঞেস করা হয় : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে সালাম করাতো আমরা জানি। কিন্তু আপনার উপর সালাত বা দুরূদ পাঠ কেমন? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা বল :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯২)

আর একটি হাদীস : ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আবী লাইলাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কা‘ব ইব্ন উযরাহ (রাঃ) তার কাছে এলেন এবং বললেন : আমি কি তোমাকে একটি উপহার প্রদান করবনা? একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন এবং আমরা তাকে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা জানি যে, কিভাবে আপনাকে সালাম দিতে হয়, কিন্তু কিভাবে আমরা আপনার প্রতি সালাত পাঠাব? তিনি বললেন :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ  
عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

অন্য হাদীস : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা আপনার উপর সালাম, কিন্তু আপনার উপর আমরা দুরূদ পাঠ করব কিভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা বল :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ  
وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর, যেমন দুরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর এবং বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর। আবু সালিহ (রহঃ) লাইস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন :

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ

মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের প্রতি, যেমন আপনি অনুগ্রহ করেছেন ইবরাহীমের পরিবারের প্রতি।

ইবরাহীম ইব্ন হামযাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবী হাযিম (রহঃ) এবং দারওয়াদী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াযীদ (রহঃ) অর্থাৎ ইবনুল হা’দ বলেন :

كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  
بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ آلِ اِبْرٰهِيْمَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ  
وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى  
الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

হে আল্লাহ! আপনি দুরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরের উপর যেমন আপনি দুরূদ বর্ষণ করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর, এবং আপনি বারাকাত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি বারাকাত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের বংশধরের উপর সারা বিশ্বজগতে, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। আর সালামতো তেমনই যেমন তোমরা জান। (মুসলিম ১/৩০৫, আবু দাউদ ১/৬০০, নাসাঈ ৬/৪৩৬, তিরমিযী ৯/৮৪, ইব্ন জারীর ২০/৩২১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।

### দু‘আ চাওয়ার পূর্বে রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠ করা

ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, হাদীসটি সহীহ। এ ছাড়া ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম ইব্ন খুযাইমাহ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ তাদের সহীহ গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ফাযালাহ ইব্ন উবাইদ (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে তার সালাতে দু‘আ করতে শুনতে পান, যে দু‘আয় সে আল্লাহর প্রশংসা করেনি এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদও পাঠ করেনি। তখন তিনি বললেন : এ লোকটি খুব তাড়াহুড়া করল। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে অথবা অন্য কেহকে বললেন : তোমাদের কেহ যখন দু‘আ করবে তখন যেন প্রথমে মহামহিমাবিত আল্লাহর প্রশংসা করে ও তাঁর উপর সানা পাঠ করে, তারপর যেন নাবীর উপর দুরূদ পাঠ করে। অতঃপর যা ইচ্ছা করে তাই যেন সে চায়। (আহমাদ ৬/১৮, আবু দাউদ ২/১৬২, তিরমিযী ৯/৪৫০, নাসাঈ ৩/৪৪, ইব্ন খুযাইমাহ ১/৩৫১, ইব্ন হিব্বান ৩/৩০৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।

### রাসূলের (সাঃ) প্রতি দুরূদ পাঠানোর ফাযীলাত

উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠতেন ও বলতেন : হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর! প্রথম প্রকম্পন সমাসন্ন এবং ওকে অনুসরণকারীও নিকটবর্তী। মৃত্যু তার মধ্যস্থিত ভয়াবহতা নিয়ে চলে আসছে, মৃত্যু তার মধ্যস্থিত ভয়াবহতা নিয়ে চলে

আসছে। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) তখন বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার উপর অনেক দুরূদ পাঠ করে থাকি। বলুন তো, আমি আমার সালাতের (দু'আ/যিকরে) কত অংশ আপনার উপর দুরূদ পাঠে ব্যয় করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : তুমি যা চাবে। তিনি বললেন : এক চতুর্থাংশ? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন : তুমি যা ইচ্ছা করবে। তবে তুমি যদি বেশী সময় ব্যয় কর তাহলে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। উবাই (রাঃ) বললেন : তাহলে অর্ধেক? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তুমি যা চাবে, তবে তুমি যদি বেশী কর তখন তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। উবাই (রাঃ) বললেন : তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন : তুমি যা ইচ্ছা করবে। তবে যদি তুমি বেশী কর তা তোমার জন্য হবে কল্যাণকর। তখন উবাই (রাঃ) বললেন : তাহলে কি আমার যিকরের সমস্ত সময়ই আমি আপনার উপর দুরূদ পাঠে কাটিয়ে দিব। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তাহলে আল্লাহ তোমাকে সমস্ত চিন্তা ও দুর্ভাবনা হতে রক্ষা করবেন এবং পাপ ক্ষমা করে দিবেন। (তিরমিযী ৭/১৫২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

**আর একটি হাদীস :** ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তাঁকে খুব হাসি খুশি দেখাচ্ছিল। তারা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে আজ খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে! তিনি বললেন : আজ আমার কাছে মালাক এসেছিলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মাদ! আপনি কি এতে খুশি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তাকে দশটি প্রতিদান (সোওয়াব) দিবেন। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার সালাম পাঠাবে আল্লাহ তাকে দশটি সালাম পাঠাবেন। (আহমাদ ৪/৩০, নাসাই ৩/৪৪)

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবু তালহা আনসারী (রাঃ) বলেন : একদিন ভোরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব খোশ মেজাজে ও আনন্দিত দেখা গেল। তারা জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আপনাকে খুব আনন্দ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে? তিনি বললেন : তোমরা ঠিকই ধরেছ। আমার রবের পক্ষ থেকে এই মাত্র একজন মালাক আমার কাছে এলেন এবং বললেন : আপনার উম্মাতের যে ব্যক্তি



আপনার প্রতি একবার দুরূদ পাঠাবে আল্লাহ তার আমলনামায় দশটি উত্তম আমল লিখে রাখবেন, দশটি খারাপ আমল মুছে ফেলবেন, তার মর্যাদা দশগুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং তার দুরূদের অনুরূপ সম্ভাষণ তিনি তার প্রতি প্রেরণ করবেন। (আহমাদ ৪/২৯) এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেননি।

**আর একটি হাদীস :** আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার জন্য একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি দশবার অনুগ্রহ পাঠাবেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। এ বিষয়ে আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ), আমীর ইব্ন রাবীয়াহ (রাঃ), আম্মার (রাঃ), আবু তালহা (রাঃ), আনাস (রাঃ) এবং উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) হতেও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ১/৩০৬, আবু দাউদ ২/১৮৪, তিরমিযী ২/৬০৮, নাসাঈ ৩/৫০)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ কর, কেননা এটা তোমাদের যাকাত। আর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসিলা যাপ্ত কর। এটা জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জায়গা। ওটা একজন লোকই শুধু লাভ করবে। আমি আশা করি যে, ঐ লোকটি হব আমিই। (আহমাদ ২/৩৬৫, মুসলিম ৩৮৪)

**অন্য হাদীস :** হুসাইন ইব্ন আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ঐ ব্যক্তি বখীল বা কৃপণ যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হয় অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনা। (আহমাদ ১/২০১, তিরমিযী ৯/৫৩১)

**আর একটি হাদীস :** আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করেনা। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলা-মলিন হোক যার উপর রামাযান মাস অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ তার পাপ ক্ষমা হলনা। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক যে তার মাতা-পিতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ (তাদের খিদমাত করে) সে জান্নাতের যোগ্যতা অর্জন করতে পারলনা। (তিরমিযী ৯/৫৩০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

## কখন রাসুলের (সাঃ) প্রতি দুরুদ পাঠাতে হবে

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বহুবার দুরুদ পাঠের নির্দেশ এসেছে। যেমন আযান সম্পর্কে হাদীসে এসেছে : আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যখন তোমরা মুআযযিনকে আযান দিতে শোন তখন সে যা বলে তোমরাও তাই বল। অতঃপর আমার উপর দুরুদ পাঠ করবে। কেননা যে আমার উপর একবার দুরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার উপর দশটি রাহমাত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাপণ করবে। নিশ্চয়ই ওটা জান্নাতের এমন একটি স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা ছাড়া আর কেহ পাবার যোগ্যতা অর্জন করবেনা। আর আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলা যাপণ করবে তার জন্য আমাকে শাফাআ‘ত করার অনুমতি দেয়া হবে। (আহমাদ ২/১৬৮, মুসলিম ১/২৮৮, আবু দাউদ ১/৩৫৯, তিরমিযী ১/৮৩, নাসাঈ ২/২৫)

মাসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মাসজিদ হতে বের হওয়ার সময় দুরুদ পাঠ করতে হবে। কেননা এরূপ হাদীস রয়েছে যা ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ফাতিমা (রাঃ) বিন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তিনি দুরুদ পাঠ করতেন, তারপর বলতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রাহমাতের দরযাগুলি খুলে দিন। আর যখন মাসজিদ হতে বের হতেন তখনও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ করতেন, তারপর বলতেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

হে আল্লাহ! আমার পাপগুলো ক্ষমা করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহের দরযাগুলি খুলে দিন! (আহমাদ ৬/২৮২)

জানায়ার সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়তে হবে। সুন্নাত তরীকা এই যে, প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে, দ্বিতীয় তাকবীরে পড়তে হবে দুরুদ, তৃতীয় তাকবীরে মৃতের জন্য দু‘আ করতে হবে এবং চতুর্থ তাকবীরে পাঠ করতে হবে :

## اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

হে আল্লাহ! এর পুণ্য হতে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেননা এবং এর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলবেননা।

আশ শাফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের এক ব্যক্তি আবু উমামাহ ইব্ন সাহল ইব্ন হুনাইফকে (রহঃ) বলেন : জানাযার সালাতের সুন্নাতী তরীকা হল : ইমাম তাকবীর পাঠ করে আস্তে আস্তে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ করবেন। অতঃপর মৃতের জন্য আন্তরিকতার সাথে দু‘আ করবেন এবং এসব তাকবীরের পর কুরআন থেকে কোন কিছু পাঠ করবেননা। তারপর চুপে চুপে সালাম ফিরাবেন। (নাসাঈ ৪/৭৫) সঠিক মতামত হচ্ছে এই যে, সাহাবীগণের মধ্য থেকে যেহেতু এটি বর্ণিত হয়েছে তাই এটি মারফু হাদীসের দাবীদার।

এটাই সাব্যস্ত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ করার পর অন্যান্য দু‘আ পাঠ করে সালাত শেষ করতে হবে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন : দু‘আ আসমান ও যমীনের মাঝে আবদ্ধ থাকে যে পর্যন্ত না তুমি তোমার নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ কর। (তিরমিযী ২/৬১০)

মুয়ায ইব্ন হারিস (রহঃ) আবু কুবরাহ (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) হতে, তিনি উমারের (রাঃ) বরাতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রায়ীন ইব্ন মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর কিতাবে মারফু’রূপে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দু‘আ আসমান ও যমীনের মাঝে আবদ্ধ থেকে যায় যে পর্যন্ত না আমার উপর দুরুদ পাঠ করা হয়। তোমরা আমাকে অতিরিক্ত পানির পাত্রের মত বিবেচনা করনা। তোমরা দু‘আর প্রথমে, শেষে ও মধ্যে আমার উপর দুরুদ পাঠ করবে। (জামি’ আল উসূল ৪/১৫৫) দু‘আ কুনূতে দুরুদ পাঠের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

হাসান ইব্ন আলী (রাঃ) বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি কালেমা শিখিয়ে দিয়েছেন যা বিত্বের সালাতে আদায় করে থাকি। সেগুলি হল :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِیْمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِيْ فِیْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِيْ فِیْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِيْ فِیْمَا اَعْطَيْتَ وَ قِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَ اِنَّكَ تَقْضِيْ

وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُزُ مَنْ عَادَيْتَ  
تَبَرَّكَتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন তাদের সাথে আমাকেও হিদায়াত দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপদে রেখেছেন তাদের মধ্যে আমাকেও নিরাপদে রাখুন, যাদের আপনি কর্ম সম্পাদন করেছেন তাদের মধ্যে আমারও কর্ম সম্পাদন করুন, আমাকে আপনি যা দিয়েছেন তাতে আমার জন্য বারাকাত দান করুন, আপনি যে অমঙ্গলের ফাইসালা করেছেন তা হতে আমাকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ফাইসালা করেন এবং আপনার উপর ফাইসালা করা হয়না। নিশ্চয়ই যাকে আপনি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন সে লাঞ্ছিত হয়না এবং যার সাথে আপনি শত্রুতা রাখেন সে সম্মান লাভ করেনা। হে আমাদের রাব্ব! আপনি কল্যাণময় এবং সমুচ্চ। সুনান নাসাঈতে এর পরে রয়েছে :

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ দুরূদ নাযিল করুন। (আহমাদ ১/১৯৯, আবু দাউদ ২/১৩৩, তিরমিযী ২/৫৬২, নাসাঈ ৩/২৪৮, ইব্ন মাজাহ ১/৩৭২, ইব্ন খুযাইমাহ ২/১৫১, ইব্ন হিশাম ২/১৪৮, হাকিম ৩/১৭২)

জুমু‘আর রাতে (বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে) ও দিনে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে। আউস ইব্ন আউস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সর্বোত্তম দিন হল জুমু‘আর দিন। এ দিনই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়, এই দিনই তাঁর রুহ কবয করা হয়। এই দিইে শিক্ষায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনই সবাই অজ্ঞান হবে। সুতরাং তোমরা এই দিন খুব বেশী বেশী আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। তোমাদের দুরূদ আমার উপর পেশ করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন : আপনাকেতো যমীনে দাফন করে দেয়া হবে, সুতরাং এমতাবস্থায় কিভাবে আমাদের দুরূদ আপনার উপর পেশ করা হবে? উত্তরে তিনি বলেন : আল্লাহ তা‘আলা যমীনের উপর নাবীদের দেহকে ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। (আহমাদ ৪/৮, আবু দাউদ ১/৬৩৫, নাসাঈ ৩/৯১, ইব্ন মাজাহ ১/৫২৪, ইব্ন খুযাইমাহ ৩/১১৮, ইব্ন হিব্বান ২/১৩২, নাবী (আযকার) ৯৭) ইব্ন খুযাইমাহ (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

<p>৫৬। আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।</p>	<p>৫৬. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا</p>
<p>৫৭। যারা আল্লাহ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।</p>	<p>৫৭. إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا</p>
<p>৫৮। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।</p>	<p>৫৮. وَالَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا</p>

## আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাঃ) যে রাগান্বিত করে সে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত

যারা আল্লাহর আহকামের বিরোধিতা করে, তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বিরত না থেকে তাঁর অবাধ্যতায় চরমভাবে লিপ্ত থাকে এবং এভাবে তাঁকে অসম্মত করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধমক দিচ্ছেন ও ভয় প্রদর্শন করছেন। তাছাড়া তারা

তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নানা প্রকারের অপবাদ দেয়। তাই তারা অভিশপ্ত ও শাস্তির যোগ্য। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা যারা মূর্তি/প্রতিমা তৈরী করে কিংবা ছবি আঁকে কিংবা ছবি তোলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২০/৩২২)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যুগকে গালি দেয়, অথচ যুগতো আমিই। আমিই রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন আনয়ন করি। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৭, মুসলিম ৪/১৭৬২)

ভাবার্থ এই যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা বলত : ‘হায়, হায়! কি যুগ এলো! খারাপ যুগের কারণেই আমাদের এ অবস্থা হল! এভাবে আল্লাহর কাজকে যুগের উপর চাপিয়ে দিয়ে যুগকে গালি দেয়। ফলে যুগের যিনি পরিবর্তনকারী প্রকারান্তরে তাঁকেই গালি দেয়া হল। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : সাফিয়াহ বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাবকে (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করেন তখন কতগুলো লোক সমালোচনা শুরু করে দিয়েছিল। তখন আল্লাহ সুবহানাহ **إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২০/৩২৩) তবে আয়াতটি সাধারণ। যে কোন দিক দিয়েই যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে সেই এই আয়াতের মর্মমূলে অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্ৰাপ্ত হবে। কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার অর্থ আল্লাহকেই কষ্ট দেয়া।

### অপবাদকারীদের প্রতি হুশিয়ারী

মহান আল্লাহ বলেন : **وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا** মু‘মিন পুরুষ ও মু‘মিন নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। আল্লাহ তা‘আলার এই শাস্তির প্রতিজ্ঞার মধ্যে প্রথমে কাফিরেরা शामिल ছিল, পরে রাফেযী এবং শীআ‘রাও এর অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঐ সাহাবীগণের (রাঃ) দোষ অন্বেষণ করত, অথচ আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, তিনি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি সন্তুষ্ট। কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রশংসা ও স্তুতি বিদ্যমান

রয়েছে। কিন্তু এই নির্বোধ ও স্থূল বুদ্ধির লোকেরা তাঁদের মন্দ বলে ও তাঁদের নিন্দা করে। তারা তাদেরকে এমন দোষে দোষারোপ করে যে দোষ তাদের মধ্যে মোটেই ছিলনা। সত্য কথা এই যে, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের অন্তর উল্টে গেছে। এ জন্যই তাদের জিহ্বাও উল্টে গেছে। ফলে তারা তাদের দুর্নাম করছে যারা প্রশংসার যোগ্য, আর যারা নিন্দার পাত্র তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গীবত কি? উত্তরে তিনি বলেন : তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন আলোচনা, যা শুনলে সে অসম্ভব হবে। আবার প্রশ্ন করা হল : আমি আমার ভাই সম্পর্কে যা বলি তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থাকে (তাহলেও কি ওটা গীবত হবে)? জবাবে তিনি বললেন : তুমি তোমার ভাই সম্বন্ধে যা বললে তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থাকে তাহলেইতো তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি তার সম্বন্ধে যা বললে তা যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলেতো তুমি তাকে অপবাদ দিলে। (আবু দাউদ ৫/১৯২, মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ৬/৬৩)

৫৯। হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মু'মিনা নারীদেরকে বল : তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৯. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلْاَزْوَاجِكَ  
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ  
يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ  
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

৬০। মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল

৬০. لِّئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُتَنَفِقُونَ  
وَالَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ  
وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ

করব; এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে -	لَنُغَرِّبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا
৬১। অভিশপ্ত হয়ে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।	٦١. مَلْعُونِينَ ۖ أَيُّنَمَا تُقْفُوا أَخِذُوا وَقْتُوا تَقْتِيلًا
৬২। পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা।	٦٢. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

### পর্দা করার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন : তুমি মু‘মিনা নারীদেরকে বলে দাও, বিশেষ করে তোমার স্ত্রীদেরকে ও তোমার কন্যাদেরকে, কারণ তারা সারা দুনিয়ার মহিলাদের জন্য আদর্শ স্থানীয়া, উত্তম মর্যাদার অধিকারিণী, তারা যেন চাদর দিয়ে নিজেদের সারা দেহ আচ্ছাদিত করে নেয়, যাতে তাদের এবং জাহিলিয়াত যুগের নারী ও দাসীদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

‘যিলবাব’ ঐ চাদরকে বলা হয় যা মহিলারা তাদের দো-পাটীর উপর পরে থাকে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ), উবাইদাহ (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল যাওহারী (রহঃ) বলেন : যিলবাব হল যা পোশাকের উপর আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা মুসলিম নারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন : তারা যখন কোন কাজে বাড়ীর বাইরে



যাবে তখন যেন তারা তাদের চাদর (যিলবাব) মুখের নীচে টেনে দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়। শুধুমাত্র একটি চোখ খোলা রাখবে। (তাবারী ২০/৩২৪)

মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেন : আমি উবাদাহ আস সালমানীকে (রহঃ) **يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ** তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় - এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার মাথা এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলে শুধু বাম চোখ খোলা রেখে দেখিয়ে দিলেন। (তাবারী ২০/৩২৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

**ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ** এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উতাজ্ঞ করা হবেনা। তারা যদি এরূপ করে তাহলে লোকেরা বুঝতে পারবে যে, তারা মুসলিম এবং স্বাধীনা নারী, তারা দাসী নয় এবং বেশ্যাও নয়। মহান আল্লাহ বলেন :

**وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** জাহিলিয়াতের যুগে বেপর্দাভাবে চলার যে প্রচলন ছিল, তা পরিত্যাগ করে যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশের উপর আমলকারী হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। যেহেতু তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

### মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ঐ সমস্ত মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করছেন যারা মুখে ঈমান আনার কথা বলে বেড়ায়, কিন্তু তারা অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করে। **وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ** এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ব্যভিচারের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৩২৬) **وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ** এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে। অর্থাৎ যারা বলে যে, শত্রুরা আমাদের এলাকায় আসার পর থেকে যুদ্ধ এবং অশান্তি শুরু হয়েছে তাদের এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য এবং এটা তাদের মনগড়া কথা। তারা যদি এরূপ বলা ত্যাগ না করে এবং সত্যের পথে ফিরে না আসে তাহলে **لَنُعَذِّبَنَّكَ بِهِمْ** আমি অবশ্যই তোমাকে তাদের উপর প্রবলতর করব। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : আমি তোমাকে তাদের উপর ক্ষমতাশালী করব।

(তাবারী ২০/৩২৮) কাতাদাহ (রহঃ) অর্থ করেছেন : তোমাকে আমি তাদের বিরুদ্ধে উদ্বীণ করব। (তাবারী ২০/৩২৮) সুদী (রহঃ) অর্থ করেছেন : তাদের ব্যাপারে আমি তোমাকে জানিয়ে দিব। অতঃপর বলা হয়েছে :

ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا

এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। অর্থাৎ তাদেরকে আর খুব অল্প সময়ই মাদীনায থাকতে দেয়া হবে। এবং হয়েছিলও তাই। এ আয়াত নাযিলের পর মাত্র কয়েক দিন তারা মাদীনায থাকতে পেরেছিল। তাদের মুনাফিকীর কারণে তারা মুসলিমদের রোযানলে পতিত হয় এবং আল্লাহর আদেশে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন :

পূর্বে যারা سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا গত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। হে নাবী! তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা।

৬৩। লোকেরা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল : এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে। তুমি এটা কি করে জানবে যে, সম্ভবতঃ কিয়ামাত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে?

٦٣. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

৬৪। আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।

٦٤. إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

<p>৬৫। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা।</p>	<p>٦٥. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا</p>
<p>৬৬। যেদিন তাদের মুখ-মন্ডল আশুনে উলট পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে : হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম!</p>	<p>٦٦. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ</p>
<p>৬৭। তারা আরও বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।</p>	<p>٦٧. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ</p>
<p>৬৮। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত।</p>	<p>٦٨. رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِّهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا</p>

## আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা কবে কিয়ামাত হবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, লোকেরা তাঁকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেও তাঁর সেই সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। সূরা আ‘রাফেও এই বর্ণনা আছে এবং এই সূরায়ও রয়েছে। সূরা আ‘রাফ মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মাদীনায়। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কিয়ামাতের সঠিক জ্ঞান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিলনা।

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا তবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে এটুকু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কিয়ামাত অতি নিকটবর্তী। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন :

أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার, ৫৪ : ১) অন্যত্র তিনি আরও বলেন :

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১) অন্যত্র বলেন :

أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ : ১)

## কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ, উহার ব্যাপ্তি এবং তাদের আবেদন নাকচ

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন অর্থাৎ তাদেরকে স্বীয় রাহমাত হতে দূর করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য (পরকালে) প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلْيَةً وَلَا نَصِيرًا তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। অর্থাৎ সেখান হতে তারা বের হতেও পারবেনা এবং নিষ্কৃতিও লাভ করবেনা। সেখানে তাদের অভিযোগ শোনার মত কেহ থাকবেনা। সেখানে তাদের জন্য এমন কোন বন্ধু-বান্ধব থাকবেনা যারা তাদেরকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে কিংবা ঐ কঠিন বিপদ হতে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ

তাদেরকে উল্টামুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা সেদিন আফসোস করে

বলবে : হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আল্লাহকে মানতাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানতাম! যেমন আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন :

وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا

যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে : হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎ পথ অবলম্বন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকেতো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর; শাইতান মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৭-২৯) মহামহিমাবিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত! (সূরা হিজর, ১৫ : ২) অতঃপর মহামহিমাবিত আল্লাহ এখানে ঐ কাফিরদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ

হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। সুতরাং হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে আপনি দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। একতো এই কারণে যে, তারা নিজেরা কুফরী করেছে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমাদের সর্বনাশ সাধন করেছে। আর তাদেরকে মহাঅভিসম্পাত দিন!

আবুল কাসিম আল তাবারানী (রহঃ) আবু রাফী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলীর (রাঃ) সাথে দ্বৈত যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের একজনের নাম ছিল হাজ্জাজ ইব্ন আমর ইব্ন গাজীয়াহ। সে হল ঐ ব্যক্তি যার সাথে দেখা হলে বলেছিল : হে আনসারেরা! আমরা যখন আমাদের প্রভুর কাছে উপস্থিত হব তখন কি তোমরা বলবে :

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنَا كَبِيرَا

হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত।

৬৯। হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।

٦٩. يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا

### মূসার (আঃ) ব্যাপারে ইয়াহুদীদের অসত্যারোপ

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মূসা (আঃ) একজন বড় লজ্জাবান লোক ছিলেন। অত্যধিক লজ্জার কারণে তিনি নিজের দেহের কোন অংশ কারও সামনে নগ্ন করতেননা। বানী ইসরাঈল তাঁকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করল। তারা গুজব রটিয়ে দিল যে, তাঁর দেহে শ্বেত-কুষ্ঠের দাগ রয়েছে অথবা এক শিরার কিংবা অন্য কোন রোগ রয়েছে যে কারণে তিনি এভাবে তাঁর দেহকে ঢেকে রাখেন।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উপর থেকে এই খারাপ ধারণা দূর করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। একদা তিনি নির্জনে নগ্ন অবস্থায় গোসল করছিলেন। একটি পাথরের উপর তাঁর পরনের কাপড় রেখে দিয়েছিলেন। গোসল শেষ করে তিনি কাপড় নিতে যাবেন এমন অবস্থায় পাথরটি তার পরিধানের কাপড়সহ দূরে সরে গেল। তিনি তাঁর লাঠিটি নিয়ে পাথরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পাথরটি দৌড়াতেই থাকল। তিনিও হে পাথর! আমার কাপড়, আমার কাপড় বলে চীৎকার করতে করতে পাথরের পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করলেন। বানী ইসরাঈলের একটি

দল এক জায়গায় বসেছিল। যখন তিনি লোকগুলোর কাছে পৌঁছেন তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে পাথরটি সেখানে থেমে গেল। তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন। বানী ইসরাঈল তাঁর সমস্ত শরীর দেখে নিল। যে গুজব তারা শুনেছিল তা থেকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে (আঃ) মুক্ত করে দিলেন। রাগে মূসা (আঃ) পাথরের উপর তাঁর লাঠি দ্বারা তিনবার বা চারবার অথবা পাঁচবার আঘাত করেছিলেন। আল্লাহর শপথ! ঐ পাথরের উপর তাঁর লাঠির দাগ পড়ে গিয়েছিল। এই بُرَأْتُ বা মুক্ত করার কথাই এই আয়াতে বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৫০২)

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের মধ্যে গাণীমাতের মাল বন্টন করেন। আনসারগণের একটি লোক বলল : এই বন্টন আল্লাহর সম্ভষ্টির জন্য করা হয়নি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন : ওরে আল্লাহর শত্রু! আমি অবশ্যই তোমার এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিব। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা জানিয়ে দিলেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর তিনি বলেন : আল্লাহ মূসার (আঃ) উপর সদয় হোন! তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তথাপি তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। (আহমাদ ১/৩৮০, বুখারী ৩৪০৫, মুসলিম ১০৬২) ঘোষিত হচ্ছে :

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : তাঁর দু'আ মহান আল্লাহর নিকট গৃহিত হত। (বাগাবী ৩/৫৪৫) সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি তাঁর ভাইয়ের নাবুওয়াতের জন্য দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট তা'ও গৃহিত হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন :

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারুনকে, নাবীরূপে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৩)

৭০। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

۷۰. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا

اَللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

৭১। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

۷۱. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

### মু'মিনদেরকে তাকওয়া অবলম্বন এবং সত্য কথা বলার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁকে ভয় করার হিদায়াত করছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন যে, তারা যেন তাঁর ইবাদাত এমনভাবে করে যেন তারা তাঁকে দেখছে এবং তারা যেন সত্য ও সঠিক কথা বলে। তাদের কথায় যেন কোন বক্রতা কিংবা প্যাঁচ না থাকে। যখন তারা অন্তরে তাকওয়া পোষণ করে এবং মুখে সত্য কথা বলে তখন এর বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করেন। তাদের পিছনের সমস্ত পাপ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আর ভবিষ্যতেও ক্ষমার সুযোগ দান করেন, যেন পাপ বাকী রয়ে না যায়।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যই হল সত্যিকারের সফলতা। এর মাধ্যমেই মানুষ জাহান্নাম হতে দূরে থাকে এবং জান্নাতের নিকটবর্তী হয়।

৭২। আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ওতে শংকিত হল, কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল; সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।

۷۲. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا



৭৩। পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۷۳. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ  
وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ  
وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

### কিভাবে মানুষ আমানাতের খিয়ানাত করে

আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে اَمَانَتٌ অর্থ হল اطَاعَتْ বা আনুগত্য। এটা আদমের (আঃ) উপর পেশ করার পূর্বে যমীন, আসমান ও পাহাড়ের উপর পেশ করা হয়। তারা সবাই এই বিরাট দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে। তখন মহা মহিমাম্বিত আল্লাহ ওটা আদমের (আঃ) সামনে পেশ করেন এবং বলেন : ওরা সবাই অস্বীকার করেছে, এখন তুমি কি বলবে বল। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেন : এতে যা রয়েছে তা যদি তুমি মেনে চল তাহলে তুমি সাওয়াব লাভ করবে ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। আর যদি অমান্য কর তাহলে শাস্তি পাবে। তখন আদম (আঃ) বললেন : আমি এ দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত আছি। তাই এখানে বলা হয়েছে :

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আল আমানাহ বলতে ফারায়েজের জ্ঞান বুঝিয়েছেন। আকাশ, পৃথিবী এবং পাহাড়কে আমানাতের দায়িত্ব নেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তারা যদি ওর হুক আদায় করতে পারে তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে এবং হুক আদায় করায় ত্রুটি করলে শাস্তি পেতে হবে। তাদের কেহই ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। এর অর্থ

এই নয় যে, আমানাতের হক আদায় না করার ব্যাপারে আগে থেকেই তাদের মনে অপরাধ করার ইচ্ছা বাসা বেঁধে ছিল। বরং তাদের মনে এই ভয় ছিল যে, তাদেরকে যে দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে তা যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হক আদায় করে চলতে না পারে তাহলে যে শাস্তি পেতে হবে তা তাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবেনা। অতঃপর তিনি আদমকে (আঃ) প্রস্তাব করলে আদম (আঃ) সব শর্তসহ তা মেনে নেন।

এ কথাই **وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا** এ আয়াতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর নির্দেশনাকে খুব কম গুরুত্ব দিয়েই বুঝেছিলেন। (তাবারী ২০/৩৩৭) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আরও অনেকে *আল আমানাহ* বলতে ফারাসেয়কেই বুঝাতেন। (তাবারী ২০/৩৩৭) অন্যেরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আনুগত্যতা। আল আমাশ (রহঃ) আবুদ দুহা (রহঃ) থেকে, তিনি মাশরুক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেন : *আমানাহ*র একটি অর্থ হচ্ছে মহিলাদের সতীত্বকে তাদের কাছে আমানাত হিসাবে রাখা হয়েছে। (তাবারী ২০/৩৩৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : আমানাত হচ্ছে ধর্ম, ফারয আমলসমূহ এবং নির্ধারিত শাস্তিসমূহ। (তাবারী ২০/৩৩৯) মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যাসিদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : আমানাত হল তিনটি বিষয়। সালাত, সিয়াম এবং স্ত্রী সহবাসের পর পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করা।

উপরোক্ত মতামতের ব্যাপারে আসলে কোন ভিন্নতা নেই। সব মতামতেই এটা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমানাত হল এমন একটি বিষয় যা পালন করার অর্থ হল কোন কোন বিষয় মেনে চলা এবং যে ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে দূরে থাকা। যারা এ বিষয়সমূহ মেনে চলবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার এবং যারা মেনে চলবেনা তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। শারীরিকভাবে দুর্বল, অজ্ঞ এবং ন্যায়-পরায়ণ না হওয়া সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে আমানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অবশ্য আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তার জন্য তিনি এটা সহজ করে দেন। আমরাও আল্লাহর কাছে আমানাতের হক আদায় করার ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছি।

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে দু’টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটির বাস্তবতা আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। প্রথমটি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমানাত মানুষের অন্তরের

মধ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং তারা এখন কুরআন এবং হাদীস থেকে জানতে পারছে। অতঃপর তিনি আমানাত উঠে যাওয়া সম্পর্কে আমাদেরকে বলেন : মানুষ ঘুমিয়ে যাবে, এমতাবস্থায় তার অন্তর হতে আমানাত উঠে যাবে। কিন্তু এমন একটি দাগ তার পায়ে থেকে যাবে যা দেখে মনে হবে যেন কোন জ্বলন্ত কাঠ তার পায়ে লেগে আছে এবং এর ফলে ফোঁসকা পড়ে গেছে। অতঃপর তিনি একটি কংকর নিয়ে নিজ পায়ে চেপে ধরে লোকদেরকে তা দেখিয়ে বলেন : তুমি দেখতে পাবে যে, ওটা বেশ উঁচু হয়ে আছে। কিন্তু তার ভিতরে কিছুই থাকবেনা। জনগণ লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয় করতে থাকবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ঈমানদার থাকবেনা। এমন কি বলা হবে যে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানাতদার লোক রয়েছে এবং এতদূর পর্যন্ত বলা হবে যে, এ লোকটি কতই না জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ! অথচ তার মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবেনা।

অতঃপর হুযাইফা (রাঃ) বলেন : দেখ, ইতোপূর্বে আমি অনেককেই ধার-কর্জ দিতাম এবং অনেকের নিকট হতে ধার নিতাম। কেননা সে মুসলিম হলেতো আমার প্রাপ্য আমাকে দিয়ে যাবে। আর সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হলে ইসলামী শাসন তার নিকট হতে আমাকে আমার প্রাপ্য আদায় করিয়ে দিবে। কিন্তু বর্তমানে আমি শুধু অমুক অমুককে ধার-কর্জ দিয়ে থাকি এবং বাকী সবাইকে ধার দেয়া বন্ধ করে দিয়েছি। (আহমাদ ৫/৩৮৩, ফাতহুল বারী ১১/৩৪১, মুসলিম ১/১২৬)

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন চারটি জিনিস তোমার মাঝে থাকবে তখন সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই। সেগুলি হল : আমানাত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, চরিত্র ভাল হওয়া এবং পরিমিত খাদ্যাভাস। (আহমাদ ২/১৭৭)

## আমানাতের হক আদায় করার প্রতিদান

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন। অর্থাৎ যেহেতু আদম সন্তান আমানাতের হক আদায় করার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তাই তাদের মধ্যের যে সমস্ত নারী-পুরুষ আমানাতের হক আদায় করবেনা, মুনাফিকী করবে, যারা শাস্তির ভয়ে লোকদের

কাছে তাদের ঈমান আছে বলে মিথ্যা কথা বলে বেড়াবে, অথচ তাদের অন্তর কুফরীর প্রতি আনুগত্যে ভরপুর অর্থাৎ যারা মূলতঃ কাফিরদের অনুসারী তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। অতঃপর বলা হয়েছে :

وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে। এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা অন্তরে ও বাহিরে সব সময় আল্লাহর সাথে শরীক করে এবং তাঁর রাসূলের দাওয়াতের বিরুদ্ধে কাজ করে, তারাও আল্লাহর শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ এবং আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সুবহানাহ্ মানব সন্তানদের মধ্যে তাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস করে আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর কিতাবকে এবং তাঁর রাসূলকে। কারণ সবার জেনে রাখা উচিত যে, এমন লোকদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ। وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আহযাব এর তাফসীর সমাপ্ত।